পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 204 Wednesday, 25 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২০৪ সংখ্যা ❋ ১০ আষাঢ় ১৪৩২, বুধবার, ২৫ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা!

রাজস্থানে আটক শতাধিক বাঙালিকে নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ 'বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি?' আজ, মঙ্গলবার বিধানসভায় এমনই বিস্ফোরক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজস্থানে বাংলাভাষী শতাধিক ব্যক্তিকে 'বাংলাদেশি' পরিচয়ে আটকে রাখার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র কটাক্ষও করেন তিনি। দিন কয়েক আগে, রাজস্থানে অন্তত ৩০০ থেকে ৪০০ জন বাঙালি ভাষাভাষী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ, শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণেই তাঁদের 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে রাখা হচ্ছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সামনে সরব হন। মমতা এদিন বলেন, ''বাংলা ভাষায় কথা বললেই কি অপরাধ? তাহলে বলে দেওয়া হোক, বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ। রাজস্থানে যাঁরা আটক হয়েছেন, তাঁরা কারও বাবা, কারও ভাই, কারও সন্তান। তাঁরা কেউ বাংলাদেশি নন- তাঁরা উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার এলাকার বাসিন্দা, ভারতের নাগরিক।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ''আমি নিজে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা জানিয়েছেন, ভারত সরকার স্পষ্ট ছাড়পত্র দিয়েছিল। তাহলে আজ তাঁদের কেন আটক রাখা হচ্ছে?'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, ''এই সরকার কি বাংলা ভাষাকে নিষিদ্ধ করতে চাইছে?'' তিনি তুলনা টানেন দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে। বলেন, ''তামিলনাড়ুতে অনেকে সিংহলী ভাষায় কথা বলেন, কেউ কেউ নেপালি ভাষাও বলেন। তাহলে কি তাঁদের শ্রীলঙ্কা বা নেপালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে?'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা বারবার দেখছি, বাংলা ভাষার সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য শত্রুতা চলছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বাংলা ভাষা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর আসছে। বাংলাকে বাদ দিয়ে কি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য টিকবে?'' এখানেই শেষ নয়। কেন্দ্রের 'ভাষা রাজনীতি'র বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা আরও বলেন, ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি- তাঁরা সকলেই এই বাংলা ভাষাতেই কথা বলতেন!'' তাঁর মতে, ''যদি শুধু বাংলা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলে দাগানো হয়, তাহলে সেটা দেশের সংবিধানের অবমাননা। সংবিধান সকল ভাষার মর্যাদা দেয়-তার মধ্যে বাংলা অন্যতম।'' সব শেষে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''এই ঘটনা যদি বন্ধ না হয়, বাংলার মানুষের প্রতি এই অন্যায় যদি চলতেই থাকে, তাহলে আমরা কড়া আন্দোলনে নামব। বাংলাকে হেয় করার কোনও চেষ্টাই বরদাস্ত করব না।'' এর পরে রাজস্থানের বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে বিশেষ নির্দেশও দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''রাজস্থানের মুখ্যসচিবের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব আটক হয়ে থাকা বাঙালিদের মুক্ত করার জন্য।'' প্রায় প্রতি বছরই বর্ষায় বানভাসী হয়ে পড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বিস্তীর্ণ অংশ। সেই সূত্রেই আলোচনার কেন্দ্রে বারবার চলে আসে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান প্রসঙ্গ। চলতি বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্থানীয়দের দুর্ভোগের শেষ নেই। জল-যন্ত্রণার কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু বিগত দশ বছর ধরে যে ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে ঘাটালবাসীকে, তার জন্য কেন্দ্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন সাংসদ দেব। মঙ্গলবার বিধানসভায় সেই একই সুর শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে। তাঁরও স্পষ্ট কথা, এত বছরের যে ঢিলেমি সেটার এক ও একমাত্র কারণ কেন্দ্রের অসহযোগিতা। আর ডিভিসির না বলে জল ছাড়া। এদিন বিধানসভার সভাকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম হয় ম্যান মেড ফ্লাড। ডিভিসি না জানিয়ে জল ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা জানতাম জল ছাড়ার আগে রাজ্যকে জানাতো। কিন্তু এখন যে সরকার কেন্দ্রে এসেছে তারা এসব মানে না। না জানিয়েই জল ছেড়ে দেয়। একটি কথাও শোনে না, একটি কথাও মানে না। তারা বাংলাকে বন্যাত্রাণে এক পয়সাও দেয় না।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''১৪টা হাইডাল পাওয়ার প্রজেক্ট করে তিস্তার শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়াটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা বার বার বলেছি ইন্দো-ভুটান রিভার প্রজেক্টে বাংলার প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত, কিন্তু এরা বাংলার অংশীদারিত্ব পুরোটাই বাদ দিয়ে দিয়েছে।'' বন্যাবিধ্বস্ত ঘাটালবাসীদের একপ্রকার বরাভয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। কক্ষে দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, ''আমরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করছি। একটু সময় লাগবে এতবড় প্রজেক্ট করতে, কিন্তু আমরাই করব। কেন্দ্র সরকার এক পয়সাও দেয়নি। আমরা নিজেরাই এই প্রজেক্ট করছি। এই প্রজেক্ট করতে গিয়ে জমি নিয়ে যদি কোনও সমস্যা হয় তাহলে প্রজেক্ট একটু ঘুরিয়ে দিতে অনুরোধ করব, যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়।'' দূষণের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসিকে দুষে বলেন, ''তারা কোনও ড্রেজিং করে না। পলি সংস্কারও করে না। যে কারণে জল ধরার ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে তরতর করে।''

চাকরি বিক্রি হয়েছে, নিশ্চয়ই তার প্রমাণ রয়েছে, সিবিআই-কে নথি আনতে বলল আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ এসএসসি কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষায় চাকরি বিক্রির অভিযোগ। কোন নথিতে সিবিআই এমন তথ্য পেল? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিকে অবস্থান জানাতে নির্দেশ বিচারপতি বিশ্বজি বসুর। একই সঙ্গে এসএসসি-কে উচ্চপ্রাথমিক কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা নিয়োগের মেধাতালিকা আদালতে পেশ করতে নির্দেশ বিচারপতি বসুর। আগামী ১জুলাই-এর মধ্যে সিবিআই-এর অবস্থান এবং এসএসসি-কে মেধাতালিকা পেশ করতে নির্দেশ। বস্তুত, উচ্চ প্রাথমিক বা আপার প্রাইমারির নিয়োগের ক্ষেত্রে (শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষা) যে ওয়েটিং লিস্ট ছিল, তা থেকে রাজ্যের তরফে সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি করা হয়। এই নিয়ে মামলা হয় হাইকোর্টে। রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়, স্থগিতাদেশ তুলে নিয়ে সুপার নিউমেরারি পদে বা অতিরিক্ত পদে নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হোক। তবে সেই স্থগিতাদেশ বহাল রয়েছে। সেই মামলায় আজ (মঙ্গলবার) আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য সওয়াল করে, সুপার নিউমেরারি পোস্ট কোনও চাকরি রক্ষার জন্য হতে পারে। কিন্তু চাকরি দেওয়ার জন্য হতে পারে না। অপরদিকে, সিবিআই যে চার্জশিট পেশ করেছে, সেখানে উল্লেখ রয়েছে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা পরীক্ষায় চাকরি বিক্রি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর মন্তব্য, উচ্চপ্রাথমিকে কোনও সিবিআই তদন্ত নেই। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই চার্জশিটে দাবি করেছে, টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষাতে। সিবিআই নিশ্চয় তদন্ত করতে গিয়ে এমন কিছু নথি বা তথ্য পেয়েছে, তার ভিত্তিতে এমন চার্জশিট দিয়েছে। সেই তদন্তের প্রক্রিয়া এবং নথি, তথ্য আদালত জানতে চায়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১ জুলাই।

বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ বিমানের, 'পুরস্কারের' প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ শুক্রবার বিধানসভায় বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে ফের একবার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, অনেক সদস্য বিধানসভায় এলেও কক্ষে না ঢুকে বাইরে সময় কাটান, কেউ কেউ আবার সরকারি মুখ্য সচেতকের ঘরে গিয়ে বসে থাকেন। তাঁরা অধিবেশনে যোগ না দিলে শেষমেশ তাঁদের 'ধরে ধরে' আনতে হয়। এভাবে চলতে পারে না, স্পষ্ট সতর্কবার্তা অধ্যক্ষের। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভবিষ্যতে বিধানসভার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি আরও কড়া পদক্ষেপ করতে পারেন। তাঁর কথায়, ''বিধানসভা শুধু আইন প্রণয়নের স্থান নয়, গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ। সেখানে নিয়মিত উপস্থিতি প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির কর্তব্য।'' এই পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য। ঘটনাচক্রে মঙ্গলবারই বিধানসভা অধিবেশনে বিধায়কদের উপস্থিতি প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন মমতা। তিনি পরামর্শ দেন, যাঁরা নিয়মিত অধিবেশনে যোগ দেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হোক। তাঁর মতে, যার উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি, তাকেও সম্মান দেওয়া হোক। এতে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, উপস্থিতি বাড়বে। তবে কেউ অসুস্থ থাকলে, তাঁকে অবশ্যই ছাড় দিতে হবে বলেও স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একদিকে অধ্যক্ষের ক্ষোভ, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব - দু'য়ে মিলে স্পষ্ট, বিধানসভায় উপস্থিতি বাড়ানো এখন শাসকদলের অগ্রাধিকার। নিয়মিত সদস্যদের অনুপ্রাণিত করতে পুরস্কার, অনিয়মিতদের জন্য শৃঙ্খলা, দুই দিকেই নজর রাখছে রাজ্য সরকার।

'আমি অপারেশন সিঁদুরে ছিলাম!' দাবি কমান্ডোর, স্ত্রীকে খুনের মামলায় জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ জুনঃ ভারতের এলিট নিরাপত্তা বাহিনী এনএসজি-র 'ব্ল্যাক ক্যাট' কমান্ডো হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে হত্যার মামলায় কোনও রকম ছাড় দিল না সুপ্রিম কোর্ট। পণের চাহিদার বলি হয়ে মারা যাওয়া স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ওই কমান্ডো। তাঁর জামিনের আবেদনের শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, অপারেশন সিঁদুরে অংশগ্রহণ আপনাকে আইনি দায় থেকে মুক্তি দিতে পারে না। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে একটি স্পেশাল লিভ পিটিশনের শুনানিতে অভিযুক্ত কমান্ডোর আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী এনএসজির সদস্য এবং অপারেশন সিঁদুর-এ অংশ নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, মে মাসের এই অপারেশন ছিল পহেলগাম সন্ত্রাস হামলার পর ভারতীয় সেনার পালটা প্রতিক্রিয়া। আদালতের কাছে তাই অনুরোধ ছিল, তাঁকে পুলিশি আত্মসমর্পণ থেকে রেহাই দেওয়া হোক। কিন্তু বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এদিন সাফ জানিয়ে দেন, ''এটা আপনার দায়মুক্তির কোনও কারণ হতে পারে না। ...অভিযোগ অনুযায়ী, যে নৃশংস ভাবে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই ছাড়যোগ্য নয়।'' এই মামলায় অভিযুক্ত কমান্ডোর বিরুদ্ধে ৩০৪বি ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের হয়েছে, যা পণ-সংক্রান্ত মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কমান্ডোর আইনজীবী দাবি করেন, আসল অভিযোগ একটিই- পণ হিসেবে একটি মোটরবাইকের দাবি। এবং সেই অভিযোগ উঠেছে নিহত স্ত্রীর আত্মীয় দুই সাক্ষীর কাছ থেকে, যাঁদের বক্তব্যে বহু অসামঞ্জস্য রয়েছে বলে দাবি তাঁর। তবুও বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রন-সহ দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, হাইকোর্ট আগেই এই আবেদনে স্বস্তি দেয়নি, এবং এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টও আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে নারাজ। আদালত এদিন জানায়, ''আমরা আত্মসমর্পণ থেকে ছাড়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করছি। তবে বিশেষ অনুমতি পিটিশনের প্রেক্ষিতে প্রসিকিউশনের কাছে ছ'সপ্তাহের মধ্যে জবাবদিহি চাওয়া হল।'' অভিযুক্ত কমান্ডোর আইনজীবী সময় চাওয়ায় আদালত আত্মসমর্পণের জন্য দু'সপ্তাহ সময় দেয়।

আইসি-কে কদর্য আক্রমণ, এবার বোলপুরের এসপি-কেই হাজিরার নির্দেশ কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ বোলপুরের আইসি-কে কদর্য ভাষায় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের আক্রমণের ঘটনায় এবার বীরভূমের এসপি-কেই হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হল। বীরভূমের পুলিশ সুপারকে জাতীয় মহিলা কমিশনের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে। এই ঘটনায় জোড়া রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল বীরভূম জেলা পুলিশের তরফ থেকে। জাতীয় মহিলা কমিশন জানতে চেয়েছিল, কেন থানার সাইটে এফআইআর-এর কপি আপলোড করা হয়নি? তাতে মানুষ জানতে পারবে, পুলিশ এই ঘটনায় কোন কোন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল, তাতে সেই উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই কারণেই হাজিরার নির্দেশ। হাজিরা না দিলে, আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশনের। কেন অনুব্রত মণ্ডলের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, সেই প্রশ্নেরও উত্তর চায় কমিশন। এই ঘটনার পরও অনুব্রত কোনও আদালতেই আগাম জামিনের আবদেন করেননি। কিন্তু তারপরও কেন পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করল না, সেই প্রশ্নেরও উত্তর পেতে চায় কমিশন। এই বিষয়টিকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা জগন্নাথ সরকার বলেন, ''পুলিশ সুপারের আসলে শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা! একদিকে অনুব্রতর গালি খাচ্ছেন, অন্যদিকে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। জাতীয় মহিলা কমিশনের কঠোর পদক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে। একাধিকবার ডাকার পরও যদি পুলিশ কমিশনার সাহায্য না করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, তাঁর সার্ভিস বুকে লাল কালির দাগ দেওয়ার ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে।'' প্রসঙ্গত, গত মাসের শেষের দিকে একটি অডিয়ো সামনে আসে, যা নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। যে অডিয়োতে শোনা যায়, বোলপুরের আইসি-কে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন অনুব্রত। সেই নিয়ে পুলিশ তলবও করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বারবার হাজিরা এড়ান অনুব্রত। জুন মাসের পাঁচ তারিখ হাজিরা দেন অনুব্রত। তবে ৯০ মিনিট জিজ্ঞাসাবাদের পরই বেরিয়ে আসেন তিনি।

চাইলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতেই পারে নির্যাতিতার পরিবার, সবুজ সঙ্কেত দিল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা-মা কলকাতা হাইকোর্টে যে আর্জি জানিয়েছেন তাতে আপত্তি নেই বলে জানাল সিবিআই। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আবেদন জানিয়েছিলেন আদালতে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে জানান হয়েছে, নির্যাতিতার বাবা-মা যদি অকুস্থল পরিদর্শন করতে চান তাহলে সমস্যা নেই। এই মামলার গত শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি জানিয়েছিলেন, এখনও ঘটনাস্থল বা 'প্লেস অফ অকারেন্স' পরিদর্শন করতে দেওয়া হয়নি। সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার আদালতে সিবিআই জানিয়েছে, নির্যাতিতার পরিবার ঘটনাস্থল দেখতে চাইলে আপত্তি নেই। এরপরই বিচারপতি নির্যাতিতার পরিবারকে এই বিষয়ে লিখিত আবেদন করতে বলেন। নির্যাতিতার পরিবার শুরু থেকেই সিবিআই তদন্তে খুশি ছিলেন না। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও মৃতার পরিবারের দাবি, সে একা জড়িত নয়, আরও অনেকে রয়েছে। এর আগে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষও প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''এটি গণধর্ষণের ঘটনা, না কি নয়?'' তিনি সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার জন্য। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে কোনও রকম খোলসা করতে পারেনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও। এবার নির্যাতিতার পরিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর কী বক্তব্য রাখে, সেটাই দেখার। গত বছর আগস্ট মাসে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল গোটা দেশজুড়ে। হাসপাতালের ভিতরে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন রাজ্যের চিকিৎসক মহল থেকে সাধারণ নাগরিকরাও। দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারপর্বের পর শেষমেশ রায় ঘোষণা হয়। শিয়ালদহ আদালত মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনায়। সিবিআই তদন্ত নিয়ে অবশ্য একাধিক প্রশ্ন উঠেছে যার উত্তর এখনও মেলেনি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে এও অভিযোগ উঠেছে, তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে শেষবার যাঁরা ছিলেন তাঁদের হেফাজতে নেওয়া তো দূর, এখনও পর্যন্ত ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। অর্থাৎ 'লাস্ট সিন থিওরি' মেনে তদন্ত হয়নি। পাশাপাশি এও অভিযোগ, পুরনো স্ট্যাটাস রিপোর্টের পয়েন্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিবিআই অবশ্য বারবার বলছে, তদন্ত এখনও চলছে।

'যা বলার দল বলবে', নবনির্বাচিত আলিফাকে 'চুপ' থাকার নির্দেশ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ অভিযোগ তাঁর দলেরই কর্মীদের বিরুদ্ধে। বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ গিয়েছে দশ বছরের ফুটফুটে মেয়েটার। ঘটনার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছিলেন শোকবার্তা। স্পষ্ট লিখেছিলেন, 'এই ঘটনায় আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ। আমি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বার্তা দিয়েছি, এই ঘটনায় যারা জড়িত, দল-বর্ণ নির্বিশেষে তাদের যেন কঠোরতম শাস্তি হয়। প্রশাসন যেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।' কালীগঞ্জের জয়ী প্রার্থী সেই আলিফা আহমেদকেই এবার 'চুপ করতে' বলছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিধানসভায় নদিয়ায় দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন দলনেত্রী। সেখানেই দলের নেতা তথা বিধায়কদের আলিফাকে এ ঘটনা নিয়ে বেশি কথা বলতে বারণ করেন বলে খবর। যা বলার দল বলবে। দলীয় নেতৃত্ব বলবেন। এদিকে ফলাফলের আগের দিন সমাজ মাধ্যমে আলিফার বার্তা ছিল অশান্তি এড়ানোর। কিন্তু ফলাফলের দিন একেবারে অন্য ছবি দেখে বঙ্গবাসী। তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকেই সিপিএম সমর্থকদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। তাতেই মৃত্যু হয় বড় চাঁদঘর পঞ্চায়েতের মোলন্দা গ্রামের তামান্না খাতুনের। এ ঘটনা নিয়েই তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। বড়সড় প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে বামেরা। তোপ দেগেই চলেছে পদ্ম ব্রিগেড। এমতাবস্থায় নব নির্বাচিত বিধায়কের জন্য দলনেত্রীর এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনীতির কারবারিদের।

ট্রাম্পের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পরও ইজরায়েলে ইরানি হামলায় মৃত ৪, এল মার্কিন বার্তাও

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

'যুদ্ধবিরতি এখন থেকে কার্যকর হচ্ছে।' টানা ১২ দিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মধ্যপ্রাচ্যে আশার আলোর সন্ধান দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হওয়ার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ইরান এবং ইজরায়েল। তবে দুই দেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সংঘর্ষবিরতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে দুই তরফ থেকেই এখনও সরকারি সিলমোহর পড়েনি। তবে এর আগে ইজরায়েল দাবি করে, মঙ্গলবার সকালে ইরান একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। তাতে ৪ জনের মৃত্যুরও খবর মিলেছে। মঙ্গলবার ট্রুথ স্যোশালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'যুদ্ধবিরতি এখন থেকে কার্যকর হল। অনুগ্রহ করে আর কেউ যুদ্ধবিরতি ভাঙবেন না।' এর আগে সোমবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, 'আগামী ছ'ঘণ্টার মধ্যে ইরান-ইজরায়েল দু'পক্ষই সম্পূর্ণ সংঘর্ষবিরতিতে যাবে। এর শুরুটা করবে ইরান (প্রথম ১২ ঘণ্টা)। তাকে অনুসরণ করবে ইজরায়েল (পরের ১২ ঘণ্টা)। একপক্ষের সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করলে অপর পক্ষও শান্তি বজায় রাখবে। ২৪ ঘণ্টা পর

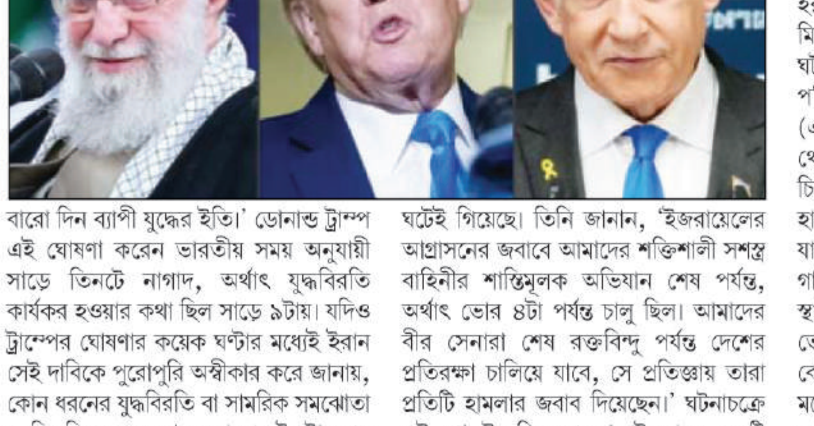

বারো দিন ব্যাপী যুদ্ধের ইতি।' ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘোষণা করেন ভারতীয় সময় অনুযায়ী সাড়ে তিনটে নাগাদ, অর্থাৎ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল সাড়ে ৯টায়। যদিও ট্রাম্পের ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরান সেই দাবিকে পুরোপুরি অস্বীকার করে জানায়, কোন ধরনের যুদ্ধবিরতি বা সামরিক সমঝোতা হয়নি। কিন্তু চমক আসে তারপরেই। ট্রাম্পের ঘোষণাকে অসম্ভব ও ভিত্তিহীন বলার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই, ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এমন একটি বিবৃতি দেন, যা ইঙ্গিত দেয় সংঘর্ষে একটি অঘোষিত বিরতি হয়তো ঘটেই গিয়েছে। তিনি জানান, 'ইজরায়েলের আগ্রাসনের জবাবে আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর শাস্তিমূলক অভিযান শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ভোর ৪টা পর্যন্ত চালু ছিল। আমাদের বীর সেনারা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দেশের প্রতিরক্ষা চালিয়ে যাবে, সে প্রতিজ্ঞায় তারা প্রতিটি হামলার জবাব দিয়েছেন।' ঘটনাচক্রে এই পোস্টের কিছুক্ষণ আগেই আরও একটি পোস্ট করেছিলেন আরঘাচি। সেই এক্স বার্তায় তিনি জানিয়েছিলেন, ইরানের পক্ষে আর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কোন আগ্রহ নেই, যদি ইজরায়েল তাদের 'অবৈধ আগ্রাসন' বন্ধ করে। যদিও ইজরায়েলের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালেও ইরান তাদের উপর হামলা চালিয়েছে।টাইমস অফ ইজরায়েলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ ইজরায়েলের বেয়ার শেভা শহরে একটি আবাসিক ভবনে আছড়ে পড়ে ইরানিয়ান মিসাইল। জানা গিয়েছে, এই মিসাইলের আঘাতে অন্তত ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে জরুরি পরিষেবা ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডমের (এমডিএ) একজন মুখপাত্র জানান, হালকা থেকে মাঝারি আঘাতপ্রাপ্ত আরও ৬ জন চিকিসাধীন রয়েছেন। ইরানের এই মিসাইল হামলায় আবাসিক ভবনটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল গাড়ি, গাছপালা ও ভাঙাচোরা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরবেলা আচমকা এই হামলা চালানো হয়। বেশিরভাগ মানুষই ঘুমিয়ে ছিলেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

রাণী দুর্গাবতীর আত্মত্যাগের দিনে তাঁকে প্রণাম অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন ঃ প্রতিটি যুবকের মহারাণী দুর্গাবতীজির জীবন কাহিনী জানা উচিত এবং তাঁর আদর্শকে জীবনে ধারণ করা উচিত। মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, গন্ডোয়ানা সাম্রাজ্যের রানী দুর্গাবতী কেবল মধ্যপ্রদেশেরই নয়, সমগ্র ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতীক। খুব অল্প বয়সেই তিনি স্বশাসনের প্রতি বীরত্ব, সাহস এবং আনুগত্যের এক দুর্দান্ত উদাহরণ তৈরি করেছিলেন। মুঘল আক্রমণকারীদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য বীরত্বের সাথে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।যিনি সারা জীবন সংস্কৃতি এবং আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করেছিলেন, সেই রাণী দুর্গাবতীজির আত্মত্যাগের দিনে, আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই।

বাংলার হিন্দুরা এক হলে ২০২৬-এ পরিবর্তন অনিবার্য, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ হিন্দু ঐক্যই একমাত্র পথ। হিন্দুরা জোটবদ্ধ না হলে মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদ, মহেশতলা, বাড়তেই থাকবে আক্রমণ ও হামলা।.যদি সারা বাংলার হিন্দুরা এক হয়, তাহলে ২০২৬-এ পরিবর্তন অনিবার্য। মঙ্গলবার পরিসংখ্যান দাখিল করে এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।তিনি লিখেছেন, কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে মুসলিম অধ্যুষিত সিংহভাগ বুথ গুলিতে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট হয়. 'একক সংখ্যায়' সীমাবদ্ধ অথবা পঞ্চাশের গন্ডি পেরোয় না। বিজেপি প্রার্থী মুসলিমদের ভোট পাননি।আবার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বুথে প্রায় সবগুলোতেই বিজেপি এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ভোটারদের এই ঐক্যের চিত্র আগামী দিনে রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ধ্বজ ওড়ানোর ইতিহাস রচনা করতে চলেছে।

হাওড়ার দাশনগরে অপহরণের অভিযোগ-কাণ্ডে দক্ষিণেশ্বর থেকে উদ্ধার শিশু

হাওড়াঃ৯ বছরের শিশুকে রাস্তা থেকে 'অপহরণ' করা হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মা। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষার পর বাস্তবে অপহরণের প্রমাণ মেলেনি বলেই প্রাথমিক তদন্তে দাবি করেছিল পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শিশুর মায়ের ফোনের টাওয়ার লোকেশন দেখা হয়। রবিবার রাতের মধ্যেই উদ্ধার হয় ওই শিশু।শিশু অপহরণের অভিযোগ-কাণ্ডে সাফল্য মেলে হাওড়ার দাশনগর থানার পুলিশের। দক্ষিণেশ্বরের এলাকায় এক পরিচিত কাকার বাড়ি থেকে রবিবার রাতে উদ্ধার হয় নয় বছরের ওই শিশুকে। পাশাপাশি, অন্য একটি কেসে শিশুর মা সঙ্গীতাকে গ্রেফতার করে উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলা থানার পুলিশ। এদিকে, উদ্ধার হওয়া শিশুর সোমবার হাওড়া জেলা আদালতে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। পাশাপাশি এদিন তার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়। কোর্টের নির্দেশ অনুসারে তাকে আপাতত হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটির মা 'ষড়যন্ত্র' করে 'অপহরণে'র নাটক করছিলেন। এই ঘটনাটি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে' ঘটানো হয়েছিল। সঙ্গীতা নামে আগে যারা কেস করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে পাল্টা কিছু করার জন্যই এই সাজানো অপহরণের পরিকল্পনা করেছিলেন শিশুটির মা, এমনই অভিযোগ উঠে আসছে এই ঘটনায়। শিশুটির কাছ থেকে জানা গেছে ঘটনার সময় মা তার কাছেই ছিল। তার পরিচিত এক কাকা তাকে গাড়ি করে নিয়ে যায়। সেই কাকার কাছেই সে ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দাশনগরের ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি, তদন্ত চলছে।

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক সবসময় মসৃণ হয় না, বাস্তবের নিরিখে দেখতে হবেঃমন্তব্য এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি,২৪জুনঃআন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে ভারতের অবস্থান ও প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সবসময় মসৃণ হবে, এমনটা ভাবা উচিত নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতার নিরিখে এই সম্পর্কগুলিকে বিচার করতে হবে।শনিবার নয়াদিল্লিতে এক আলোচনাসভায় বক্তৃতা রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছি। তবে এই সম্পর্কগুলি কখনও খুব ভালো, আবার কখনও কিছুটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এটি একেবারেই স্বাভাবিক এবং কূটনৈতিক বাস্তবতার অংশ।বৈঠকে উপস্থিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশে তিনি বলেন, অনেকে ভাবেন প্রতিবেশী দেশ মানেই যেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে চিরকাল। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয় না। দেশগুলির নিজস্ব স্বার্থ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক চাহিদা, নিরাপত্তার প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখেই আমরা সম্পর্ক পরিচালনা করি।বিদেশমন্ত্রীর এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল। বিশেষত বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল কিংবা চীন-এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে জয়শঙ্করের মন্তব্যে ভবিষ্যতের কূটনৈতিক দিকনির্দেশ অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে।তিনি বলেন, আমরা কখনওই কাউকে আক্রমণ করতে চাই না, কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষা করতে জানি। সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই, তবে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনো রকম আপস করা হবে না। তাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনো জটিলতা এলে, সেটিকে অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করি।ভারতের নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে টানাপড়েন লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ, চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত, মালদ্বীপের সঙ্গে রাজনৈতিক টানাপড়েন, নেপালের সঙ্গে মানচিত্র বিতর্ক, কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ভারতের প্রভাব নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক-সবই বারবার সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে জয়শঙ্করের মন্তব্যে একটি কৌশলগত বাস্তবতা উঠে এসেছে।তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং বিশ্বাসভিত্তিক সহযোগিতা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক মেরুকরণ বা চিনের মতো বৃহ শক্তির প্রভাব আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার মতো পরিপক্কতা ভারত অর্জন করেছে।তনি মনে করিয়ে দেন, বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে অনেক পরিণত ও বাস্তববাদী। প্রতিটি পদক্ষেপ কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেওয়া হচ্ছে, যাতে সাময়িক সমস্যার মধ্যে পড়লেও দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্ক টিকে থাকে এবং দেশীয় স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।একই সঙ্গে জয়শঙ্কর এদিন বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের আত্মবিশ্বাস ও উদারতা-উভয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত এখন নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়। আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর আন্তর্জাতিক চাপের প্রভাব পড়ে না। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করি, সাহায্য করি, কিন্তু নিজের মেরুদণ্ড সোজা রেখে।ভারতের ' First' নীতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ভারত সবসময়ই অগ্রাধিকার দিয়ে দেখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও দেশে রাজনৈতিক পালাবদল হলে কিংবা বিদেশি শক্তির প্রভাব বাড়লে সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা আসতেই পারে। সেটাকে বুঝে এগোতে হয়, হঠাৎ আবেগতাড়িত হয়ে প্রতিক্রিয়া জানালে ক্ষতি হতে পারে।এই বক্তব্যের মাধ্যমে জয়শঙ্কর একদিকে যেমন ভারতীয় কূটনীতির পরিপক্কতা এবং কৌশলগত স্থিরতা তুলে ধরলেন, তেমনই বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত আবেগে নয়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাঁর মতে, পরিস্থিতি যাই হোক, ভারতের উদ্দেশ্য কখনওই দখলদারিত্ব নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আর সেটাই আমাদের কূটনীতির মূলমন্ত্র।বিদেশমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পেছনে রয়েছে সাম্প্রতিক কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতিফলন। যেমন, মালদ্বীপে ভারত-বিরোধী স্লোগান উঠেছে নতুন সরকারের আমলে, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে চিনের বন্দর চুক্তি নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন, নেপালের রাজনীতি বারবার ভারত-পন্থী ও চিন-পন্থী অবস্থানের মধ্যে দোদুল্যমান। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক কার্যত স্থবির এবং চীনের সঙ্গে সীমান্তে উত্তেজনা থাকেই। সব মিলিয়ে ভারতের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ জটিল। এই প্রেক্ষাপটে জয়শঙ্করের বক্তব্য একটি সতর্ক ও কৌশলগত বার্তা বহন করে।জয়শঙ্কর বলেন, আমরা চাই না যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক বারবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ুক। কিন্তু যদি তা হয়, তবে তাতে হতাশ না হয়ে পরিপক্বতা দেখাতে হবে। শান্তির জন্য সদিচ্ছা থাকা জরুরি, তবে শক্তির প্রয়োগের প্রস্তুতিও থাকতে হবে।

পাহাড় লাইন ও জাতীয় সড়কে ভূমিধস, ডিমা হাসাও এবং বরাকের এসএলআরসি পরীক্ষা-প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

গুয়াহাটি, ২৪ জুন ঃ লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনের জাটিঙ্গা-লামপুর এবং নিউহাফলং স্টেশনের মধ্যবর্তী ১০৮৭-৮ কিলোমিটার অংশে ভূমিধসের ফলে বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। এছাড়া হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সাকের জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাওয়ের মধ্যবর্তী জাটিঙ্গা-লামপুরেও ধস নামায় ওই পথে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ' স্টেট লেভেল রিক্রুটমেন্ট কমিশন' (এসএলআরসি) ডিমা হাসাও জেলা এবং বরাক উপত্যকার চাকরি-প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে।প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন জাতীয় এবং রেল সড়ক মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হওয়ায় ডিমা হাসাও সহ বরাক উপত্যকার তিন জেলার বহু চাকরি-প্রার্থী গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠেয় গ্রেড-৪ পদের জন্য তাঁদের নির্ধারিত সাক্ষাকার (ইন্টারভিউ)-এ যোগ দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন।তাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রার্থীদের জন্য ' কনসিডারেশন'-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এসএলআরসি কর্তৃপক্ষ। এই সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রার্থীরা যাতে সুবিধাবঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে। কমিশনের এই সিদ্ধন্তের উদ্দেশ্য, প্রতিকূলতার মুখেও ন্যায্যতা এবং সহজলভ্যতার নীতিগুলি সমুন্নত রাখা।এ সম্পর্কে জারিকৃত সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ' এবং সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে ডিমা হাসাও এবং বরাক উপত্যকার তিন জেলার দুর্যোগ-প্রভাবিত প্রার্থীদের জন্য একটি সংশোধিত ইন্টারভিউয়ের সময়সূচি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।'প্রভাবিত প্রার্থীদের সংশোধিত সাক্ষাকারের সময়সূচি জানতে এসএলআরসি-র অফিশিয়াল ঘোষণাবলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন আশ্বস্ত করেছে, নতুন তারিখ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই ' স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড' (এএসএসইবি পূর্ববর্তী সেবা)-এর ওয়েবসাইট www.sebaonline.org-এর মাধ্যমে জানানো হবে, যাতে প্রার্থীরা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে

কাছাড়ে ২২ জনের পর এবং বঙাইগাঁওয়ে ধৃত দুই বাংলাদেশি

বঙাইগাঁও কাটিগড়া (অসম), ২৪ জুনঃ অসমে চলমান অবৈধ বাংলাদেশি পাকড়াও, পুশব্যাক এবং গ্রেফতার অভিযানের মধ্যে এবার বঙাইগাঁওয়ে আরও দুই অবৈধ বাংলাদেশিকে আটক করেছে পুলিশ। এরা জাল ভারতীয় নথি ব্যবহার করে মুম্বাইগামী ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করলে নিউ বঙাইগাঁওয়ে রেলওয়ে স্টেশনে কর্তব্যরত জিআরপি এবং আরপিএফ- কর্মীদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি জাল ভারতীয় নথিপত্র।নিউ বঙাইগাঁও রেলস্টেশনে অবস্থিত জিআরপি থানার ওসি আজ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, আরপিএফ-এর সঙ্গে পরিচালিত যৌথ অভিযানে দুই বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক করা হয়েছে। নিউ বঙাইগাঁও জংশন থেকে তাম্বারাম এক্সপ্রেসে ওঠার সময় প্রথমে মহম্মদ গোলাম রব্বানি নামের বাংলাদেশিকে আটক করে জিআরপি। এর পর তার ভাই আসারুল ইসলামকে রেলস্টেশন চত্বরে সন্দেহজনকভাবে পায়চারির সময় আটক করে আরপিএফ। সতর্ক রেলওয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে।তিনি জানান, এই দুই ভাই বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাসিন্দা। তারা মেঘালযের অন্তর্গত ডাউকির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবরর্তী চোরাপথ দিয়ে দালালের হাত ধরে এপারে এসেছিল।ধৃতদের প্রদত্ত স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে জিআরপি অফিসার জানান, মেঘালয় থেকে অসম হয়ে তারা মুম্বাই পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। ধৃত গোলাম রব্বানি এবং তার ভাই আসারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল, মুম্বাই গিয়ে তারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে।জিজ্ঞাসাবাদে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জিআরপি অফিসার জানান, তাদের হেফাজত থেকে পশ্চিমবঙ্গে তৈরিকৃত জাল ভারতীয় আধার কার্ড ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, একটি বৃহত্তর আন্ত ঃ সীমান্ত নেটওয়ার্ক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করাচ্ছে। ওই নেটওয়ার্কের তথ্য বের করতে ধৃত দুজনকে হেফাজতে নিয়ে গোয়েন্দা ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২২ এবং ২৩ জুন কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া পুলিশের পৃথক অভিযানে গুজরাট থেকে আগত শিশু, মহিলা এবং পুরুষ সহ ২২ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশিরা গত ৬ বছর ধরে সুরাটে শ্রমিকের কাজ করছিলেন।কতিপয় দালালের সহায়তায় তারা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাড় হয়ে বাংলাদেশে ফেরার সময় স্থানীয় জনতা তাদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করে স্থানীয়রা তাদের আটক করেছিলেন।কাটিগড়া থানা সূত্রে জানা গেছে, গত এক মাসে প্রায় ১০০ জন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজনকে ভারতীয় অভিবাসন আইন অনুযায়ী পুশব্যাক করেছে বর্ডার পুলিশ।

বারুইপুরে আদি গঙ্গা দখলমুক্ত করতে গিয়ে গন্ডগোলে পড়লো সেচ দফতর

দুরন্তবার্তা,বারুইপুরঃআদি গঙ্গা দখলমুক্ত করতে গিয়ে থমকে গেল অভিযান, ক্লাব বনাম সরকার সংঘর্ষে উত্তপ্ত বারুইপুর।জেসিবি থামালেন ক্লাব সদস্যরা, বাইপাস অবরোধে রণক্ষেত্র বারুইপুর।ঘটনাস্থলে বিডিও, আইসি-চললো টানা পোড়নের আলোচনায় নাটকীয় মো।।বারুইপুরের শাসন বাইপাসে আদি গঙ্গার পা। দখলমুক্ত করতে অভিযান চালাতে গিয়ে সোমবার সেচ দপ্তর পড়ল বিপাকে। লায়ন্স ক্লাবের সামনে জেসিবি পৌঁছানো মাত্রই বাধা দেন ক্লাব সদস্যরা। উত্তপ্ত বচসা, পুলিশের মোতায়েন এবং শেষমেশ বাইপাস অবরোধের মধ্য দিয়ে জটিল হয়ে পড়ে পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলে হাজির হন বিডিও ও থানার আইসি।বারুইপুরের আদি গঙ্গার পা। ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে। রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে জমা থাকা অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয় এক বিশেষ দখলমুক্তি অভিযান। শাসন বাইপাসের ধারে অবস্থিত বারুইপুর খোদার বাজার লায়ন্স ক্লাব, যা ১৯৭৮ সাল থেকে সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছে বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের, সেই ক্লাবের একটি অংশ আদি গঙ্গার পুরনো প্রবাহের মধ্যে পড়ে যাওয়ার অভিযোগেই সেচ দপ্তর সেখানে পৌঁছায়।সোমবার সকালবেলা হঠাৎ করেই সেচ দপ্তরের আধিকারিকেরা জেসিবি সহ হাজির হন ক্লাব চত্বরে। অভিযান শুরু হতেই, ক্লাব সদস্যরা সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান। তাঁদের স্পষ্ট দাবি-এটা শুধুমাত্র একটি ক্লাব ঘর নয়, এলাকাবাসীর আবেগ, বহু বছরের স্মৃতি আর সমাজসেবার একটি প্রাণকেন্দ্র। তাই কোনওভাবেই এই ঘর ভাঙতে দেওয়া যাবে না।এরপরেই শুরু হয় উত্তেজনা। জেসিবি মেশিন ক্লাব ঘরের দিকে এগোতেই তা আটকে দেন সদস্যরা। জেসিবি ঠেলে সরিয়ে দেন বলে অভিযোগ। সেখানেই সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়েন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। একসময় পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে, বারুইপুর থানার তরফে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে উপস্থিত হয়।কিন্তু এতেও থামেনি উত্তেজনা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকরা বিক্ষোভে নামেন এবং এক পর্যায়ে পুরো বারুইপুর শাসন বাইপাস অবরোধ করে দেন। মুহূর্তে যান চলাচল স্তব্ধ। সমস্যার গভীরতা বুঝে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বারুইপুরের বিডিও সৌরভ মাঝি এবং বারুইপুর থানার আইসি সৌমজি রায়। তাঁদের উপস্থিতিতেই শুরু হয় আলোচনার চেষ্টা-কীভাবে আইনি পথে, জনমতের গুরুত্ব বজায় রেখে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো যায়।এদিকে সেচ দপ্তরের দাবি, আদি গঙ্গার পাড় দখলমুক্ত করতেই হবে। এটি রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও নদী পুনর্জীবন প্রকল্পের অংশ। অন্যদিকে ক্লাব কর্তৃপক্ষের যুক্তি সেচ দপ্তর আগে কোনও নোটিশ দেয়নি,আর এই ক্লাব শুধুই একটি দালান নয়, হাজার হাজার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবেগের সঙ্গে জাতি।শেষমেশ ক্লাব ভাঙার কাজ বন্ধ রাখা হয়। তবে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির হবে বলে জানান বিডিও।

ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি, গতি ভারতের শেয়ার বাজারে

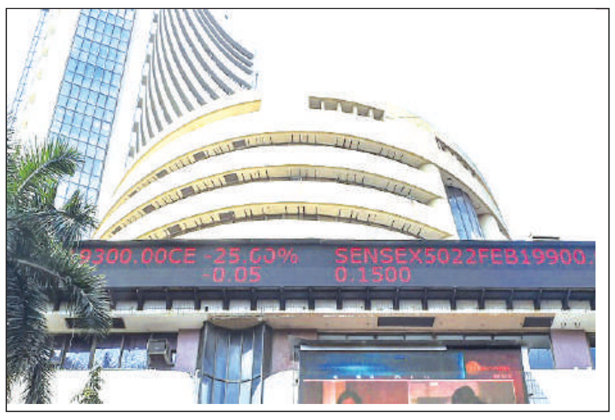

মুম্বই, ২৪ জুন ঃ ইরান-ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হওয়া মাত্রই লাফ ভারতের শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায় বাজারে। দুপুর ১২টার পরপরই ১১০০ পয়েন্ট উঠে যায় সেনসেক্স। নিফটিও ৩০০ পয়েন্টেরও বেশি উঠে যায়। দুপুর ১২টার মধ্যেই বিএসই সেনসেক্স, নিফটি ৫০, ব্যাঙ্ক নিফটির সূচক ১ শতাংশেরও বেশি উঠেছে। মিডক্যাপ নিফটি, ফিন নিফটির সূচকও আশা জাগিয়েছে বিনিয়োগকারীদের মনে। এ দিন দুপুর ১২টার মধ্যে সেনসেক্সে ৯৩টি সংস্থার শেয়ার ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়।মঙ্গলবার সকাল থেকেই ইন্ডিগোর শেয়ারের দরও বেড়েছে। সওয়া ১২টার মধ্যে ৩ শতাংশেরও বেশি বাড়ে ইন্ডিগোর শেয়ার দর। এছাড়াও এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, টিটাগড় রেলওয়ে, সেইল-এর স্টক ৩-৪ শতাংশ বেড়েছে বলে মনে করা হয়।।

অসমে ভূমিধস, ত্রিপুরায় জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত পর্যালোচনায় উচ্চস্তরীয় বৈঠক রাজ্যের

আগরতলা, ২৪ জুন ঃ অসমের লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ভূমিধসের দরুন বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত পর্যালোচনা করতে আজ মঙ্গলবার এক উচ্চস্তরীয় বৈঠকের আয়োজন করেছে রাজ্য।আজ মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, অসমে ধস-কবলিত রেলপথে গত থেকে যাত্রী এবং পণ্যবাহী ট্রেন বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) কর্তৃপক্ষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে আজ এক উচ্চস্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।তিনি জানান, ইতিমধ্যে অসমের বদরপুরে বিদ্যমান এনএফআর-এর এরিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছেন ত্রিপুরা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিক। এরিয়া ম্যানেজার আশ্বস্ত করেছেন, এনএফআর-এর ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিক এবং কর্মচারীরা ধস-বিধ্বস্ত রেলসড়ককে সচল করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালিয়েছেন বলেন।

বদ্রীনাথে তীর্থ নয়, এবার গুহায় সাধনার পরিবেশ গড়ছে প্রশাসন

গোপেশ্বর, ২৪ জুন ঃ চারধারে তুষারচূড়া পাহাড়। গর্জন করছে ঋষিগঙ্গা। তারই ঠিক পাশে, বরফ-পাথরে গড়া নিঃশব্দ এক আস্তানা। চাতক হয়ে থাকা তীর্থযাত্রীদের জন্য উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথে এবার খুলে যাচ্ছে ধ্যানের আসর। গুহায় বসে আরামকেদারায় নয়, বরং শুদ্ধ ধ্যান, নির্জন রাত আর আত্মসন্ধানের পরম পরিসর - এ সবেরই আয়োজন করছে প্রশাসন।দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকা সেই 'ধ্যান গুহা'গুলো এখন নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বদ্রীনাথ মন্দির থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে, ঋষিগঙ্গা জলপ্রপাতের পাশেই অবস্থিত এই চারটি গুহা। দু'টি কাটা হয়েছে পাথরের বুকে, বাকি দু'টি তৈরি হয়েছে কংক্রিটে। ২০২২ সালে এই গুহাগুলোর নির্মাণ শুরু হলেও বরফঝড় আর অপ্রতুল পরিকাঠামোর কারণে দীর্ঘদিন পড়ে ছিল অচল।এবার বদলে যাচ্ছে ছবিটা। জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের নির্দেশে গুহাগুলিতে বসানো হচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগ, বিছানা, কম্বল, ইলেকট্রিক কেটল। ধ্যানরত সাধকদের যেন আর কোনও সমস্যা না হয়। থাকবে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও। মঙ্গলবার বদ্রীনাথের পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা জানিয়েচ্ছেন, জুলাইয়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ হবে বলেই আশা।অপেক্ষা শুধু আবহাওয়ার সদয় থাকার। আবহাওয়া ঠিক থাকলে এ বছরই তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে যাবে গুহার দরজা। ধ্যান, প্রার্থনা কিংবা নিঃশব্দে ঈশ্বরানুসন্ধান। বদ্রীনাথ যাত্রায় এবার সেই অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করা যাবে।যাঁরা আধুনিক জীবনের কোলাহল থেকে পালাতে চান, যাঁরা ঈশ্বরকে অনুভব করতে চান নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে, তাঁদের জন্য হয়তো বদ্রীনাথের এই গুহাগুলিই হয়ে উঠবে নতুন ঠিকানা হবে বলে মনে করা হয় বলেন।

অপারেশন সিন্ধুঃইরান থেকে ফিরলেন ২৯২ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ ২৪ জুন রাত ৩টে ৩০ মিনিটে ইরানের মাশহাদ থেকে একটি বিশেষ বিমানে প্রবাসী ভারতীয়দের আরও একটি দল দিল্লিতে ফিরেছে। এই বিমানে ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের মাঝে ভারতের উদ্ধার অভিযান ' অপারেশন সিন্ধু'-র অধীনে ২৯২ জন ভারতীয় নাগরিক নিরাপদে স্বদেশে ফিরেছেন বলে জানিয়েছেন ভারতের বিদেশ দফতরের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।উল্লেখ্য, এই দলটি ফেরায় ইরান থেকে মোট ফিরে আসা ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা দাঁড়াল ২,২৯৫ জন। ভারতের বিদেশ দফতর ১৮ জুন থেকে এই অভিযান শুরু করে। ইরান আকাশসীমা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে তিনটি উদ্ধারকারী বিমান চলাচলের অনুমতি দেয়।

৩.৭ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অসমের নগাঁও জেলায়, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ২৪ জুন ঃ সাত দিনের মাথায় মঙ্গলবার সকাল ০৬টা ৩৭ মিনিট ১০ সেকেন্ডে ফের ভূমিকম্পে কেঁপেছে অসমের নগাঁও জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৭। মৃদু ভূমিকম্পে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে গত ১৭ জুন সকাল ১১টা ১২ সেকেন্ডে ৩.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল নগাঁওয়ে।আজ সকালে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভারতীয় সময় ০৬ঃ৩৭ঃ১০ ঘণ্টায় সংঘটিত ৩.৭ প্রাবল্যের ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল নগাঁওয়ের ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৬.৩৩ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৮১ও পূর্বে।আজকের ভূকম্পের ঝটকা মধ্য ও উত্তর অসমের বিভিন্ন প্রান্তে আংশিক অনুভূত হলেও অধিকাংশ মানুষ এই কম্পন টের পাননি বলে খবরে প্রকাশ।প্রসঙ্গত, গত ২০ জুন শুক্রবার রাত সাতটা ১৪ মিনিট ০৬ সেকেন্ডে ৩.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছিল উজান অসেমর ডিব্রুগড় জেলা। এর আগে গত ১৭ জুন সকাল ১১টা ১২ সেকেন্ডে ৩.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল অসমের নগাঁওয়ে। তার আগে ৩ জুন মৃদু ভূকম্পে কেঁপেছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সংলগ্ন কামরূপ (গ্রামীণ) জেলা। ভারতীয় সময় রাত ০৮টা ২৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬।এছাড়া গত ১৮ জুন মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে তিনবার ভূমিকম্পে কেঁপেছিল অরুণাচল প্রদশের পশ্চিম কামেং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ৩.১ প্রাবল্যের প্রথম কম্পন অনুভূত হয় ১৮ জুন রাত ১১টা ৪৮ সেকেন্ডে ৩৪ সেকেন্ডে এবং ৩.৫ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয়েছে রাত ১১টা ৫১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে। তবে স্বস্তি, কোনও ভূমিকম্পের কোনও জায়গায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, বলে জানা যায়নি আজ।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি পরিপূর্ণতার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। আপনার শক্তি এবং উৎসাহ আপনাকে নতুন সুযোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ধারণা এবং প্রস্তাবগুলি প্রশংসা করা হবে। এটি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময়। আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার আপনার সমর্থনে থাকবে, যা আপনাকে আরও আত্মবিশ্বাসী বোধ করাবে। শুভ দিন হতে পারে।

বৃষঃ আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে।

মিথুনঃআজকের দিনটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ এবং সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ভেতরে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে, যা আপনাকে বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

কর্কটঃ আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় লাভ

সিংহঃআজকের দিনটি উৎসাহ এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ হবে। আপনি আপনার সম্ভাবনাকে আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষের উপর ভাল প্রভাব ফেলবে।

কন্যাঃ শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বাড়ে। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না করতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিবারের সদস্যরা তুচ্ছ ব্যাপারকে ব। করে দেখাতে পারে।

তুলাঃআজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ থাকবে। আপনি পেশাগত জীবনে কিছু নতুন দিক দেখতে পাবেন, এটি আপনার কর্মনিষ্ঠার পুরস্কার পাওয়ার সময়।।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হবে। আপনি নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে প্রস্তুত পাবেন এবং আপনার ধারণাগুলি তীক্ষ্ণ হবে। আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। পেশাগত জীবনে সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক দৃঢ় হবে, যা আপনার কাজকে আরও সহজ করে তুলবে। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে।।।

মকরঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।

কুম্ভঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আপনি আপনার নেটওয়ার্ক প্রসারিত করতে পারেন। আপনার ধারণা এবং আদর্শ অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক প্রমাণিত হবে।।

মীনঃ নিজে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন ওষুধ খাওয়ার আগে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন-অন্যথায় ওষুধ নির্ভরতার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান

আবহাওয়া

গাঙ্গেয় বঙ্গের উপরে থাকা সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল কিছুটা শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপ অঞ্চল হিসাবে অবস্থান করছে দক্ষিণ বিহার এবং সংলগ্ন এলাকার উপরে। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখাটি রয়েছে রাজস্থান থেকে মেঘালয় পর্যন্ত। তা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়েই গিয়েছে। রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষা প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অবস্থান এবং এই নিম্নচাপ অঞ্চলের কারণেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে।

পূর্বাভাস বলছে, সারা সপ্তাহ ধরেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে আপাতত দু'দিন বৃষ্টির দাপট কিছুটা কম থাকবে।৩ দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আবহাওয়ার নতুন কোনও সতর্কতা নেই। সর্বত্র মোটের উপর শুকনো আবহাওয়া থাকবে। দু'একটি জায়গায় মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। তবে রবিবার থেকে আবার বৃষ্টির দাপট বাড়বে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। কিছু জায়গায় হতে পারে ভারী বর্ষণও।

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। ভাটা-সকাল ১১টা ৫৪মনিট এবং রাত ১০টা ৫২মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হবেই।

টেবিল ফ্যানে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু ঘটলো কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৪ জুন ঃ টেবিল ফ্যানে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কুলতলিতে। কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ কোস্টাল থানার মধ্য গুড়গুড়িয়া গ্রামে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।রবিবার দুপুর বেলায় ভাত খাওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল সরমা মুদী (৩২) নামে এক মহিলার। সরমার স্বামী রাজু মুদি জানান, রবিবার দুপুরে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী একসঙ্গে ভাত খাচ্ছিলেন। খাওয়ার সময়ে একটি টেবিল ফ্যান চলছিল। স্ত্রীর আগেই খাওয়া হয়ে যাওয়ায় উঠে রাজু বাথরুমে যান। তখনও খাওয়া শেষ হয়নি সরমার। খাওয়ার মাঝেই সরমা টেবিল ফ্যানটি সরাতে যান। আর তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখেন সরমা অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করেন তিনি। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা।এরপর সরমাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান,ফ্যানের তার বা বিদ্যুতের সুইচ বোর্ডে শর্ট সার্কিটের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে।আর এভাবে মায়ের মৃত্যুতে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা। পুরো এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।সোমবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশ। তবে ঠিক কী কারণে সরলা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন,তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আর এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কালিগঞ্জ কাণ্ডে গ্রেপ্তারি এখনও অধরা, ২৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

দুরন্ত বার্তা, কালিগঞ্জ, ২৪ জুন ঃ নদিয়ার কালিগঞ্জে নির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিলে গুলি ও বোমাবাজির ঘটনায় তদন্ত ঘিরে পুলিশের উপর চাপ বাড়ছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা যায়নি, যা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।গত সপ্তাহে কালিগঞ্জে যখন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজয় উদযাপনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, তখন আচমকাই শুরু হয় বোমাবাজি এবং গুলির শব্দ। হঠাৎ করে সৃষ্ট সেই হিংসাত্মক পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয় এক শিশুর। আরও কয়েকজন আহত হন। ঘটনার পরে গোটা এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ মোতায়েন করা হয় বিশাল সংখ্যায়।সূত্রের খবর, এই ঘটনার তদন্তে কালিগঞ্জ থানার তরফে ২৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাদের

মধ্যে কয়েকজন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। তবুও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার না করায় জেলা পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সংঘর্ষের পিছনে ছিল পুরনো রাজনৈতিক রেষারেষি এবং এলাকায় প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিবাদ। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছে, তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। বরং তাদের বিজয় মিছিল লক্ষ্য করেই কিছু দুষ্কৃতী হামলা চালিয়েছে যাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।অন্যদিকে, বিজেপি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেছে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তৃণমূলের মিছিল মানেই গুলি-বোমা। এখন তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের পুলিশ হাত দিয়ে ধরবে না, তা জানা কথা। তাদের অভিযোগ, শাসকদলের মদতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।স্থানীয় বাসিন্দারাও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। অনেকেই নাম প্রকাশ না করে জানিয়েছেন, যারা এই হামলায় যুক্ত ছিল, তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশি টহল থাকলেও গ্রেপ্তার না হওয়ায় আতঙ্ক কাটছে না সাধারণ মানুষের।নদিয়া জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের খুঁজে বের করতে একাধিক টিম গঠন করা হয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্যে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তাদের শনাক্তকরণের চেষ্টা চলছে। তবে এফআইআর হওয়ার পর এতদিন পার হলেও একজনকেও গ্রেপ্তার না করা প্রশাসনের ব্যর্থতা বলেই মনে করছেন জেলার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতিতেও তরঙ্গ উঠেছে। বিরোধীরা বিধানসভায় এই বিষয়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে। সিপিএম, বিজেপি উভয়েই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হচ্ছে।এদিকে শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক স্তরেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, একটি নিরীহ শিশুর মৃত্যু হলেও তদন্তের গতি এত ধীর কেন? তার পরিবার এখনও ন্যায়বিচারের আশায় দিন গুনছে।জানা গিয়েছে, তদন্তকারী আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই কয়েকজন সন্দেহভাজনের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন এবং তাঁদের মোবাইল ফোনের অবস্থান, কল রেকর্ড বিশ্লেষণ করছেন। এমনকি, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত করছি। কারও প্রভাব খাটিয়ে তদন্তে বাধা দেওয়া যাবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবেই।এই অবস্থায় প্রশাসনের উপর যেমন তদন্তের চাপ বাড়ছে, তেমনই রাজনৈতিক চাপও বাড়ছে। এলাকায.শান্তি ফেরাতে এবং মানুষের মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া পুলিশের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।এই ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর কত তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তারির পথে এগোতে পারে পুলিশ, এবং আদৌ কি প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পাবে নাকি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে তারা আড়ালে চলে যাবে। স্থানীয় মানুষ এখন সেই উত্তর খুঁজছেন।

মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলে মনিষীদের প্রতিকৃতি লাগানো হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৪ জুন ঃ মঙ্গলবার জয়নগর মজিলপুরের সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলে মজিলপুর জে এম ট্রেনিং এলমনি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্লাস ঘরের বাইরের বিভিন্ন দেওয়ালে একাধিক মনীষীদের প্রতিকৃতি লাগানো হলো।এবং এই উপলক্ষে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মন্ডল, মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের এলমনি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ নাসির আহমেদ, সদস্য ধীমান ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, লালমোহন ভট্টাচার্য, তিমির চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এ ব্যাপারে এদিন এলমনি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাক্তার নাসিম আহমেদ বলেন,আমরা প্রাচিন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস ঘরের সামনের দেওয়ালেতে তেত্রিশ জন মনীষীর প্রতিকৃতি লাগালাম এবং যার তলায় সেই মনীষীর সম্পর্কে তথ্য ও দেওয়া হল যাতে আগামী দিনে ছাত্র ছাত্রীরা এই মনীষীদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে।আগামী দিনে আরো মনীষীদের প্রতিকৃতি লাগানো হবে।তাছাড়া ডিজিটাল ক্লাশরুমের ব্যাপারেও আমাদের কাছে স্কুলের তরফে প্রস্তাব এসেছে আমরাও সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি। আমরা এই প্রাচিন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র,আমরা চাই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সবাই একসাথে মিলেমিশে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করতে। এদিন এ ব্যাপারে মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মন্ডল বলেন, এলমনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছিল মনীষীদের প্রতিকৃতি লাগানোর ব্যাপারে আমরা তা স্কুল পরিচালন কমিটি ও সহ শিক্ষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই কাজে সম্মতি দিই।

আর এই প্রতিকৃতি থেকে ছাত্র ছাত্রীরা মনীষীদের জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে।এলমনি এসোসিয়েশনের এই উদ্যোগে আমরা সব সময় পাশে আছি। এদিন এই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাধ্যমিকের রাজ্যের মধ্যে দশম স্থানাধিকারি এই স্কুলের ছাত্র রাহুল ইমতিয়াজকে সংবর্ধনা জানানো হয়। আর তাদের এই ধরনের কাজকে সাধুবাদ জানালেন এলাকার মানুষ।

নতুন নেতৃত্বে ডিওয়াইএফআই, মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে রাজ্য সম্পাদক করা হল পল্লব মজুমদারকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য নেতৃত্বে বড়সড় পরিবর্তন ঘটল। সরানো এবং রাজ্য স্তরের কর্মসূচি তেমন প্রভাব ফেলতে পারছে না। উপরন্তু, যেহেতু ডিওয়াইএফআই মূলত ছাত্র-যুবদের সমস্যা নিয়ে যোগাযোগও ভাল। তাঁর নেতৃত্বে ডিওয়াইএফআই আরও মজবুত হবে।অন্যদিকে, মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে যদিও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে কিছুটা ছন্দ হারানো বাম সংগঠনগুলি এবার নতুন মুখ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এই প্রেক্ষাপটে ডিওয়াইএফআই-এ নেতৃত্ব পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ।পল্লব মজুমদার দায়িত্ব নেওয়ার পর জানিয়েছেন, সংগঠনের লড়াই আগামী দিনে আরও তীব্র হবে। যুব সমাজের স্বার্থে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দাবিতে আমরা রাজ্য জুড়ে আন্দোলন আরও জোরদার করব।পল্লবের নেতৃত্বে ডিওয়াইএফআই কতটা নতুন ছন্দে ফিরতে পারে এবং বাম রাজনীতিতে যুব শক্তিকে কতটা সক্রিয়ভাবে ময়দানে নামাতে পারে। কারণ, গত এক দশকে তৃণমূল ও বিজেপির আগ্রাসনের মাঝে বাম যুব সংগঠনগুলি অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। পল্লবদের কাঁধে সেই শক্তি ফেরানো এবং মাঠে নামার চ্যালেঞ্জ এখন স্পষ্ট।

হল সংগঠনের পরিচিত মুখ, আগের রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন উত্তর ২৪ পরগনার পল্লব মজুমদার। শনিবার ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলে এবং বামপন্থী যুবসমাজের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পরিচিত মুখ। তাঁর নেতৃত্বে গত কয়েক বছর ধরে ডিওয়াইএফআই রাজ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন ও কর্মসূচি করেছে। বিশেষত, SSC দুর্নীতি, বেকারত্ব, শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম, কিংবা যুব সমাজের সমস্যা নিয়ে তিনি সরব হয়েছিলেন একাধিকবার।তবে সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সংগঠনের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। অনেকেই অভিযোগ তুলছিলেন, একক নেতৃত্বে সংগঠনের পরিধি সংকীর্ণ হচ্ছে লড়াইয়ের ময়দানে থাকে, সেখানে গত কয়েক বছরে সেই আন্দোলনের ধার কিছুটা হালকা হয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে।এদিন ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির বৈঠকে সংগঠনের বার্ষিক কাজের পর্যালোচনার পাশাপাশি নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য আস্থা ভোট হয়। সেখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পল্লব মজুমদারের পক্ষে ভোট দেন। এই সিদ্ধান্তেই স্পষ্ট হয়ে গেল, ডিওয়াইএফআই নতুন প্রজন্মকে সামনে এনে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে চাইছে। ৩৫ বছরের পল্লব মূলত বাম ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন। কলেজ জীবন থেকে এসএফআই-এর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ডিওয়াইএফআই-এর ব্লক, জেলা স্তর পেরিয়ে এখন রাজ্যের নেতৃত্বে।বৈঠকের পর ডিওয়াইএফআই-এর তরফে জানানো হয়, সংগঠনের স্বাভাবিক রদবদল ও সাংগঠনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মেনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পল্লব দীর্ঘদিন ধরে ময়দানে রয়েছেন, কর্মীদের সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়নি। তিনি এখন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য থাকছেন এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন বলেই জানা যাচ্ছে। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এটি কোনও ব্যক্তিগত অপসারণ নয়, বরং সংগঠনকে আরও কার্যকর করতে রদবদল।রাজনৈতিক মহলে অবশ্য এই পরিবর্তনকে ঘিরে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে বাম শিবিরে নতুন নেতৃত্ব আনা হচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্র ও যুব

বার্ষিক ১.৪৫ কোটি টাকার প্যাকেজ নিয়ে চাকরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের রেকর্ড সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুন ঃ শিক্ষা মানেই সাফল্যের চাবিকাঠি-এই প্রবাদকে যেন বাস্তব করে দেখালেন জাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র। সম্প্রতি ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক পড়ুয়া একটি বহুজাতিক সংস্থায় বার্ষিক ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার প্যাকেজে চাকরি পেয়ে নতুন নজির গড়েছেন। এই অসাধারণ কৃতিত্বে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গোটা বাংলার শিক্ষাঙ্গনে গর্বের হাওয়া বইছে।জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রকে নিয়োগ করেছে বেঙ্গালুরুর একটি নামী সংস্থা, যেটি মূলত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডেটা অ্যানালিটিকস সংক্রান্ত কাজে বিশ্বজুড়ে খ্যাত। সংস্থার তরফে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ১.৪৫ কোটি টাকার বার্ষিক প্যাকেজ, যার মধ্যে আছে বিভিন্ন পারফরম্যান্স বোনাস, স্টক অপশন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই সংস্থার তরফে ওই পড়ুয়াকে অফার লেটার পাঠানো হয়েছে এবং আগামী মাসেই তাঁর নতুন কর্মজীবনের যাত্রা শুরু হবে। তবে ছাত্রটি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছেন। চূড়ান্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই সাফল্য একার নয়। আমার বিভাগের শিক্ষক, গবেষণার পরিবেশ এবং সিনিয়রদের সহযোগিতাই আমাকে এই জায়গায় পৌঁছতে সাহায্য করেছে। আমি কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বরাবরই তার গুণমান এবং গবেষণার পরিকাঠামোর জন্য পরিচিত। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসেন। প্রতিবছর প্লেসমেন্টে বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা যাদবপুর থেকে পড়ুয়া নিয়োগ করে। কিন্তু এই বছরের এই রেকর্ড-ব্রেকিং অফার অনেকটা আলাদা গুরুত্ব রাখে।বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্লেসমেন্ট অফিসার জানিয়েছেন, এই ধরনের উচ্চ প্যাকেজের চাকরি সাধারণত IIT বা IISC-এর মতো প্রতিষ্ঠানে বেশি দেখা যায়। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রাজ্যের এক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই অফার পাওয়া নিঃসন্দেহে বিরল এবং গর্বের বিষয়। এই সাফল্য ভবিষ্যতের পড়ুয়াদের আরও অনুপ্রাণিত করবে।বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরও এই কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, এই সাফল্য প্রমাণ করে, আমাদের শিক্ষক-ছাত্র পরিসরের মান কতটা উচ্চতর। এটি শুধু একজন ছাত্রের নয়, গোটা প্রতিষ্ঠান ও রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য।এই পড়ুয়া ইতিমধ্যেই একাধিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রকল্পে কাজ করেছেন। বিভিন্ন হ্যাকাথন এবং গবেষণা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃতও হয়েছেন। তাঁর কোডিং দক্ষতা, মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং সংক্রান্ত জ্ঞান সংস্থার নজরে পড়ে। এরপর একাধিক রাউন্ডের সাক্ষাকার এবং টেকনিক্যাল মূল্যায়নের মাধ্যমে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা সায়েন্সের চাহিদা যেভাবে বাড়ছে, তাতে এই ক্ষেত্রের দক্ষতা থাকলে বিশ্বমানের সংস্থায় কাজের সুযোগ পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।এই খবর সামনে আসার পর থেকেই জাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ওই ছাত্রকে। পাশাপাশি প্রশ্নও উঠছে, কেন বাংলার অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের সুযোগ এতটা কম?বিশ্লেষকদের মতে, যাদবপুরের এই সাফল্যের পেছনে আছে প্রতিষ্ঠানটির পড়াশোনার মান, গবেষণার সুযোগ, এবং শিক্ষকদের কঠোর মনোভাব। রাজ্য সরকারের উচিত এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আরও বিনিয়োগ করা, যাতে তারা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। উল্লেখ্য, পূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ৩০-৪০ লক্ষ টাকার বার্ষিক প্যাকেজে চাকরি পেলেও, এই ১.৪৫ কোটির অফার এযাবকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই কৃতিত্ব শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গোটা বাংলা ও দেশের জন্যই এক বড় প্রাপ্তি।এই ছাত্রের মতো আরও অনেক তরুণের সাফল্য আমাদের ভবিষ্যতের পথ দেখাবে-সেই আশাই করছেন শিক্ষক-অভিভাবক-সহ শিক্ষাজগৎ। এখন দেখার বিষয়, এই নজির আগামী দিনে যাদবপুর সহ রাজ্যের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকেও কতটা উদ্দীপিত করে।

দুই বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হতে পারে রাজ্যে। তবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও জারি থাকবে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বা ভাস, বাংলাদেশ সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে।

আমি, শ্যামলাল আগরওয়াল, পুত্র সোহানলাল আগরওয়াল, স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কুসুম অ্যাপার্টমেন্ট, মুকুন্দ দাস রোড, মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি, পোস্ট অফিস শিলিগুড়ি বাজার, জেলা-দার্জিলিং ৭৩৪০০৫ (পশ্চিমবঙ্গ) শ্যাম আগরওয়াল নামেও পরিচিত। ২৩.৬.২০২৫ তারিখে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামলাল আগরওয়াল এবং শ্যাম আগরওয়ালের আদালতে দেওয়া হলফনামা নং ৮৯৪৩-এ ঘোষিত হিসাবে, উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-07/2025-26 Vide Memo No-1626/ Shy-II Dated-23.06.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbtenders.gov.in. The last date of tender submission -01.07.2025 at 5.00 PM.

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Press Notice

e-Tender is hereby invited by the Pradhan, Kumari Gram Panchayat under Man-II Dev. Block, Dist.- Purulia vide **NIET No. VI/KGP/2025-26** Sl No.01 dated. **23.06.2025** for 1 No. scheme bearing **Tender Id: 2025_ZPHD_868982_1** under BEUP fund. Online bid submission commences on and from **24.06.2025 at 10:00 Hours** (As per server clock) and will end on **11.07.2025 at 10:00 Hours** (As per server clock). Necessary details for online bidding will be available in the website **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Kumari Gram Panchayat

টোকসাইটো টেকনো প্রাইভেট লিমিটেড
সিআইএনঃ ইউ৬৩৯৯৯ডব্লুবি২০২৩পিটিসি২৬৪৪১৫
রেজি.অফিসঃ ১৬,ম্যাঙ্গো লেন,রাধা বাজার, কলকাতা-৭০০০০১,ডব্লুবি

নোটিশ

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানিটি তার নিবন্ধিত অফিস কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (আরওসি কলকাতা) থেকে মুম্বাই, মহারাষ্ট্র (আরওসি মুম্বাই) তে স্থানান্তর করার প্রস্তাব করছে।

প্রস্তাবিত ঠিকানাঃ এফ৪৩, জুম প্লাজা প্রিমিসেস সিএইচএস লিমিটেড। গোরাই রোড, গোরাই বাস স্টপেজের নিকট বাস ডিপো, বোরিভালী ওয়েস্ট, মুম্বাই ৪০০০৯১.যেকোনো আপত্তি আঞ্চলিক পরিচালক (পূর্ব অঞ্চল)-কলকাতার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে ২১ দিনের মধ্যে পাঠানো যেতে পারে, যার একটি কপি কোম্পানিকে দেওয়া হবে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৫ সাক্ষর /-
স্থান ঃ কলকাতা পরিচালক

MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no. 117/ MGP , Dated : 24.06.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **26.06.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **04.07.2025 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/ Z-IV, KMC invites call e-tender online, two part bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/146/25-26/PD Name of work : **Improvement of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Patuli E, F Block, Southend Garden etc. area in Ward No-110, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.4,99,577.26.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/136/25-26/PD Name of work : **Improvement of park lighting arrangement at Chit Kalikapur Math, Avijan Sangha Math, Sahid Smriti Talent Group Math, Ajay Nagar Agnibina Math etc. area in Ward No-109, Br.-XII.** Estimated Amount : **Rs.4,52,569.24.** Earnest Money : **Rs.9,100.00.**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/141/25-26/PD Name of work : **Replacement of defunct LED fittings at Patuli M, N, O Block etc. areas in Ward No-110, Br-XI.** Estimated Amount : **Rs.4,99,586.82.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/113/25-26/PD Name of work : **Installation of street lighting arrangement at Northern Park, Subodh Garden etc. areas in to newly installed WBSEDCL Poles in Ward No-112, Br.-XI.** Estimated Amount : **Rs.4,99,585.70.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 days (for Sl.No.1 to 4).** Last Date and time of Completion of Bid : **07.07.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The Bid form and other details are available on and from **26.06.2025 from 12 noon (for Sl.No.1 to 4).** The websie **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/ Z-III, KMC invites e-tender online, two part Bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/259 Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Kiakulia Road, Garihat Road, Southend Park, Lake Road, Jatin Das Road, Dr. Sarat Banerjee Road and surrounding areas in Ward No-90, Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,95,881.62.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and time of Completion of Bid : **07.07.2025 upto 2 p.m.** Tender (Technical) Opening Date : **07.07.2025 at 4 p.m.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/243 Name of work : **Repairing of bustee lighting system at different bustee areas in Ward No-84 under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.1,49,390.11.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and time of Completion of Bid : **07.07.2025 upto 12 noon.** Tender (Technical) Opening Date : **07.07.2025 at 2 p.m.** The Bid form and other details are availale on and from **24.06.2025 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** For full and further details, please visit the Website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).** Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/248 Name of work : **Improvement of street lighting system at Alipore Road (From Command Hospital to Judges Court Road Xing) in Ward No-74 under Br-IX.** Estimated Amount : **Rs.4,97,826.98.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/249 Name of work : **Improvement of street lighting system at Alipore Road (From Alipore Zoo to Command Hospital) & others in Ward No-74 under Br-IX.** Estimated Amount : **Rs.4,98,816.78.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No. 3 & 4).** Last Date and time of Completion of Bid : **05.07.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** Tender (Technical) Opening Date : **05.07.2025 at 4 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** The Bid form and other details are available on and from **24.06.2025 from 2 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** For full and further details, please visit the Website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 3 & 4).** Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(for Sl.No.3 & 4).**
5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/245 Name of work : **Installation of lighting arrangement at South Park Street Cemetery in Ward No-63, Borough-VII.** Estimated Amount : **Rs.3,99,542.87.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.**
6. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/255 Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC Pipe for safety of Pedastrian at Naskar Lane, B.B. Chatterjee Road, RK. Chatterjee Road in Ward No-67, under Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.3,56,109.84.** Earnest Money : **Rs.7,200.00.**
7. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/257 Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC Pipe for safety of pedastrian at Park Street, Russel Street, Camac Street, Petoria Street and its surroundings area in Ward No-63 under Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.4,00,563.98.** Earnest Money : **Rs.8,100.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No. 5 to 7).**
8. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/258 Name of work : **Improvement of street lighting system by replacing Old HPSV into LED street light fittings at Bose Pukur Road, Dharmotola Road & Picnic Garden in Ward No-67 under Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.4,46,696.74.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**
9. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/260 Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC Pipe for safety of pedastrian at Plam Avenue, Brod Street, C.K. Lane, M.O. Lane, and Shamsul Hudda Road, Ward No-65, Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.4,88,757.18.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **04.07.2025 at 12 noon (for Sl.No.5 to 9).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **04.07.2025 on 2 p.m. (for Sl.No.5 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 - 6 p.m. (for Sl.No.5 to 9).**
10. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/161 Name of work : **Supply of service of electrical system for operation & routine up keeping of decorative lighting system in Ward No-69 under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,02,950.00.** Earnest Money : **Rs.6,200.00.** Period of Completion : **365 Days.**
11. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/256 Name of work : **Restoration of damaged earthing of street lighting pole including other allied works at Ballygunge Place, Ballygunge Station Road & surrounding areas in Ward No-68, Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,85,882.00.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **04.07.2025 at 12 noon (for Sl.No. 10 & 11).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **04.07.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.10 & 11).** The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.10 & 11).**
12. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/264 Name of work : **Deployment of operators for Electric Vehicle Charging Station (EVCS) at 104, New Park Street (Near Topsia P.S.) and 2, Circus Avenue, Kol-17, KMC.** Estimated Amount : **Rs.4,93,440.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **365 Days.**
13. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/265 Name of work : **Supply and delivery of energy efficient LED street light fittings for Main Roads of Ward No-59 under Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.4,96,016.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.07.2025 - 2 p.m. (for Sl.No. 12 & 13).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **07.07.2025 - 2.30 p.m. (for Sl.No. 12 & 13).** The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 - 6 p.m. (for Sl.No.12 & 13).**
14. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/227 Name of work : **Supply, delivery & installation of air conditioning machine with its accessories at Borough-VIII office meeting room and Accounts Department under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,89,544.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **18 Days.**
15. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/241 Name of work : **Miscellaneous repairing of street lighting system at 122/1D Motilal Nehru Road, 122/2 Motilal Nehru Road, 4 Panditiya Road, 5 Panditiya Road, 9 Panditiya Road and its surrounding areas in Ward No-85 under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,29,848.00.** Earnest Money : **Rs.8,600.00.**
16. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/240 Name of work : **Repairing and replacement of damaged pillarbox at different locations in Ward No-85, under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,14,329.00.** Earnest Money : **Rs.6,400.00.** Period of Completion : **20 Days (for Sl.No. 15 & 16).**
17. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/218 Name of work : **Supply and delivery of LED street lighting fittings at Tara Road, Janak Road, Parasar Road and its surrounding areas in Ward No-87 under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,64,830.00.** Earnest Money : **Rs.9,400.00.** Period of Completion : **7 Days.**
18. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/219 Name of work : **Miscellaneous repairing of street lighting system at Ramani Chatterjee Road, Dover Lane, Nandi Street and its surrounding areas in Ward No-86 under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,94,340.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**
19. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/220 Name of work : **Installation of decorative lighting system in the newly constructed road side Garden at Purna Das Road (From Golpark to Hindusthan Park Crossing) in Ward No-86 under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.4,85,312.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **20 Days.**
20. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/221 Name of work : **Installation of street lighting system at Ramani Chatterjee Road and its surrounding areas in Ward No-86, under Br-VIII.** Estimated Amount : **Rs.3,99,872.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **05.07.2025 - 6 p.m. (for Sl.No.14 to 20).** Bid opening date for technical proposal on **05.07.2025 - 6.30 p.m. (for Sl.No.14 to 20).** The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 - 6 p.m. (for Sl.No.14 to 20).** The website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No. 5 to 20).**

511 / 25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৯ আষাঢ় ১৪৩২

চিকিৎসা আইনে সংশোধন স্বচ্ছতা নয়, আড়ালের আশঙ্কা

চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক এবং মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ফের 'ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন এবং ট্রান্সপারেন্সি) আইন, ২০১৭'-এ সংশোধনের পথে হাঁটছে। আইনটির যে মূল উদ্দেশ্য ছিল; রোগী ও চিকিত্সকের মধ্যে একটি স্বচ্ছ, ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা; তা কি আদৌ বাস্তবায়ন হয়েছে, সেই প্রশ্ন তো আগেই উঠেছিল। এবার সংশোধনের ছুতোয় তার অস্তিত্বটুকুও ধূসর হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার যে সংশোধনী পেশ করতে চলেছে, তার মুখ্য দিক হলো; এই আইনের অন্তর্গত যে রেজুলেটরি কমিশন ছিল, তার ক্ষমতা কমিয়ে আনা। চিকিৎসকদের অভিযোগ, এই কমিশন অযথা হস্তক্ষেপ করছে চিকিৎসার পদ্ধতিতে, রোগীর পক্ষ নিয়ে চিকিৎসকদের দোষী সাব্যস্ত করছে, এবং প্রাইভেট হাসপাতালগুলির উপর এক তরফা চাপ সৃষ্টি করছে। চিকিৎসক সংগঠনগুলি বারবার এই কমিশন বাতিল বা তার কাঠামোগত রূপান্তরের দাবি জানিয়ে আসছিল। সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ সেই দাবিকেই সম্মান জানিয়ে তৈরি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত কাদের পক্ষে, আর কাদের বিপক্ষে যাচ্ছে? প্রথমেই বলতে হয়, রোগীর অধিকার এই আইনের মূলে ছিল। ২০১৭ সালের এই আইন প্রণয়নের অন্যতম কারণ ছিল প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে অতিরিক্ত বিল, ভুল চিকিৎসা, অপারেশনের নামে অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিছক ব্যবসায় পরিণত করার প্রবণতা রোধ করা। সেই সময়ে বহু রোগীর অভিজ্ঞতা ছিল যন্ত্রণার; চিকিৎসা পাওয়ার জন্য হয়তো একাধিক দরজা ঠেলতে হত, চিকিৎসার খরচ বহনের ক্ষমতা ছিল না, অথচ পরিষেবা বন্ধ হত না যতক্ষণ না 'অ্যাডভান্স' জমা পড়ত। এমনকী, মৃত্যুর পরেও মৃতদেহ পেতে বিল মেটানোর শর্ত দেওয়া হত। এইসব ঘটনার প্রতিবাদেই আইনটি চালু হয়েছিল। এই আইন রেজিস্টার্ড প্রাইভেট হাসপাতাল, নার্সিং হোম ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিকে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আনতে চেয়েছিল। রোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন তদন্ত করতে পারত, জরিমানা ধার্য করতে পারত, এবং প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল করার মতো ক্ষমতাও ছিল। অনেক চিকিৎসক, বিশেষ করে প্রাইভেট ক্ষেত্রে কর্মরতরা, এই ব্যবস্থাকে 'হুমকি' বা 'ভয়ের বাতাবরণ' হিসেবে দেখতেন। তবে বাস্তব চিত্রটি একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, এই আইন একতরফা ছিল না। চিকিৎসকদের অপরাধী সাব্যস্ত করার কোনও চটজলদি ব্যবস্থা এতে ছিল না। কমিশনের সামনে তদন্ত চলত, দুই পক্ষকে শুনে তবেই সিদ্ধান্ত হত। তবে এর চূড়ান্ত ক্ষমতা যতটা না আইনি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল নীতিগত ও প্রতীকী। এখন প্রশ্ন হল; কমিশনের এই ক্ষমতা হ্রাস করা হলে তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে কার? নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষ। কারণ, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বাইরে যারা একটু ভালো চিকিৎসা পেতে প্রাইভেট হাসপাতালে যান, তাঁদের একমাত্র ভরসা এই কমিশনই ছিল। যদি কোনো ভুল চিকিৎসা হত, বিল সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হত, অনৈতিক ব্যবসায়িক চাপ তৈরি হত; তাহলে একজন নাগরিক হিসেবে তিনি কোথায় দাঁড়াবেন? সাধারণ আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনই ব্যয়বহুলও। কমিশনের সামনে অভিযোগ দায়ের করা তুলনায় সহজ ছিল, দ্রুত শুনানি হত, এবং কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব ফলও মিলত। এই আইনের পরবর্তী সংশোধনীর পর তা যদি কেবল 'আলোচনামূলক' বা 'পরামর্শমূলক' হয়ে পড়ে, তাহলে আইনটির কার্যকারিতা থাকবে না। এর ফলে যেমন প্রাইভেট হাসপাতাল ও কর্পোরেট হেলথ-সেন্টারগুলির উপর থেকে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ সরে যাবে, তেমনই রোগীদের অধিকার আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। শোনা যাচ্ছে, কমিশনের সদস্যদের মধ্যেও চিকিৎসকদের আধিপত্য বাড়তে চলেছে, রোগীর প্রতিনিধি কমে যাচ্ছে। একে বলা যেতে পারে 'সিস্টেমিক ভারসাম্যহীনতা';যেখানে অভিযোগকারীর জায়গা থেকে আইনি ভিত্তি ক্রমশ হারিয়ে যায়। এছাড়া, চিকিৎসক এবং প্রশাসনের একাংশ এই আইনকে 'চিকিৎসার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ' বলেই দেখে এসেছে। কিন্তু এখানে তফাৎ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা মানে দায়িত্বহীনতা নয়। চিকিৎসা একটি পেশা; এবং এক অর্থে এটি একটি সেবা। যদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুতর গাফিলতি ঘটে, তার ফল মারাত্মক হতে পারে। এই পেশার সঙ্গে যেমন অজস্র সৎ, নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত চিকিৎসক রয়েছেন, তেমনই কিছু অপেশাদার, অতিমুনাফার পিছনে ছুটে চলা সংস্থা বা ব্যক্তি এই পেশার ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। আইন থাকলে তার মাধ্যমে অন্তত একটি ন্যূনতম জবাবদিহির পরিকাঠামো বজায় রাখা যায়। অপরদিকে, রাজ্যের দিক থেকেও বলা যেতে পারে;২০১৭ সালের আইন প্রণয়ন কোনো হঠকারী পদক্ষেপ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই আইন তৈরি হয়েছিল, এবং কমিশনের প্রথম সভাপতি হিসেবে বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ঘোষিত হয়। এতে প্রশাসনের একধরনের সদিচ্ছার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই চিকিৎসক সংগঠনের চাপে আইনটির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতা প্রকাশ করে। তাছাড়া, রোগীর অধিকারের প্রশ্নটা আজ আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়। পৃথিবীর বহু দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন রেগুলেটরি বোর্ড রয়েছে। ভারতবর্ষে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে প্রাইভেট চিকিৎসা এখন বহু মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে এই ধরনের একটি কমিশন থাকা অবশ্যকর্তব্য। একে অকার্যকর করে দিলে আবার 'স্বেচ্ছাচারিতার যুগে' ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। প্রাইভেট হাসপাতালগুলিকে একমাত্র মুনাফাকেন্দ্রিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবলে ভুল হবে, ঠিক যেমন চিকিৎসকদের সবাইকে প্রতারণার প্রতিমূর্তি ভাবাও ভুল। কিন্তু আইনের মাধ্যমে যে নিরপেক্ষ একটি ফোরাম তৈরি হয়, সেখানে দুই পক্ষের অবস্থান বিচারযোগ্য হয়; তা যদি উঠে যায় বা প্রভাবহীন হয়ে পড়ে, তাহলে সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায় থাকবে? এই প্রশ্নটাই এখন গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার কি ভোটের সমীকরণে, পেশাদার গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতিস্বীকার করছে? নাকি এটি শুধুই একটি প্রশাসনিক পর্যালোচনার ফল? যাই হোক, এই সিদ্ধান্তের সামাজিক এবং নৈতিক প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে। যে সময়ে দেশের বহু রাজ্যে চিকিৎসা খাতে নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারিকরণ চলছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ কিছুটা হলেও একটি বিকল্প মডেল তুলে ধরেছিল। সেটিকেই কি ধ্বংস করার প্রক্রিয়া এখন শুরু হল?

প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলুক 'ইন্ডিয়া' জোট

ভারতের সংসদ নির্বাচনে এনডিএর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বপ্ন এবার খানিকটা ব্যাহত হয়েছে ঠিকই, তবে এখনও কেন্দ্রে মোদী সরকারেরই শাসন। এই বাস্তবতার মধ্যে বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা উঠে আসছে; 'ইন্ডিয়া' জোটকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। শুধুমাত্র মোদী বিরোধিতার তলায় রাজনৈতিক বৈচিত্র্য ও মতপার্থক্যকে আড়াল করে রাখলেই চলবে না, প্রয়োজনে সেটিকে রূপান্তরিত করতে হবে একটি সহিষ্ণু, দায়িত্ববান এবং বিকল্প ভাবনার শক্তিতে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ভারতীয় রাজনীতিতে একচেটিয়া আধিপত্যের দিন আপাতত শেষ হয়েছে। বিজেপি ২৪০টি আসন পেয়েছে; এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ঘাটতিতে থাকা সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তম দল হিসেবে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করেছে। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, বিজেপির একক জয়যাত্রার গতিপথে এবার বাধা সৃষ্টি করেছে সম্মিলিত বিরোধী শক্তি, যার কেন্দ্রবিন্দুতে 'ইন্ডিয়া' জোট। এই জোট না থাকলে হয়তো বিজেপি আরও অনায়াসে পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা পার করে যেত। তবে এও এক বাস্তব যে, এই জোট কোনও একীভূত আদর্শ বা সুসংবদ্ধ নীতি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়নি। এর মূল চালিকাশক্তি ছিল একটাই; নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপির বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ বিরোধী মঞ্চ তৈরি। সে কারণেই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, জোটের ভেতরেও মতানৈক্য, দ্বিধা, প্রার্থী বাছাই নিয়ে অনিশ্চয়তা, এমনকি আসন রফার প্রশ্নেও দ্বন্দ্ব। একাধিক রাজ্যে বিরোধীরা একসাথে না লড়ে নিজেদের মধ্যেই বিভক্ত থেকে বিজেপিকে সুবিধা করে দিয়েছে। কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে, আপ; সবার রাজনৈতিক অঙ্ক ভিন্ন, এবং সেই ভিন্নতা কখনও কখনও নিজেদের শক্তিকে দুর্বল করে তোলে। এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ রূপ নিয়ে আলোচনার প্রশ্ন। ভোটপর্ব শেষ, এখন দরকার দলগুলির নিজেদের মধ্যকার বোঝাপড়া এবং সাংগঠনিক কাঠামোকে দৃঢ় করে তোলা। একটা জোট তখনই প্রাসঙ্গিক হয় যখন তা নির্বাচনের বাইরেও মানুষের পাশে দাঁড়ায়, বিকল্প নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, এবং শাসকদলের ভুলত্রুটি তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের পথও দেখায়। 'ইন্ডিয়া' জোটকে সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এখন। প্রথমত, জোটকে প্রয়োজন তার কোর আইডিওলজি বা নীতিগত অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলা। বিজেপি যখন ধর্ম, জাতীয়তা এবং শক্তিশালী নেতার ভাবমূর্তি দিয়ে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করে, তখন 'ইন্ডিয়া' জোট কী বলবে? শুধু মোদী বিরোধিতা নয়, তাদেরও প্রয়োজন নিজেদের উন্নয়ন ভাবনা, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সংবিধান রক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় নিয়ে পরিষ্কার অবস্থান নেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে জোট শুধুই একটি ভোট-সমঝোতার প্ল্যাটফর্ম হয়ে থাকবে, যার ভবিষ্যৎ দুর্বল।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ সেবা ঃ—

তোমার প্রীতি ও সেবা ঈপ্সিতেই কেন্দ্রায়িত হোক; উপ্‌চে, তা' সব সম্পদ নিয়ে — বিস্তারেই বিস্তীর্ণ হবে। তোমার সেবা প্রথমেই যেন যা'কে সেবা করছ ; কথায় ও ব্যবহারে তা'র মনকে সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তোলে; আর সাথে-সাথে তা'র পরিরক্ষণে, পরিপোষণে ও পরিপূরণে সচেষ্ট হ'য়ে চলে, সন্দীপ্ত হবে আত্মপ্রসাদে, অভিজিৎ হ'বে সুফলে। জুড়িয়ে দেওয়া আর প্রসন্ন করাই হ'চ্ছে সেবার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। দক্ষ সেবাই দক্ষতা প্রসব করে; যে-সেবা ঈপ্সিতের পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণে উদগ্র। যাঁ'র সেবায় আত্মনিয়োগ করেছ তাঁর চাহিদা কী, স্বার্থই বা কী; তাই-ই যদি না জান, কিসে তাঁকে পরিরক্ষণ করা যায়, কিসে তাঁকে পরিপোষণ করা যায়।

ইজরায়েলের স্বার্থে আমেরিকা ট্রাম্প যুগে বন্ধুত্বের সীমা কতদূর

গাজা উপত্যকা যখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত, শিশুদের কান্নায় আকাশ ভারী হয়ে উঠছে, তখন বিশ্ব শক্তির কেন্দ্র বলে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র তার পুরোনো অবস্থানেই অনড়;তইজরায়েলের পাশে আছে আমেরিকা।দ এই ঘোষণার পিছনে একাধিক রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং ইতিহাসসম্মত কারণ থাকলেও, আজকের প্রেক্ষাপটে এটি আর কেবল নীতিগত বন্ধুত্ব বা মধ্যপ্রাচ্য নীতির অঙ্গ নয়;এটি হয়ে উঠেছে রিপাবলিকান রাজনীতির নির্বাচনী অস্ত্র, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক কৌশলের এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনকাল (২০১৬-২০২০) আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতিতে এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল। পূর্বতন প্রেসিডেন্টরা যেখানে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দ্বন্দ্বে আপাত নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকার চেষ্টা করতেন, সেখানে ট্রাম্প প্রশাসন পুরোপুরি ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়; তা সে জেরুসালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক, গোলান হাইটসকে ইজরায়েলের ভূখণ্ড বলে মেনে নেওয়া হোক, কিংবা প্যালেস্টিনের জন্য বরাদ্দ তহবিল কেটে দেওয়া হোক। এই সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বরাজনীতিতে এতটাই একতরফা ছিল যে, বহু পশ্চিমি মিত্রও মুখ টিপে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, ট্রাম্প কেন এতটা আগ্রহী হয়ে উঠলেন ইজরায়েলের পক্ষাবলম্বনে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে শুধু কূটনীতি নয়, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বিশেষ করে রিপাবলিকান দলীয় রণনীতির দিকে নজর দিতে হয়। আঙ্খমেরিকায় ইজরায়েলপন্থী লবি, বিশেষ করে 'AIPAC' (American Israel Public Affairs Committee), দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত শক্তিশালী। রাজনীতির শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে মিডিয়া, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির জগতে এই গোষ্ঠীর প্রভাব বিশাল। রিপাবলিকান দলের সঙ্গে এই লবির সম্পর্ক আরও গভীর। ট্রাম্প এই বাস্তবতা খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। শুধু রাজনৈতিক লবি নয়, খ্রিস্টান ইভানজেলিকাল গোষ্ঠীও ইজরায়েলের প্রতি অতিমাত্রায় সহানুভূতিশীল। তাদের বিশ্বাস, বাইবেল মতে ইজরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খ্রিস্টধর্মের ভবিষ্যদ্বাণির সঙ্গে যুক্ত। ট্রাম্প সেই ধর্মীয় অনুভূতির সুরেই বাজি ধরেছিলেন। তার প্রশাসনের একাধিক সদস্য যেমন মাইক পম্পেও বা মাইক পেন্স, সকলে-ই এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছে পরিচিত মুখ। ফলে, ইজরায়েলকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়ে ট্রাম্প কেবল একটি রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াননি, বরং একটি বিশাল ভোটব্যাঙ্কের মন জয় করেছিলেন। ফলে, ট্রাম্পের আমলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি প্রায় পুরোপুরি একপাক্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্যালেস্টিনিরা সেখানে কেবল 'বিরক্তিকর সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। গাজা উপত্যকার উপর ইজরায়েলের একতরফা বোমাবর্ষণ, পশ্চিম তীরে বসতি গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন; এই সমস্ত বিষয়েই ট্রাম্প প্রশাসন নীরব থেকেছে, বা অনেক সময় সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে। জাতিসংঘে একাধিক প্রস্তাবে আমেরিকা ভেটো দিয়েছে, যা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আনা হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে ফের ট্রাম্পের ভাষায় ইজরায়েলের প্রতি 'অবিচল সমর্থন' ফিরে এসেছে। বরং এবার তার ভাষা আরও আক্রমণাত্মক, আরও নির্দয়। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের হামলার পরে ইজরায়েলের প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে গাজার উপর ব্যাপক হামলা, শিশু ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা; এসবকেও ট্রাম্প 'আত্মরক্ষার স্বাভাবিক পদক্ষেপ' বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমনকি বর্তমান বাইডেন প্রশাসন যেটুকু সংযম দেখাতে চেষ্টা করেছে, তাতেও ট্রাম্প অসন্তুষ্ট। তিনি আরও কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, যেন ইজরায়েলকে 'খোলা ছাড়পত্র' দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি এক বিপজ্জনক নজির স্থাপন করছে। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে অস্থিরতা চলছে, তার মূল কারণ 'দ্বিরাষ্ট্র নীতি'র বাস্তবায়ন ব্যর্থ হওয়া। অর্থাৎ ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র তৈরি করে শান্তির পথ খোঁজা। ট্রাম্পের আমলে এই ধারণাটিই প্রায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক কৌশল নয়, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব; সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে 'বন্ধুত্ব' বা 'সমর্থন'-এর নামে একটি সার্বভৌম জাতির (প্যালেস্টাইন) অস্তিত্বই অস্বীকার করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ইজরায়েলকে এইভাবে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার ফলে আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। একদিকে ইউরোপের অনেক দেশ এখন ইজরায়েলের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে সরব, অন্যদিকে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্ররা গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ করছে। এমনকি বাইডেন প্রশাসনের ভেতর থেকেও একাংশ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন, যুক্তি দিয়ে যে, আমেরিকা এক গণহত্যার পাশে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ট্রাম্প এই সমস্ত মানবিকতা, কূটনীতি বা আইনি ধারা মোটেই পাত্তা দেন না। তার দৃষ্টিভঙ্গি হল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল শক্তির খেলা, এবং ইজরায়েল সেই খেলায় আমেরিকার প্রয়োজনীয় সাথী। অর্থনীতি, প্রযুক্তি, গোয়েন্দা সহযোগিতা, অস্ত্রবাণিজ্য; এই সব মিলিয়ে ইজরায়েল আমেরিকার 'অ্যাডভান্সড আউটপোস্ট' বা 'প্রান্তিক দুর্গ'। আর তাতে কিছু শিশুর মৃত্যু, কিছু হাসপাতাল ধ্বংস, কিছু নিরীহ প্যালেস্টিনির কান্না ট্রাম্পের রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল। ইজরায়েল যত বেশি হিংসার পথে এগোয়, ততই আরব বিশ্বে ক্ষোভ বাড়ে, তাতে নতুন নতুন জঙ্গিগোষ্ঠী তৈরি হয়, এবং দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকার সুরক্ষাও প্রশ্নের মুখে পড়ে। একদিকে সৌদি আরব, কাতার, ইরান, তুরস্ক; সব দেশই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করছে। আবার আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি আমেরিকার দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে; একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়াকে দোষী করা, অন্যদিকে গাজায় ইজরায়েলের বোমাবর্ষণকে সমর্থন; এই দ্বিমুখী নীতি আর টেকে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে নিজের রাজনীতির অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এর খেসারত দিতে হচ্ছে বিশ্ব ব্যবস্থাকে। প্যালেস্টাইন, গাজা, শিশু, হাসপাতাল; এসব যেন ট্রাম্পের বর্ণনায় কেবলমাত্র 'প্রাসঙ্গিক নয়'। তাঁর কাছে প্রাসঙ্গিক হল ইজরায়েলি সরকার, মার্কিন ভোটব্যাঙ্ক, এবং এক বর্ণবাদী রাজনীতির চালিকা শক্তি। আঙ্খজকের বিশ্ব যখন বহু মেরুতে বিভক্ত, তখন প্রয়োজন আরও সংযত, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু ট্রাম্প সেই বিপরীত দিকেই হাঁটছেন; এক গোঁড়া, ধর্মীয় ভাবাবেগে ভরপুর এবং পুঁজিবাদ-প্রভাবিত পররাষ্ট্রনীতি দিয়ে। যে নীতি হয়তো সাময়িকভাবে ট্রাম্পকে রাজনৈতিক সুবিধা দেবে, কিন্তু বিশ্বের বুকে রেখে যাবে অস্থিরতা, ঘৃণা আর যুদ্ধের দগদগে দাগ।

বাংলাদেশে রথযাত্রা সম্প্রীতিও নিরাপত্তা-নিশ্চিতে-ডিএমপিতে

দুরন্তবার্তা, শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ২৪ জুন ২০২৫ ঃ বাংলাদেশে রথযাত্রা এখন আর শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক জীবনওসংস্কৃতির অঙ্গ। সাধারণত ভক্তরা আরাধনার জন্য ভগবানের মন্দিরে যান; কিন্তু রথযাত্রা তার ব্যতিক্রম। এখানে ভগবান স্বয়ং ভক্তের প্রতি, তার সৃষ্ট জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মন্দির থেকে রাজপথে বেরিয়ে আসেন। ভগবান জগন্নাথদেবের কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ,ভাষা, ধনী, দরিদ্রে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই এউৎসব ভক্তও ভগবানের মহামিলন উৎসব। রথযাত্রা কী সনাতন ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। ভারতে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে উড়িষ্যা (বর্তমান ওড়িশা) রাজ্যে অবস্থিত পুরীর জগন্নাথ মন্দির। সেই শ্রীমন্দির থেকে গুন্ডিচা মন্দিরে রথে চড়ে ভগবান শ্রী জগন্নাথদেবের যাত্রাই রথযাত্রা নামে অভিহিত। এ যাঙ্খত্রার প্রধান তিন বিগ্রহ-জগন্নাথ (কৃষ্ণ), বলদেব (বলরাম) ও সুভদ্রা (শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী ও যোগমায়াশক্তি)। সাধারণত তিনটি রথে এতিন বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। প্রতিবছর আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এর ৭ দিন পর জগন্নাথদেব যখন গুন্ডিচা মন্দির থেকে আবার তার শ্রীমন্দিরে ফিরে আসেন, তাকে বলা হয় উলটো রথযাত্রা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতির অনন্য নিদর্শন এ মহোৎসব। কখন রথযাত্রার সূচনা হয়, রথযাত্রার ইতিহাস অতি প্রাচীন। তাই কবে এর সূচনা হয়, তা বলা কঠিন। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও রথযাত্রা উদ্যাপিত হতো-এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া 'রথ চকদ' নামক প্রাচীন গ্রন্থ অনুসারে ৮ম শতাব্দীতে রাজা যযাতি কেশরী কর্তৃক রথযাত্রা উদ্যাপনের ইতিহাস পাওয়া যায়। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে, সত্যযুগে মহারাজ ইন্দ্রদ্যু কর্তৃক জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে রথযাত্রা উৎসব উদ্যাপিত হয়ে আসছে। রথযাঙ্খত্রা কেন অনুষ্ঠিত হয় ভক্তের বিরহে ভগবানের করুণাঘন রূপই জগন্নাথ রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকাকালীন বৃন্দাবনবাসী ভক্তরা তার জন্য তীব্র বিরহ অনুভব করছিলেন এবং তিনিও সেই ভক্তদের বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। ভক্তবিরহ কাতর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন তার ভ্রাতা বলরামওভগিনী সুভদ্রাসহ কিছুকালের জন্য দ্বারকা থেকে রথে চড়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মনোভাব নিয়ে রথযাত্রা পালন করেন। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শনের মাধ্যমে আমরা তার করুণাদৃষ্টি লাভ করি। তাই সাধারণত ভক্তরা ভগবানকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে যান। কিন্তু যারা কখনো মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ পান না, রথযাত্রায় ভগবান জগন্নাথদেব স্বয়ং মন্দির থেকে রাজপথে বেরিয়ে আসেন তাদের দর্শন দানের জন্য। তিনি তার দুই বাহু সামনে প্রসারিত করে সবাইকে তার কৃপা লাভের জন্য আহ্বান করেন এবং করুণাসিক্ত অপলক নেত্রে তিনি সবার প্রতি তার করুণাদৃষ্টি দান করেন। তাই

সম্প্রীতির পাশাপাশি রথযাত্রা ভগবানের করুণা লাভের উৎসব। রথযাত্রার সামাজিক দৃষ্টিকোণ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর সামাজিক মেলবন্ধন। 'জগন্নাথ' শব্দের অর্থ জগতের নাথ তথা সবার পরম প্রভু। জগন্নাথ সবার নাথ, তার কাছে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো ইত্যাদি মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সেজন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ এ রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এভাবে সবার মধ্যে সৌহার্দ, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ তথা সামাজিক মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে হিংসা বিভেদহীন এক সুশৃঙ্খল সমাজ। তাই রথযাত্রা হলো ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির মিলনমেলা। জগন্নাথদেবের প্রকাশ কীভাবে হলো স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত রয়েছে, ভারতের অবন্তীনগরে ইন্দ্রদ্যু নামে এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। ভগবানকে দর্শনের জন্য তার ছিল প্রবল উৎকণ্ঠা। একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসে তাকে বললেন, উড়িষ্যার নীলগিরি পর্বতে ভগবান নীলমাধব রূপে অবস্থান করছেন। তা শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ রাজ পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে সেখানে পাঠালেন নীলমাধবের সন্ধানে। বহু পথ অতিক্রম করে বিদ্যাপতি নীলগিরিতে পৌঁছান এবং সেখানকার শবররাজ বিশ্বাবসুর সহায়তায় তিনি নীলমাধবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। বিদ্যাপতি অবন্তীনগর ফিরে গিয়ে রাজাকে নীলমাধবের সংবাদ জানান। রাজা ইন্দ্রদ্যু তার লোকজন নিয়ে বিদ্যাপতিসহ নীলাদ্রিতে পৌঁছান, কিন্তু ততদিনে নীলমাধব অন্তর্হিত হয়ে যান। ভগবানের দর্শন না পেয়ে রাজা অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন।ভগবান রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, 'ইন্দ্রদ্যু, তুমি নীলমাধব রূপে আমার দর্শন পাবে না। সমুদ্রপথে শিগ্গির তিনটি কাষ্ঠখণ্ড ভেসে আসবে, তা দিয়ে তুমি আমার শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ করবে এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে (পুরীধামে) এক সুবৃহৎ মন্দিরও নির্মাণ করবে। সেখানে দারুব্রহ্ম জগন্নাথরূপে আমি তোমার সেবা গ্রহণ করব। কিছুকালের মধ্যে সমুদ্রে ভেসে আসে সেই দারুব্রহ্ম। রাজার নির্দেশে তা তুলে আনা হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সেই কাঠ কেউই খোদাই করতে পারছিল না। রাজা ভীষণ চিন্তিত হন। তখন ভগবান স্বয়ং 'অনন্ত মহারাণা' নামে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক এক বৃদ্ধ শিল্পীর ছদ্মবেশে এসে ২১ দিনের মধ্যে বিগ্রহ নির্মাণ করবেন বলে রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।তাতে শর্ত ছিল, এই ২১ দিনের মধ্যে নির্মাণগৃহের দ্বার বন্ধ থাকবে। বিগ্রহের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলো। ২ সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর সেই গৃহ থেকে বিগ্রহ নির্মাণের যন্ত্রপাতির কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যু খুব উৎকণ্ঠিত হলেন। মন্ত্রীদের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও মহারানী গুন্ডিচার পরামর্শে ২১ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই রাজা দ্বার উন্মোচন করলেন। কিন্তু সেখানে তিনি সেই বৃদ্ধ শিল্পীকে দেখতে পেলেন না, দেখলেন দারুব্রহ্ম তিনটি শ্রীমূর্তি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। বিগ্রহের হাতের অঙ্গুলিও শ্রীপাদপদ্ম প্রকাশিত হয়নি দেখে রাজা নিজেকে অপরাধী ভেবে প্রাণত্যাগের সংকল্প নিয়ে কুশশয্যায় শয়ন করলেন। মধ্যরাতে জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, 'ইন্দ্রদ্যু, তুমি ভেবো না আমার এরূপ অসম্পূর্ণ। আমার দেহ অপ্রাকৃত। তাই আমি প্রাকৃত হস্তপদাদিরহিত হয়েও অপ্রাকৃত হস্তপদাদির দ্বারা আমার ভক্তের প্রদত্ত সেবা-উপকরণ গ্রহণ করি এবং জগতের মঙ্গলের জন্য সর্বত্র বিচরণ করি,বেদের এ কথা সত্য প্রমাণ করার জন্য আমি তোমাকে নিমিত্ত করে এরূপে প্রকটিত হয়েছি। প্রেমাঞ্জনযুক্ত ভক্তিনেত্রে আমার ভক্ত আমাকে শ্যামসুন্দর মুরলীবদন কৃষ্ণরূপেই দর্শন করে।' রাজা জগন্নাথদেবের কথা শ্রবণ করে কৃতার্থ হলেন এবং প্রার্থনা জানালেন,সেই বৃদ্ধ শিল্পীর বংশধররা যেন যুগ যুগ ধরে জগন্নাথের তিনটি রথ নির্মাণ কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। জগন্নাথদেব ঈষৎ হেসে বললেন, তা-ই হবে'। সত্যযুগে ভগবান শ্রীজগন্নাথদেব এভাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন। প্রেমপুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণ ভাবনামৃত তথা সাম্যবাদ ও প্রেমধর্মের জয়রথ অপ্রতিরোধ্যভাবে বিশ্বজুড়ে অগ্রসর হচ্ছে এ রথযাত্রার মাধ্যমে। তাই রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে ভগবান জগন্নাথদেবের প্রতি আমরা আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাও প্রণতি নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে সবাইকে এ উৎসবে যোগদান করে জগন্নাথদেবের করুণা লাভ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর আইন শৃঙ্খলাও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলন কক্ষে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সভাপতিত্বে এসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৭ জুন রথযাত্রাও ৫ জুলাই উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপ ও নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। রথযাত্রায় পিকেট পার্টি, টহল পার্টি, সিসিটিভি ক্যামেরা, ফুট পেট্রোল, রুফটপ পার্টি,হোন্ডা মোবাইল, ডিবি টিম, লসাদা পোশাকে গোয়েন্দা টিম, সোয়াট টিম, বোম্ব ডিসপোজাল টিম ও ট্রাফিক পুলিশসহ পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে বলে সভায় অবহিত করা হয়। রথযাত্রা নির্ধারিত রুটে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া নামাজ ওআজানের সময় লাউড স্পিকার/মাইক বাজানো থেকে বিরত থাকা, নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, ব্যাগ-পোটলাসহ রথযাত্রায় অংশগ্রহণ না করা, সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বস্তু দেখলে পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকা মহানগরীর এই রথযাত্রা একটি বড় শোভাযাত্রা। শুক্রবার (২৭ জুন) বিকেলে জনসমাগম বেশি হওয়ায় সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। রথযাত্রা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে ডিএমপির পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে রথযাত্রা শুরু ও শেষ করতে রথযাত্রা উদযাপন কমিটির নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, আমরা সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে থাকি। আমি আশা করি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ আয়োজনটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হব। সমন্বয় সভায় যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপারেশনস) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া ডিএমপির উর্ধতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং রথযাত্রা উদযাপন কমিটির নেতারা মতামত দেন। সমন্বয় সভায় ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. সরওয়ার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস্, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সিটিটিসি) মো. মাসুদ করিম, যুগ্ম পুলিশ কমিশনাররা, উপ-পুলিশ কমিশনাররা ও বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তারা এবং ডিজিএফআই, এনএসআই, এসবি, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধি ও রথযাত্রা উদযাপন কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

টেস্ট ক্রিকেটের দৈর্ঘ্য হ্রাসে উত্তেজনা নয়, গভীর বিপদ লুকিয়ে আছে

টেস্ট ক্রিকেট; একটা শব্দ, একটা ঐতিহ্য, একটা ধৈর্যর পরীক্ষা। দীর্ঘ পাঁচ দিনের লড়াই, যেখানে একটা ম্যাচ শুরুর দিনে যেটা মনে হয়, তা শেষ দিনে আর একেবারেই থাকে না। শট খেলার চেয়ে শট না খেলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, রানের থেকে সময় ধরা আরও মূল্যবান হয়, আর ক্রিকেটারের মানসিকতা, টেম্পারামেন্ট, ধৈর্য; সব মিলেই টেস্ট নাম পায়। এই টেস্ট ক্রিকেটকে সংক্ষিপ্ত করার ভাবনা উঠতেই ক্রিকেট দুনিয়ায় দুলে উঠেছে বিতর্কের ঢেউ। সম্প্রতি আইসিসি এবং একাধিক ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে আলোচনা চলছে; পাঁচ দিনের বদলে চার দিনের টেস্ট খেলানোর প্রস্তাব নিয়ে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে এই প্রস্তাবই যথেষ্ট উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। ঐতিহ্যবাদীরা এটিকে 'টেস্ট ক্রিকেটের অপমান' বলছেন, আবার আধুনিক ঘরানার কিছু ক্রিকেট প্রশাসক বা টিভি সম্প্রচারকারী সংস্থার মতে, এটি সময়ের দাবি। প্রশ্ন উঠছে; এই দাবি কি সত্যিই সময়ের, নাকি বাজারের? প্রথমে দেখি টেস্ট ক্রিকেটকে চার দিনে নামিয়ে আনার যৌক্তিকতাগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আধুনিক যুগে দর্শকের ধৈর্য কমেছে। পাঁচ দিন ধরে একটা ম্যাচ দেখার মতো সময় বা ইচ্ছা আর নেই। ফলে টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা দিন দিন কমছে, গ্যালারি ফাঁকা থাকে, টিআরপি পড়ে যাচ্ছে। তাই খেলাটি ছোট হলে দর্শকসংখ্যা বাড়বে, আয়ও বাড়বে। সেই সঙ্গে যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, বেশিরভাগ টেস্ট ম্যাচ এখন চার দিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। অতএব পঞ্চম দিন হয় অপচয়। তবে এইসব যুক্তির মধ্যে এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা স্পষ্ট; খেলাকে কনটেন্ট বানিয়ে ফেলা। আজকের ক্রিকেট প্রশাসকরা, বিশেষ করে যারা কর্পোরেট ও সম্প্রচারের সঙ্গে যুক্ত, তাদের দৃষ্টিতে খেলা মানে একটি বিক্রয়যোগ্য প্রোডাক্ট, যার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বিক্রি হয়, সাবস্ক্রিপশন বাড়ে। সেখানেই খেলার সারাংশ, মূল্যবোধ বা ঐতিহ্য ম্লান হয়ে পড়ে। টেস্ট ক্রিকেট কেবল আরেকটি ফর্ম্যাট নয়, এটি খেলাটার আত্মা। যে ক্রিকেটারের শরীর-মন-মস্তিষ্ক পাঁচ দিনের চাপ ধরে রাখতে পারে, যে প্রতিপক্ষকে ৪০০ রান করিয়ে দিয়েও ইনিংস হারায় না, যে সকালে ব্যাট করে দুপুরে ফিল্ডিং করে, সেখানেই তো টেস্টের মাহাত্ম্য। কেবল স্ট্রাইক রেট নয়, এখানে মানসিক দৃঢ়তা, ম্যাচ পড়ার ক্ষমতা এবং পরিস্থিতি বদলের কৌশল প্রাধান্য পায়। তাই এই খেলাকে ছোট করে দিলে কেবল তার দৈর্ঘ্য কমবে না, তার গভীরতাও হারাবে। চার দিনে ম্যাচ শেষ করতে হলে ওভার বাড়াতে হবে, অর্থাৎ প্রতিদিন অন্তত ৯৮-১০০ ওভার খেলাতে হবে। এই বাড়তি চাপ কাঁধে নিতে হবে পেসার, স্পিনার, ফিল্ডার; সবাইকে। বিশেষত, এই ফর্ম্যাটে যারা শরীরকে সেরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে (যেমন ফাস্ট বোলাররা), তাঁদের ক্যারিয়ার আরও ছোট হবে। যদি ১০০ ওভার প্রতিদিন খেলাতে হয়, তা হলে তা পঞ্চম দিনের খেলার চাইতেও বেশি চাপের। এরপর প্রশ্ন আসে; চার দিনে কি সত্যিই ম্যাচগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে? পরিসংখ্যান বলছে, হ্যাঁ, অনেক ম্যাচ চার দিনেই শেষ হচ্ছে। কিন্তু সেটা কি ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা, পিচের ন্যূনতা, নাকি ক্রিকেটীয় গুণগত মানের অবনমন? বরং প্রশ্ন করা উচিত, কেন এই ধরনের উইকেট বানানো হচ্ছে যেখানে খেলাটা স্থায়ী হয় না? পাঁচ দিনে ম্যাচ শেষ হওয়ার মানেই কী এই যে পঞ্চম দিন অপ্রয়োজনীয়? আমরা তো ভুলে যাচ্ছি, ক্রিকেটের ইতিহাসে কত ম্যাচ পঞ্চম দিনে নাটকীয় মোড় নিয়েছে। সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইডেন টেস্ট (২০০১), ইংল্যান্ডে রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলিদের অনবদ্য লড়াই, কিংবা সাম্প্রতিক ব্রিসবেন টেস্ট; সবই পঞ্চম দিনে গিয়ে ক্রিকেটকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এগুলো কেবল খেলা ছিল না, একেকটা নাট্যগাথা ছিল। আসলে এখানেই প্রশ্নটা; ক্রিকেট কি শুধুই 'অন্তর্জালের কনটেন্ট' হয়ে যাবে? আজকের দর্শক যদি ইনস্টাগ্রাম রিলসের গতিতে সব কিছু দেখতে চায়, তবে কি সেই চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে খেলার চরিত্রই পাল্টে ফেলতে হবে? ক্রিকেট মানেই তো সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই। টেস্ট ক্রিকেট মানে সময়ের দীর্ঘতায় ধৈর্য্যের পরীক্ষা। এইখানে এক-দুদিন ব্যর্থ হয়ে তৃতীয় দিনে কামব্যাক করার জায়গা থাকে। চার দিনে সেই সুযোগ থাকবে না। কারণ, একবার পিছিয়ে গেলে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় নেই। ফলে খেলায় রোমাঞ্চ তো কমবেই, বিপক্ষের বিরুদ্ধে 'চূড়ান্ত পরিকল্পনা' করার সুযোগও হারিয়ে যাবে। অন্যদিকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে বহু প্রাক্তন ক্রিকেটার। রিকি পন্টিং থেকে বিরাট কোহলি, মাইক আথারটন থেকে গাওস্কার; সকলেই বলছেন, পাঁচ দিনের ফর্ম্যাটের মধ্যে যে 'বিনির্মাণ' আছে, তা হারিয়ে গেলে খেলাটাই বদলে যাবে। এমনকি শচীন তেন্ডুলকরও এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'পাঁচ দিনের ক্রিকেটই হল সত্যিকারের ক্রিকেট।' এর বিপরীতে চার দিনের খেলা যেন দুধে জল মিশিয়ে দেওয়া। তবে এই পুরো বিতর্কের পেছনে যা সবচেয়ে বড় কথা, তা হল; ক্রিকেট বোর্ডগুলির আর্থিক অবস্থান। যে বোর্ডগুলির টেস্ট ক্রিকেটে দর্শক কম, যেমন উইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে বা আয়ারল্যান্ড, তারা এই ফর্ম্যাটে সময় ও খরচ বাঁচাতে চায়। চার দিনে ম্যাচ হলে লজিস্টিক খরচ কমবে, মাঠের ভাড়া কমবে, সম্প্রচারের খরচ কমবে। কিন্তু এতে ক্রিকেটটা কি সত্যিই লাভবান হবে? একটা খেলাকে যদি তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, গভীরতা সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে শুধুই বাজারের হিশেবে চালানো হয়, তাহলে খেলাটা একটা পণ্যে পরিণত হবে। যাকে আজ টি-২০ বানানো হয়, কাল টি-১০। পরশু হয়তো ৫ ওভারের ক্রিকেট, যেখানে বল হাতে ছুঁলে আউট। কিন্তু তাতে কি ক্রিকেট থাকবে? না কি শুধু টিকটক সংস্করণ? টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচাতে হলে বাজার নয়, মন চাই। বোর্ডগুলিকে এই খেলাটাকে সংস্কারের ছলে বদলে না দিয়ে তার রূপ ও রস সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন করে ইংল্যান্ড 'বাজবল' চালু করে টেস্টে নতুন প্রাণ এনেছে। যেমন করে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথ মানুষকে আবার গ্যালারিতে টেনে এনেছে। টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ শুধু চার-পাঁচ দিনের প্রশ্ন নয়, এটি হল সেই মেরুদণ্ডের প্রশ্ন, যা ক্রিকেটকে একটা 'খেলা'র চেয়ে বেশি কিছু করে তোলে। যদি ক্রিকেট সত্যিই 'জেন্টলম্যানস গেম' হয়ে থাকে, তবে তার আত্মা যেন কেবল গতি আর গ্ল্যামারের জোয়ারে ভেসে না যায়।

বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র ভবন সহ উত্তরায়ন কমপ্লেক্স খোলা থাকছে সপ্তাহের ছ'দিন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৪ জুন ঃ এবার পর্যটকদের জন্য সুখবর। যারা শান্তিনিকেতনে ঘুরতে আসেন এবং বিশ্বভারতীতে দর্শনীয় রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখতে চান, তারা এবার সপ্তাহের ছয়দিনই রবীন্দ্র ভবন সহ সমগ্র উত্তরায়ন দেখার জন্য খোলা পাবেন। এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশ্বভারতী ঘোষণা করেছে যে শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ছাড়া এবার থেকে শুক্রবার থেকে বুধবার পর্যন্ত রবীন্দ্র ভবন এবং উত্তরায়ন কমপ্লেক্স দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এটা শুরু হচ্ছে ২ জুলাই থেকে। এই সুখবরে শান্তিনিকেতনে ঘুরতে আগ্রহী পর্যটকদের মনে আনন্দের জোয়ার। বিভিন্ন মহল থেকে বিশ্বভারতী উপাচার্যের এই ঘোষণায় খুশি প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ঘোষণা আগে পুরানো নিয়মে এতদিন পর্যন্ত বুধবার এবং বৃহস্পতিবার পাঠভবনের সাথে দর্শনীয় স্থান মিউজিয়াম বন্ধ থাকতো। পাশাপাশি বাদবাকি ভবনের সাথে দর্শনীয় স্থানও শনিবার এবং রবিবার বন্ধ থাকতো। এই নিয়ম অনুযায়ী বৃহস্পতিবার যথারীতি মিউজিয়াম বন্ধ থাকছে। তবে বুধবার খোলা থাকছে। খোলা থাকছে শনিবার এবং রবিবার। ফলে পুরো সপ্তাহের ৬ দিনই এখন বিশ্বভারতীতে দর্শনীয় স্থান সাধারণ পর্যটকদের জন্য খোলা। বিশ্বভারতী উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে দেখার মতো অনেক কিছু আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে তৈরি পাঁচটি বাড়ি রয়েছে, যেগুলি হলো উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ এবং উদীচী। এছাড়াও, রবীন্দ্রভবন মিউজিয়ামে ঠাকুরের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, পাণ্ডুলিপি, ছবি এবং অন্যান্য সংগ্রহ দেখা যায়। উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে আশেপাশে সুন্দর বাগানও রয়েছে। উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সের প্রধান আকর্ষণগুলি হলো উদয়ন গৃহ। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন ছিল। তাই দর্শনার্থীদের জন্য এর গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ আছে। উত্তরায়ণের কোনার্ক প্রথম ইটের তৈরি বাড়ি। রয়েছে শ্যামলী গৃহ। এটি একটি মাটির তৈরি কুঁড়েঘর, যা একটি বিশেষ স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে। এছাড়াও পুনশ্চঃ ও একটি ঐতিহাসিক বাড়ি, যা উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সে অবস্থিত। উত্তরায়ণের আরেকটি আকর্ষণীয় বাড়ি হলো উদীচী। সব থেকে বড় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু রবীন্দ্রভবন মিউজিয়াম। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন ব্যক্তিগত জিনিস, পাণ্ডুলিপি, চিঠি, ছবি এবং অন্যান্য সংগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে চারপাশের সুরম্য বাগান। যা দর্শনার্থীদের জন্য একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করে।

হাবরা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় ২১ জুলাই উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ২৪ জুন ঃ হাবরা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২১ জুলাই ধর্মতলায় আগত শহীদ স্মরণ সভা উপলক্ষ্যে

প্রস্তুতি সভা তথা কর্মীসভা। কলতান প্রেক্ষাগৃহে ২১ জুলাই উপলক্ষে এই প্রস্তুতি সভায় হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সাংসদ পার্থ ভৌমিক, প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, সব্যসাচী দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ উপস্থিত তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে আরো সুদৃঢ় ও শক্ত করতে হবে যাতে বাংলার উন্নয়ন আরো বেশি করে অগ্রগতির পথে পৌঁছাতে পারে। নির্মলবাবু আরো বলেন, আজ আপনাদের জন্যই আমরা এই মঞ্চে বসতে পেরেছি ও বক্তব্য রাখতে পারছি, ঠিক তেমনি ভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আপনাদের সাহায্য সহযোগিতায় ও সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে আজ সরকার চলাতে পারছেন। সুতরাং তার হাতকে শক্ত করতে হবে এবং সকাল সকাল ধর্মতলার শহীদ স্মরণ সমাবেশে পৌঁছাতে হবে। আপনারা সবাই ঠিক সময়ে সকাল সকাল হাবড়া লোকাল ধরে শিয়ালদায় পৌঁছে যাবেন তারপরে ওখান থেকে মিছিল করে শহীদ স্মরণ সমাবেশে পৌঁছে যাবেন।

পোলবায় নাবালক ছেলের সাক্ষীতে বারো বছর পর দোষী সাব্যস্ত মা সহ ৭ জন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৪ জুন ঃ খুনের সুপারি দিয়েছিলেন স্ত্রী। নাবালক ছেলের সাক্ষীতে বারো বছর পর দোষী সাব্যস্ত মা সহ সাতজন। প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন মহিলা। সেই পথে ' বাধা হয়েছিলেন স্বামী। তাই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। পোলবা থানার পাটনা গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ মাল। ২০১৩ সালের ২৮ মার্চ তাকে গলা কেটে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ যখন খবর পেয়ে তদন্তে যায়, কৃষ্ণর স্ত্রী রিনা মাল আধিকারিকদের জানান, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। তাকে আর ছেলেকে হাত বেঁধে তার স্বামীকে খুন করে গয়না টাকা লুট করে নিয়ে গিয়েছে ডাকাত দল। দুষ্কৃতীরা তাকে ধর্ষণ করে বলেও সে সময় অভিযোগ করেছিলেন মহিলা। পোলবা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পারে। কৃষ্ণ মালের সঙ্গে তার স্ত্রী রিনা মালের বয়সের ফারাক ছিল প্রায় কুড়ি বছরের। তাঁদের বারো বছরের এক ছেলে রয়েছে। মহিলা স্বামীর সঙ্গে সুখি ছিলেন না। এরপর বলাগড়ের জিকো পাল নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর। জিকো বলাগড় থেকে পোলবায় যাওয়া আসা করতেন বাইক নিয়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সেই প্রেমিকের সঙ্গে যুক্তি করে পাঁচজন দুষ্কৃতীকে সুপারি দেওয়া হয় কৃষ্ণকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার। পরিকল্পনা মাফিক ঘটনার দিন দুষ্কৃতীরা গভীর রাতে কৃষ্ণর বাড়িতে ঢোকে। দরজা খুলে দেন রিনা। ডাকাতি করতে এসে গৃহকর্তাকে খুন করেছে ডাকাতরা এমনই পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু পুলিশি তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিনা-জিকোর সঙ্গে প্রেম, তার স্বামীকে খুন, সাজানো ডাকাতি, সব পরিকল্পনা জানতে পারে তদন্তকারীরা। এরপর ওই বছরের ৪ এপ্রিল একে একে অভিযুক্ত, রিনা মাল, জিকো পাল, দীপঙ্কর পাল, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, লক্ষীকান্ত চক্রবর্তী, অভিজিত চক্রবর্তী, রাজা দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে চুঁচুড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী বিদ্যুৎ রায় চৌধুরী বলেন, এই মামলায় ১৮ জন সাক্ষী দেয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৃতের নাবালক ছেলের বয়ান। ধর্ষণের যে অভিযোগ উঠেছিল তা মেডিক্যাল পরীক্ষায় প্রমাণ হয়নি। মঙ্গলবার চুঁচুড়া আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় সাতজনকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। আগামী ২৬ জুলাই হবে সাজা ঘোষণা। বস্তুত, রিনা মাল গত ১২ বছর ধরেই হুগলি জেলেবন্দি। চারজন দুষ্কৃতী একবার পুলিশের চোখে লঙ্কার গুড়ো দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আবার ধরা পড়ে। সবাই বিভিন্ন জেলে বন্দি।

স্ত্রী ও দুই সন্তানকে কুড়ুল দিয়ে খুন! মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ বিচারকের

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৪ জুন ঃ স্ত্রী ও দুই সন্তানকে কুড়ুল দিয়ে খুন! সেই খুনের অপরাধে বাবাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বিচারক। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক প্রিয়াজি চ্যাটার্জি অভিযুক্ত গৌতম মাহাতোকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী মহম্মদ জাকির আনসারি জানান, ২০২২ সালের ২৭ মার্চ কাশীপুর থানার অন্তর্গত রাঙাডি গ্রামের বাসিন্দা গৌতম তার স্ত্রী মমতা মাহাতো ও তার দুই সন্তানকে কুড়ুল দিয়ে হত্যা করে। স্ত্রীকে হত্যাকান্ডে শিউরে ওঠে সবাই। ঘটনার পর তার শ্বশুর পুলিশের মফস্বল থানার চাকড়া গ্রামের বাসিন্দা নেপালচন্দ্র মাহাতোর অভিযোগের ভিত্তিতে হত্যা মামলায় গৌতমকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেল হেফাজতে থাকাকালীনই শুরু হয় বিচার পর্ব। মঙ্গলবার তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। ২০২২ সালে এই ঘটনায় পুরুলিয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এতদিন নিহতেরা বিচার পেল, বলছেন পরিবার থেকে পাড়া প্রতিবেশীরা।

লামডিং-বদরপুর রেল সংযোগ দ্রুত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টা

মালিগাঁও, ২৪ জুন ঃ সম্প্রতি ভূমিধসের ফলে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, রেলওয়ে এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষ দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা করার একটি উচ্চ-পর্যায়ের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রাজ্য সরকার, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথোরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার বরিষ্ঠ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। যাত্রী এবং রেলওয়ের সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেন চলাচল স্থগিত রাখা অতি জরুরী ছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং জনবল মোতায়েন করে ঘটনাস্থলে ধ্বংসাবশেষ অপসারণ দ্বারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্র্যাক পুনরুদ্ধারের জন্য দিনরাত কাজ করছে। ধারাবাহিকভাবে যৌথ পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে এবং লাইনের সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য কিছু **ট্রেন বাতিল / আংশিক বাতিল** করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন চলাচল এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য যাত্রীদের সরকারি রেল যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে আপডেট থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। **ট্রেনের**

বাতিলকরণঃ ২৪ জুন, ২০২৫ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১১ (রঙিয়া- শিলচর) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৬১২ (শিলচর-রঙিয়া) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৫৬১৫ (গুয়াহাটি-শিলচর) এক্সপ্রেস। **২৫ জুন, ২০২৫** তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৬১৬ (শিলচর- গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৮৮৮ / ১৫৮৮৭ (গুয়াহাটি-বদরপুর-গুয়াহাটি) টুরিষ্ট এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ২২৪৫০ (নিউ দিল্লি - গুয়াহাটি) পূর্বোত্তর সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস। **২৭ জুন, ২০২৫** তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০৩ (এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-আগরতলা) হামসফর এক্সপ্রেস। **ট্রেনের আংশিক বাতিলকরণঃ ২৩ জুন, ২০২৫ তারিখে** রওনা দেওয়া ট্রেন নং. ১৫৬২৫ (দেওঘর- আগরতলা) এক্সপ্রেসটি লামডিঙে সংক্ষিপ্ত সমাপন করা হবে এবং লামডিং ও আগরতলার মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। **২৪ জুন, ২০২৫** তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ- সাবরুম) কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসটি লামডিঙে সংক্ষিপ্ত সমাপন করা হবে এবং লামডিং ও সাবরুমের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। **২৪ জুন, ২০২৫** তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫১৬ (শিলচর- কোয়েম্বাটোর) এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ হবে এবং শিলচর ও গুয়াহাটির মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। **২৫ জুন, ২০২৫** তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৩১৭৬ (শিলচর- শিয়ালদহ) এক্সপ্রেসটি লামডিং থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ হবে এবং শিলচর ও লামডিঙের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। **২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে** রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৫০২ (আগরতলা -কলকাতা) গরীব রথ এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ হবে এবং আগরতলা ও গুয়াহাটির মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। অনুমান অনুসারে, প্রায় ৫০,০০০ ঘনমিটার কাদা এবং পাথর রেলওয়ে রিটেইনিং ওয়াল পর্যন্ত এসে পড়েছে। যত সম্ভব তাড়াতাড়ি ট্র্যাকের কাজ শুরু করার জন্য কমপক্ষে ৩০,০০০ ঘনমিটার কাদা পরিস্কার করতে হবে। রেলওয়ের টিম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে এবং লামডিং ডিভিশন এবং মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য ঘটনাস্থলে ক্যাম্প করছেন। রেলওয়ে প্রশাসন অনিবার্য ট্রেন বাতিলকরণ এবং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার ফলে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত এবং আশ্বাস প্রদান করে যে সুরক্ষা নিশ্চিত করে ট্রেন চলাচল পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, হেল্পলাইন এবং সোশিয়াল মিডিয়া হ্যান্ডেলের মাধ্যমে ট্রেন পরিষেবা সম্পর্কে সর্বশেষ আপডেটগুলি পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

নেশায় আসক্ত ভবঘুরে শিশুরা - এদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ প্রশাসন থেকে সমাজসেবী সংগঠন নেয় না

অভিজিত হাজরা, বাগনান, ২৪ জুন ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার দক্ষিণপূর্ব রেলের খড়গপুর রেল স্টেশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বাগনান। এই স্টেশন দিয়ে প্রত্যহ লক্ষাধিক যাত্রী বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে থাকেন। এই স্টেশনেরই আশেপাশে , বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু শিশু থেকে মানুষ থাকেন। পারপক্ষে এরা ভবঘুরে। এই স্টেশনে বহু বছর আগে থেকে বসবাস করছেন ভবঘুরে এক ভিখারিনী রুপালী সরকার। অশক্ত, ভিক্ষুক, অনাথ ও উন্মাদ, ভবঘুরে শিশু থেকে অন্যান্যদের স্রেফ ভিক্ষা করে সবাইকে খাওয়ানো, সেবা, শুশ্রূষা ও প্রতিপালন করেন। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। প্রত্যহ সকাল থেকে রাত্রি ৯ টা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বাগনান রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই সব ভবঘুরে শিশুদের আনাগোনা থাকে। এরা ভিক্ষা করে। জানা যায় ভিক্ষার টাকা এরা নেশা করার জন্য খরচ করে। দোকান থেকে এরা ঝাঁঝালো আঠা, মাথার যন্ত্রণা উপশমের মলম কিনে তা কাপড়ে মাখিয়ে তা শুঁকে নেশা করে। বিভিন্ন কোম্পানির কাফসিরাপ কিনে তা খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে। এই নেশা দিনের পর দিন করতে থাকার ফলে এদের শরীরে মারণ রাসায়নিক পদার্থ অজান্তেই শ্বাস - প্রশ্বাসের মাধ্যমে এদের ফুসফুসে ঢুকে এদের অকাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিগত প্রায় কুড়ি বছর ধরে ভবঘুরে শিশুদের এই নেশা করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। কোনো কোনো দিন এদের একবেলা খেতে দিয়ে তাদের কাজের কথা, মানবিকতার কথা ফেসবুকে, নানান প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশ করে থাকে লোক দেখানো, নিজেদের আখের গোছানোর জন্য । এর কাজ করার জন্য তারা বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ও থাকে। সংগৃহীত অর্থ কিছুটা খরচ করে বাকিটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে থাকে। এই বিষয়ে আক্ষেপ রেল কর্তাদের। তাদের বক্তব্য, এই কাজ করার জন্য মানবিকতার খাতিরে তাদের কিছু বলা যায় না। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গুলো মাঝে মধ্যে ভবঘুরে শিশু, প্ল্যাটফর্মে থাকা অসহায় মানুষদের মাঝে মধ্যে একদিন একবেলা খেতে দিয়ে লোকদেখানো মানবিকতার পরিচয় দিলেও এই সমস্ত ভবঘুরে শিশুদের কাউন্সিলিং করা, সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য কোনো উদ্যোগ এরা গ্রহণ করে না। জানা যায়, ভিক্ষে করে ও যখন নেশার টাকা জোগাড় হয় না, তখন এই ভবঘুরে শিশুরা ছিনতাই ও করে থাকে। বাগনান জি আর পি - র এক আধিকারিক বলেন, এই সব ভবঘুরে শিশুদের স্টেশন এলাকা থেকে সাময়িক তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। অনেক সময় মানবিকতার খাতিরে তাদের না থাকার কথা চিন্তা - ভাবনা করে তাদের তাড়ানো যায় না। তবে মাঝে মধ্যে আমরা তাদের ধরে এনে বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিই। এ ছাড়া আমরা আর কিইবা করতে পারি ? হাজার হাজার মানুষের ঔদ্যাসিন্যে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব। একটু সাহায্য, মানবিকতা, সহানুভূতি পেলে এই ভবঘুরে শিশুরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে তাদের বিভিন্ন কাজের দক্ষতা প্রমাণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এরাই সমাজের অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারবে বলে অনেকেই অভিমত পোষণ করেছেন।

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1
DEV. BLOCK, DIST.-
MURSHIDABAD, PIN-742223
NIeT No- 11/SGP/15th CFC(2nd Call) Memo no-165/SGP/25-26, Date: 24.06.2025. Date of issue tender paper(online) **25.06.2025 from 1.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper(Online) **02.07.2025 up to 1.00 pm**. Date of Technical Bid opening (online) **04.07.2025 up to 1.00 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Toilets, Roads under 15th FC fund & Settler with ABR under SBM-G fund in **N.I.e.T. No.–2 & 3(2nd Call)**,**4 & 5**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **30/06/2025 & 08/07/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

অবৈধ বালি উত্তোলনের অভিযোগ, অন্ডালে দামোদরের ভাঙনের আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ জুন ঃ অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলন! আর তার জেরে বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। প্রাক্ বর্ষায় জলস্রোতে গ্রাস করছে দামোদরের পাড়। নদীভাঙ্গনের শঙ্কায় অন্ডালের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কুঠিরডাঙা এলানেই কায়। আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে অবৈধ বালি পাচার নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে জেলা শাসকদের অবৈধ বালি পাচার বন্ধে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপরও রমরমিয়ে বালি পাচার হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ ও ভুমি রাজস্ব দফতরের ভুমিকায়। অভিযোগ, দামোদরের অন্ডাল ব্লকে শ্রীরামপুর, মদনপুর ও রানীগঞ্জের নুপুর এলাকায় বৈধঘাটের আশপাশে অবৈধ বালিঘাট চলছে। গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নদীর মাঝে তৈরী হয়েছে ছাই বোল্ডার দিয়ে রাস্তা। তার জেরে বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। অন্ডাল ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কুটিরডাঙ্গায় নদীর বুক চিরে এভাবেই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। সদর রুট বদলে গ্রামের ভেতর দিয়ে বাইপাস করে জাতীয় সড়কে উঠছে অবৈধ বালি বোঝাই লরি ডাম্পার। অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলনের ফলে দামেদরের গতিপথ বদলে গেছে। মাঝ নদীর বদলে জলস্রোত গ্রাস করছে নদীর পাড়। গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গে ও ঝাড়খন্ডে বর্ষার দরুন মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছা়া শুরু হয়েছে। আর তার জেরে ফুলে উঠেছে দামোদর। অন্ডালের মদনপুর, শ্রীরামপুর, রামপ্রসাদপুর এলাকায় দামোদরের গ্রাসে নদীর পাড়। ভাঙনের জেরে নদী তীরবর্তি জনবসতি এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করেছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। বিজেপির অন্ডাল ৪ নং মন্ডল সভাপতি রাখাল চন্দ্র দাস জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরনায় দুয়ারে দামোদর। গত কয়েকমাস যাব দামোদরের এই বালিঘাটের বালি উত্তোলন ও পরিবহনে বিব্রত। নদীগর্ভে কালো ছাই দিয়ে রাস্তা তৈরী করার সময় আপত্তি তুলেছিলাম। ওই রাস্তা তৈরী সুষ্ঠ পরিবেশ বিরুদ্ধ। গ্রীন ট্রাইবুনালের কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তারপরও রাস্তা তৈরীর করে মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলন শুরু করে। এছাড়াও ওভারলোডিং বালি বোঝাই লরি ডাম্পার গ্রামীন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফলে রাস্তা ভাঙছে নদীর পাড়ও ভাঙছে। আমরা গোটা বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে লিখত অভিযোগ জানিয়েছি। তারপরও কোন সুরাহা হয়নি। তিনি আরও বলেন, সম্পুর্ন অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বালি উত্তোলন ও পরিবহনের জেরে দামোদরে ভাঙন শুরু হয়েছে। জনবসতি এলাকায় নদীর জল ঢুকছে। গোটা গ্রাম আতঙ্কিত।

দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনার কিনারা, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ জুন ঃ কয়েকদিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনার কিনারা করলো হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত শেখ মীরাজকে গ্রেফতারের পাশাপাশি সব চোরাই মাল উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মীরাজের কাছ থেকে নগদ ৩০ হাজার ২০০ টাকা, একটি চোরাই মোবাইল ফোন, একটি ধারাল অস্ত্র, একটি নকল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত মীরাজের বিরুদ্ধে হাওড়ার সাঁকরাইল, ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, পাঁচলা সহ বিভিন্ন থানায় কুড়িটিরও বেশি মামলা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

Tender Notice
Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: 1. **NIT No:- 33/15th FC/25/PS(2 nd Call)., under 15 th FC, vide Memo No: 366(38)/Eng./PS., Dated: 23.06.2025**, Total No. of Scheme 06 (Six) nos. Last date of Application : **01.07.2025 upto 12.00 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in**
All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.
Sd/- Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

Office of The Tunturi Suisa Gram Panchayet
PO:Suisa PS:Baghmundi Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. NIeT-04/TSGP/2025-26
e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: From **23/06/2025 from 10:30 AM**. ii) Last date of submission of e-tender with documents: **28/06/2025 upto 5:30 PM.** For further details please contact with the Office of the Tunturi Suisa Gram Panchayet.
Sd/- Pradhan
Tunturi Suisa Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৪১, তারিখ ঃ ২৩.০৬.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ০৭২৪১১৭৭এ;** আরডিসিও স্পেসিফিকেশন নং সি-৯৪০৭, টাইপ-II, (রীভ. ৪ অফ অগাস্ট, ২০২৩) অনুসারে ২৮৫০ মিমি x ১২২০ মিমি x ১২ মিমি সাইজের রেলওয়ে কোচে ব্যবহারের জন্য কাষ্ঠ ভিত্তিক ইমপ্রেগনেটেড কমপ্রেসড ল্যামিনেটস্ সংগ্রহ; ০ টাকা; ২,৪১,৯৭০ টাকা ও ০৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ১১২৫১৭৭৯;** হুইল সেট আর্থিং ইক্যুইপমেন্ট; ০ টাকা; ৪,৫১,৮০০ টাকা; ও ০৯.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩; ০৮২৫১০৩৬;** সিলিকন রাবার কম্পাউন্ড স্পেসিফিকেশন ঃ হিতাচী; ০ টাকা; ৩,০৫,৬১০ টাকা ও ১০.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৪; ২০২৫২১৮৪;** মডিফায়েড ভার্টিকাল-এর জন্য পিওএইচ-কিট কমপ্লীট; ০ টাকা; ১,৩১,০৭০ টাকা ও ১১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৫; ১১২৫১০১৭;** বল জয়েন্ট ট্র্যাকশন লিভার; ০ টাকা ও ৩,৪৫,২৪০ টাকা। **৬; ১১২৫১৮২৬;** বোল্ট ও স্ক্রু-এর সেট; ০ টাকা ও ২,৯০,৫৫০ টাকা। **৭; ১৫২৫৫০০৩বি;** কন্টিনিউয়াস অ্যামবিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশনসহ নয়েজ মনিটরিং টার্মিনাল ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা ও ২০,০০,০০০ টাকা। **৮; ১৫২৫৫০০৮এ;** ৪০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রিক ওভারহেড ট্রাভেলিং ক্রেন সহ এসডিএল ৮০ মিটার; ০ টাকা ও ২,৫৮,০৪০ টাকা। **৯; ১৫২৫৫০৩৪;**ই-৭০ ব্রেকিং সিস্টেমের গঠনকারী অংশগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা ও ৪,০৯,৪০০ টাকা। **১০; ২১২৫১৩৮৩;** লক ইত্যাদি; ০ টাকা; ৭,৯৮,৭৬০ টাকা ও ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৫ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য)। **১১; ১৫২৪৫০৯৬এ;** ম্যাগনেটিক পার্টিকল ইন্সপেকশন ইক্যুইপমেন্ট; ০ টাকা; ১,৯১,১৬০ টাকা ও ১৫.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১২; ১২২৫৫২৮১;** ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫ ফ্যান আকৃতির স্যুইচ, টি-৪৯৬৬ সংগ্রহ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা ও ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৩; ২০২৫১১৪৩;** ভেল ট্র্যাকশন মোটরের জন্য গিয়ার কেস টপ ও বটম (পরিবর্তিত)-এর সেট; ০ টাকা; ১,০৮,৪৭০ টাকা ও ১৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১৪; ১৫২৩৫১১৫ডি;** ৬ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস (স্ট্রেস রিলিভিং) সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা ও ২,৩৬,৫৪০ টাকা। **১৫; ২১২৫৫০১১;** বি.জি. বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য ফ্রিকশন ড্যাম্পিং ব্যবস্থাপনা সহ ক্যাসনাব-২২ এইচএস কাস্ট স্টীল বগি; ০ টাকা; ৮,৪৩,৬৬০ টাকা ও ২১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১৪ ও ১৫-এর জন্য)। **১৬; ১৫২৫৫০১৯এ;** টুলস্ ও ট্যাকেল সহ ৪০ টন ক্ষমতার ইলেকিট্রক ওভারহেড ট্রাভেলিং ক্রেন সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা ও ৫,১৬,০৮০ টাকা। **১৭; ১৫২৫৫০৬৮;** শ্রাউডেড ডিএসএল সহ ২০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ২,৪১,৬০০ টাকা ও ২২.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১৬ ও ১৭-এর জন্য)। **১৮; ১৯২৫২২১৮;** টিএম ডিই বিআরজি ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ৩,২৫,৬৮০ টাকা ও ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
(STORES-18/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
Follow us at: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
NIT NO:-002/RGP/2025-2026 Date:-24/06/2025
Tender ID :- 2025_ZPHD_869081_1 TO 2025_ZPHD_869081_2
Bid submission end date:-4/07/2025 6:00PM
Bid opening date:-07/07/2025 3:00PM
Sd/-
Prodhan
Raghunathpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURULIA-II PANCHAYET SAMITY
Vill. Bongabari: P.O: V-Nagar, Dist: Purulia (W.B); Mobile No; 8373068635 E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com
e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II of village : Bongabari, Post: V. Nagar, Dist : Purulia, for the various developmental work under Purulia- II PS vide Tender Notice **(eNIT) No: WBPUR/BDO/P-II/NIT(e)- 03/2025-26 Dt. 24-06-2025** For more details requesting to follow the Office Notice Board, **www.wbtenders.gov.in** & **www.Purulia.gov.in** or may contact General Section of the undersigned on office day & time.
Sd/-
Executive Officer
Purulia-II Panchayet Samity

Office of the Prodhan
Golapganj Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill+ P.O. Golapganj, P.S.:- Kaliachak, Dist:- Malda
eTender has been floated for 66 (Sixty Six) Nos. of work under Golapganj G.P. of Kaliachak-III P.S, Malda, **eTender No.- 06(e)/GGP/2025-26 Dt. 23rd June, 2025, 07(e)/GGP/2025-26, Dt. 23rd June, 2025, 08(e)/GGP/2025-26, Dt. 23rd June, 2025, 09(e)/GGP/2025-26, Dt. 23rd June, 2025,** Bonafied contructors are requested to visit- **www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Golapganj Gram Panchayat

CORRIGENDUM
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-33/2025-26** Bid submission closing date(Online) - **03/07/2025** instated of **23/06/2025** and Bid Submission opening date (Online) **07/07/2025 instated of 25/06/2025**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE
The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Three (03) nos.** works vide **E-NIT No: - 11/E.O/HPS/2025-2026** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

Raghunathpur Gram Panchayat
P.O- Baga, Dist- Bankura
The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayatien hereby invites sealed e-Tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e NITs, e-NIT No. **04/2025-26, Dated: 24/06/2025**. All Informationis available **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
জোন নোটিশ নং: এলএমজি/ইএনজিজি/৩৯ অফ ২০২৫ (আইটেম নং ০১ থেকে ০৯)। **তারিখ: ২০-০৬-২০২৫;** নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে;
ক্রম নং-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ জোন নং ১/লামডিং = কিমি.২০/৯ (বিজি) থেকে অর্থাৎ নারাঙ্গি (ব্যতীত) থেকে ধরমতুল এবং আউজুরির মধ্যে কিমি. ৮৩/৬ পর্যন্ত এবং উলুবাম মাইক্রোওয়েভ স্টেশন এবং অন্যান্য সম্পদ সম্পর্কিত কাজ। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৩,৯৫,৫৪,৭৯৬.২৬/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৪৭,৮০০/-; ক্রম নং-২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** জোন নং ২/লামডিং = কিমি. ৮৩/৬ থেকে ধরমতুল ও অজুরির মধ্যে কিমি ১২২/২ পর্যন্ত কামপুর - যমুনামুখ এবং চাপারমুখ থেকে সেনচোয়া কিমি ০.০০ থেকে ১৯/৬ (সেনচোয়া বাদে)। সেনচোয়া (সেনচোয়া সহ) কিমি ১৯/৬ থেকে মইরাবাড়ি (এমবিও) কিমি ৪৮.৯৮ এবং সেনচোয়া কিমি ০.০০ থেকে শিলঘাট কিমি ৬১.১৮। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৬,১৩,১৯,০৭৫.২১/-; বায়না মূল্য: ₹ ৪,৫৬,৬০০/-; ক্রম নং-৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** জোন নং ৩/লামডিং = কামপুর-যমুনামুখের মধ্যে কিমি ১২২/২ থেকে জোরাপুল থেকে লামডিং (সহ) এবং কিমি ১৯১/০ (লামডিং) থেকে কিমি ২০২/৬ ল্যাংচেলিয়েট (ব্যতীত) পর্যন্ত। লামডিং হারলাংফার কলোনি হারলাংফার ব্রিজ (সহ) থেকে লেভেল ক্রসিং গেটের কাছে (তিনসুকিয়া এন্ড) লাস্ট কলোনি এবং অ্যাকাউন্টস কলোনির কাছে হারলাংফার ব্রিজ (সহ) পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৪,০৬,৯০,০৭৩.৭০/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৫৩,৫০০/-; ক্রম নং-৪; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** জোন নং ৪/লামডিং - কালীবাড়ি কলোনির লামডিং-এরিয়া সীমানায় আপার বাবুপট্টি, লোয়ার বাবুপট্টি, যার মধ্যে রয়েছে মিট্রো স্টুডিও থেকে কোয়ার্টার নং কে/২৬ কে.বি. কলোনির কাছে যাওয়ার রাস্তা, এল.বি. প্যাটিতে কোয়ার্টার নং ৬৮৫ পর্যন্ত এবং কোয়ার্টার নং ই/১৪ এবং টি/১৪৫ এবং টি/১৪৬ আপার বাবুপট্টিতে হাসপাতাল কলোনির সীমানা। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ২,৫৬,৩৩,৮৮৫.৩২/-; বায়না মূল্য: ₹ ২,৭৮,২০০/-; ক্রম নং-৫; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** অফিস কলোনি, ইনস্টিটিউট কলোনি, হাসপাতাল কলোনি, অ্যাকাউন্টস কলোনি, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট বিভাগীয়, রেলওয়ে হাসপাতাল কমপ্লেক্স সহ রেলওয়ে ক্রেচের কাছে বুকিং অফিস থেকে লেভেল ক্রসিং গেট (তিনসুকিয়া প্রান্ত) পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা, ডিআরএম বিল্ডিংয়ের সামনের দিক, কোয়ার্টার নং ই/১০৪ -এর কাছে চিলড্রেন পার্ক থেকে অ্যাকাউন্টস কলোনি ব্রিজ-(এইচআরএলএফ নদীর সেতু বাদে) ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের সামনের দিক। ডিটিএস হিল কলোনি, মিস্ত্রি প্যাটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলোনি, গান্ধী কলোনি দ্বারা আবদ্ধ এলাকা যার মধ্যে রয়েছে আইওডব্লিউ/এন, আইওডব্লিউ/লাইন, পিডব্লিউআই/প্লেন, পিডব্লিউআই/হিল, আইওডব্লিউ/ডব্লিউএস, এসআই/প্লেন/হিল, নির্মাণ, রেলওয়ে ক্রেচ, টিসিআই অফিস রানিং রুম, ইন্সপেক্টর রেস্ট হাউস, ইঞ্জিনিয়ারিং রেস্ট হাউস, রিলিভিং মেস, মজদুর ইউনিয়ন অফিস, কর্মচারী ইউনিয়ন অফিস এবং রেলওয়ে ক্রেচের সামনে থেকে এল/ক্রসিং গেট (গুয়াহাটি প্রান্ত) এবং আইসিআই অফিসের সামনে, এম.ইউ/ই.ইউ, ডিটিএস হিল কলোনি রোড মিস্ত্রি প্যাটি রোড, গান্ধী কলনি রোডের সমস্ত অফিস কমপ্লেক্স দ্বারা আবদ্ধ এলাকা। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৪,৪৬,৪২,২০১.৪৮/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৭৩,২০০/-; ক্রম নং-৬; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** লামডিং- ৪৮৬ নং কোয়ার্টারের কাছে আরইউবি থেকে শুরু হয়ে ডব্লিউএস অফিস, আরপিএফ কলোনি, নতুন কলোনি এলাকা, রিলিভিং ইয়ার্ড কলোনি, আরপিএফ/এস/অফিস এবং এসএসই/ডব্লিউ/এস/লামডিং অফিসের রাস্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা। লামডিং-ক্রসিং গেট থেকে দক্ষিণ লামডিং স্কুলের দিকে, ব্রিকফিল্ড এস.কে. পল টিলার ডান পাশে দক্ষিণ হিল কলোনি এলাকা, নামঘরের দিকে ৪৮৬ নং কোয়ার্টারের কাছে ক্রসিংয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৩,৮২,৭৭,০৪২.৫৪/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৪১,৪০০/-; ক্রম নং-৭; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** গার্লস উইংয়ের কাছে কালভার্ট, লোকো কলোনি, প্রথম বিএন/আরপিএসএফ কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে দক্ষিণ লামডিং স্কুলের দিকে ক্রসিং গেটের রাস্তা পর্যন্ত লোকো রানিং রুমের কাছে রাস্তার ক্রসিং পর্যন্ত। আইওডব্লিউ/ডব্লিউএস/লামডিং -এর অধীনে লামডিং-এ জল সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কাজ। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৫,৪৭,৩৯,৬৫৯.৭১/-; বায়না মূল্য: ₹ ৪,২৩,৭০০/-; ক্রম নং-৮; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** অফিসারদের কলোনি এবং সংযোগকারী রাস্তা ইত্যাদি, লামডিং রেলওয়ে স্টেশন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, রেলওয়ে স্কুল, ৭বিএন ব্যারাক, পাওয়ার হাউস, ডিজেল শেড, সিএইচআই অফিস, বিআরআই অফিস, ডিআরএম অফিস কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য প্রশাসনিক অফিস ইত্যাদি। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৩,৪১,৩২,৭৮৩.৩৭/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,২০,৭০০/-; ক্রম নং-৯; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডিমাপুর পূর্ব এলাকা, যার মধ্যে রয়েছে লাংচোলিয়েট-ডিমাপুর স্টেশনের মধ্যে কিমি ২০২/৬ থেকে ২৬০/৩, যার মধ্যে রয়েছে ডিমাপুর পূর্ব কলোনি এবং সার্ভিস বিল্ডিং ইত্যাদি। ডিমাপুর পশ্চিম এলাকা, যার মধ্যে রয়েছে ডিমাপুর-ফরকাটিং এর মধ্যে কিমি ২৬০/৩ থেকে ৩২৮/৩, (ব্যতীত) ডিমাপুর পশ্চিম ইয়ার্ড কলোনি এবং সার্ভিস বিল্ডিং ইত্যাদি। **টেন্ডার মূল্য: ₹ ৪,৪৩,২৩,৮০০.০৫/-; বায়না মূল্য: ₹ ৩,৭১,৬০০/-;**
উপরোক্ত সকল টেন্ডারের **বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৮-০৭-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য ই-টেন্ডারটি **১৭-০৭-২০২৫** তারিখের **১৫:০০** টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

চাষবাস

জিন-সম্পাদিত ধানে মেধাস্বত্ব ঝুঁকি থাকতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠিতে জানালেন বিজ্ঞানীরা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ বিজ্ঞানীরা, যারা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে ভারতের প্রথম জিন-সম্পাদিত ধানের জাত প্রকাশের সমালোচনা করেছেন। তারা দাবি করেছেন, এতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি-CRISPR-Cas9-মেধাস্বত্ব আইনগত সমস্যার মুখে পড়তে পারে, যার ফলে ভারতীয় কৃষকেরা এই ধান থেকে প্রকৃত লাভবান হতে নাও পারেন।কেন্দ্রীয় সরকার বারবার পরিষ্কার করেছে, জিন সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত IPR সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এর জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। সরকার আশ্বাস দিয়েছে, জিন সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনীয় সব লাইসেন্স সরকার নিজে নেবে এবং কৃষকদের ওপর কোনও অতিরিক্ত বোঝা চাপবে না।চিঠিতে প্রায় ২০ জন প্রাক্তন ও বর্তমান বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন পঞ্জাবরাও দেশমুখ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (আকোলা)-এর প্রাক্তন উপাচার্য শারদ নিমবালকার। তারা লিখেছেন, যদিও CRISPR-Cas9 একটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি, তবুও এটি কখনো কখনো ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে, যার ফলে গুরুতর অপ্রত্যাশিত পরিণতি হতে পারে।তারা আরও সতর্ক করেছেন, এই জিন-সম্পাদিত ধান ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হলে ভারতের দেশীয় ধানের জার্মপ্লাজম (বংশগতির ভাণ্ডার) দুষিত হয়ে যেতে পারে।তাদের আশঙ্কা আরও ছিল, মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত সমস্যাগুলো যদি সমাধান না হয়, তাহলে ভারতীয় কৃষকেরা বিদেশি বীজ প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন। তারা আরও

অভিযোগ করেছেন, নতুন ধানের জাতগুলি যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়াই অনুমোদন পেয়েছে।এই চিঠি কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-এর কাছেও পাঠানো হয়েছে।গত মাসে সরকার প্রথমবারের মতো দুটি জিন-সম্পাদিত ধানের জাত (Kamala-DRR Dhan-100 &¤} Pusa DST Rice 1) প্রকাশ করে। এই জাতগুলি হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে পারে এবং প্রচলিত জাতের তুলনায় ১৫-২০ দিন আগে পেকে যায়।সরকারের দাবি, এই ধানের জাতগুলি কম জল খরচ করে এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে সাহায্য করবে।
এদিকে নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে জল জমেছে জমিতে। পাশাপাশি ডিভিসির ছাড়া জলে বহু এলাকা ডোবার আশঙ্কা। এই অবস্থায় যদি আবহাওয়া ও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে মাঠেই নষ্ট হবে বীজতলা। ক্ষতির মুখে পড়বেন আমন ধান চাষিরা। এমন কথা শোনা যাচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে নষ্ট হচ্ছে সবজি চাষ। এখন আমন ধান চাষের মরশুম। আমতা ২ নম্বর ব্লক, উদয়নারায়ণপুরে ব্যাপক পরিমাণে ধান এবং সবজি চাষ হয় এই মরশুমে। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়ছেন চাষিরা। এই সময় আমন ধান চাষের জন্য বীজতলা তৈরির সময়। কিন্তু বৃষ্টির ফলে জল জমে থাকায় বহু চাষি তলা ফেলতে পারছেন না। আবার অনেকে বীজতলা তৈরির জন্য ধান ছড়িয়েছিলেন জমিতে। কিন্তু বৃষ্টিতে কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সবজিরও ক্ষতি হচ্ছে। উদয়নারায়ণপুরে পটল, ঝিঙে, কুমড়ো-সহ বিভিন্ন সবজি চাষ হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে গোড়া পচে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে ফসল। সবজি এবং ধান ছাড়াও আমতা, উদয়নারায়ণপুরে বাদাম এবং তিল চাষ হয়। বাদাম এবং তিল তোলার মরশুম এই সময়। বড় অংশের তিল এবং বাদাম তোলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ২০ শতাংশ তিল এবং বাদাম জমিতে রয়ে গিয়েছে। আর এই বৃষ্টিতে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে চাষিদেরও বক্তব্য। উদয়নারায়ণপুরে মনশুকা এলাকার চাষি উত্তম হাজরা প্রায় দু'বিঘা তিল এবং দু'বিঘা বাদাম চাষ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার জমির অনেকটা বাদাম এবং তিল রয়ে গিয়েছে জমিতে। সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক চাষিরই বাদাম এবং তিল চাষ নষ্ট হচ্ছে।
উদয়নারায়ণপুর এলাকার আরেক চাষি মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত বলেন, আমি ৮ বিঘা জমি চাষের জন্য প্রায় ২৫ কিলোগ্রাম ধানের বীজ তৈরি করেছি। কিছু জমিতে বীজ ফেলতে সক্ষম হয়েছি। কিছু জমিতে জল থাকায় বীজ ফেলতে পারিনি। এই বৃষ্টিতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আরও বৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে সব বীজতলা নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, আবার নতুন করে বীজতলা ফেলতে হবে। সেটাতেও আবার খরচের পালা। তার উপর যদি বন্যা হয়, তাহলে সব মাঠে মারা যাবে।

পদ্ম ফলিয়ে উপার্জন, সঙ্গে চলছে পড়াশুনাও কি ভাবে শোনালেন আইটিআই পড়ুয়া

বাড়ির ছাদে প্রায় ৪০ প্রজাতির পদ্ম চাষ, ভাবা যায়। তাই করে স্বনির্ভর হয়েছেন হাবড়ার আইটিআই পড়ুয়া। পদ্ম ফলিয়ে দিব্যি নিজের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে বাড়তি

উপার্জনের মুখ দেখছেন তিনি।এরাজ্যে তো বটেই, ভিনরাজ্যেও আজ পদ্মের কন্দ বিক্রি করছেন অজয় গোলদার। হাবড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কৈপুকুর এলাকায় অজয় গোলদার। ছোটবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছেন অজয়। মা এবং এক দাদা আছেন। কিন্তু পারিবারিক সমস্যার কারণে অজয় কৈপুকুরেই ভাড়ায় থাকেন। হাবড়ার কুমড়া আইটিআই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বছর তিনেক আগে থেকেই পড়াশোনার খরচ চালাতে এক পরিচিতের পরামর্শে ঠাকুরমার বাড়ির ছাদে তাঁর পদ্মচাষ শুরু করেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই গাছের প্রতি ভালোবাসা ছিল অজয়ের। সেই ভালোবাসার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন ৬০০ স্কোয়ার ফুটের ছাদে। ছাদে উঠলেই ভালোবাসার সেই চিত্রদেখা যায়। দেখা যাবে ছাদজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন আকারের গামলা। তাতেই ফুটে উঠেছে লাল, হলুদ, গোলাপি, সবুজ, সাদা রংয়ের পদ্ম। ভারতীয় প্রজাতির মধ্যে রয়েছে সিতারা, ঐশ্বর্য, ইন্দুলেখা, শ্বেতা, মোহং থেকে বাটার মিল্ক। পাশাপাশি ভিয়েতনামের পদ্মের প্রজাতিও রয়েছে অজয়ের বাগানে। যেমন-রেড আমেথি থেকে রেড ইডেন, পিঙ্ক ইডেন-সহ পিউ-১৭০। এছাড়াও লিয়াংলি, ইয়োস, এপেক্সান সিক্সটিন, মৃণালিনীর মতো পদ্মের প্রজাতিও রয়েছে অজয়ের সংগ্রহে। সম্পূর্ণ পরিচর্যা অজয় নিজেই করেন। সঙ্গে প্রায় নিয়ম করেই পুজোর জন্য নিজের হাতে ফোটানো পদ্মফুল সে দিয়ে আসেন হাবড়ার হনুমানজির মন্দিরে। তবে ফুল বিক্রি করে নয়, পদ্মের কন্দ বিক্রি করে উপার্জন হয় তাঁর। বাংলার পাশাপাশি অনলাইনে অর্ডার অনুযায়ী তামিলনাড়ু, চেন্নাই, কেরল, লখনউ, মণিপুর, অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশায় পদ্মগাছ বিক্রি করেন তিনি। তাতে উপার্জন হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার বেশি।
অজয় বলেন, ' পড়াশোনার খরচ আমি পদ্ম চাষ করেই সামাল দিয়েছি। এখন চাকরির ক্ষেত্র এমন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, তাতে এই পদ্ম চাষকে পেশা করে নিতেও ইচ্ছে রয়েছে। তবে, চাকরি পেলেও পদ্মচাষ করেই যাব। এটা আমার কাছে ভালোবাসার জায়গা। দুটি প্রজাতির কন্দ মিলিয়ে নতুন নতুন পদ্মের ভ্যারাইটি তৈরি করার চেষ্টা করি। নতুন প্রজাতি তৈরি হয়ে যাওয়ায় পর সেই আনন্দ যে কি তা বোঝানো যাবে না।''

উধাও বোম্বে লিচু, বিকল্প ফল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছেন কৃষকরা

লিচুর চাহিদা থাকে তার বেশিরভাগটাই জোগান দেন বারুইপুর ও তার আশপাশ এলাকা চাষিরা। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাব দেখা দিয়েছে সমস্যা। তেমনভাবে ফলন হচ্ছে না লিচুর। আর লিচুর ফলন না হওয়ার জন্য বাজারে ঘাটতি দেখা দিয়েছে প্রিয় ফলের। সমস্যা মেটাতে বিকল্প অন্য ফল চাষের পেশা বেছে নিচ্ছেন ফলচাষিরা। বারুইপুরের কল্যাণপুর, ধবধবি, শিখর, বালি, শংকরপুর, বেলেগাছি, মোদারহাট, হাটদহ, বিন্দাখালি ও ফুলতল-সহ বিভিন্ন এলাকায় লিচু চাষ করে থাকেন চাষিরা। মূলত আদি গঙ্গার উর্বর মাটিতে যুগ যুগ ধরে লিচুগাছগুলিতে ফলন হয়ে আসছে। একেকটি লিচুগাছ প্রায় ১০০ বছরও অধিক সময় ধরে ফলন দিচ্ছে। কিন্তু ইদানীং দেখা দিয়েছে সমস্যা। লিচুগাছগুলিতে সেইভবে ফলন হচ্ছে না। মূলত আমফান ঝড়ের সময় থেকেই দেখা দিয়েছে সমস্যা। কারণ সেই সময় বারুইপুরে প্রচুর লিচুগাছ আমফান ঝড়ের প্রকোপে ভেঙে গিয়েছিল।যা লিচুগাছ অবশিষ্ট ছিল তার অধিকাংশই আবার লিচু না হওয়ার কারণে গাছ কেটে বিক্রি করে দিচ্ছেন চাষিরা। সেই বাগানে লাগানো হচ্ছে স্বল্প দিনে ফল আসবে, এমন জামরুল, আম, গোলাপজাম-সহ অন্যান্য ফলের চারা। কল্যাণপুরের ফলচাষিরা জানালেন, শীতের সময় প্রবল কুয়াশা লিচু গাছের সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছে। অতিরিক্ত কুয়াশার কারণে ঝরে পড়েছে মুকুল। আর সেই কারণেই লিচুগাছে সেইভাবে ফলন হচ্ছে না। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি লিচু পাওয়ার কথা। কিন্তু গত দু-তিন বছর ধরে দেখা যাচ্ছে সেই গাছ থেকে লিচু মিলছে ১০০ কেজির কাছাকাছি। অর্থাৎ ফলনের এই ঘাটতি হওয়ার কারণেই বাজারে একদিকে যেমন লিচুর দাম বাড়ছে অন্যদিকে তেমনি লিচুচাষে উৎসাহ হারাচ্ছেন। শুধু তাই নয় লিচুচাষ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ এবং খরচসাপেক্ষ। লিচুর ফলন হওয়ার পর সেই ফলন টিকিয়ে রাখতে গিয়ে বিভিন্ন ওষুধ স্প্রে করতে হয়, তাছাড়া পাখির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জাল টাঙাতে হয়। সবমিলিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ লিচুচাষে তেমন লাভ নেই। আর তাই চাষিরা বিকল্প ফল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। মূলত বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি থেকে বাজারে আসতে শুরু করে গোলা লিচু। গোলা লিচুর সপ্তাহখানেক পরেই বাজারে আসে বারুইপুরের বিখ্যাত বোম্বে লিচু। টুকটুকে লাল এবং মোটা শাঁসে ভরা রসালো এই লিচুর চাহিদা সারা দেশ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে যেমন পৌঁছে যেত লিচু তেমনি যেত দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বই-সহ বড় বড় শহরগুলিতে।
এমনকী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভালই চাহিদা ছিল এই লিচুর। শুধু তাই নয় সৌদি আরবেও রপ্তানি হত বারুইপুরের বোম্বে লিচু। এবছর ফলন যথেষ্টই কম। আর ফলন কম থাকার জন্য লিচু প্রায় ২০০ টাকা কেজি খুচরো বাজারে বিক্রি হচ্ছে। জেলার এক কৃষি আধিকারিক বলেন, সমস্যাটা দু'বছর ধরে চলছে। এই ফল নিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে আরও বেশি সময়োপযোগী করে তোলা যায়।

মার্কিন সেনাঘাঁটিতে ইরানের হামলার পরেই যুদ্ধ থামাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন ট্রাম্প

১২ দিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর অবশেষে থামল ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ। মঙ্গলবার ভারতীয় সকাল সাড়ে ন'টা থেকে শুরু হয় যুদ্ধবিরতি। কিন্তু কীভাবে এই অসাধ্য সাধন হল?

সূত্রের খবর, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে নিজে ফোন করে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মধ্যস্থতা করেছে কাতারও।
মঙ্গলবার ভোররাতে নিজের সোশাল মিডিয়া ট্রুথে ট্রাম্প জানান, ইরান-ইজরায়েল দু'পক্ষই সম্পূর্ণ সংঘর্ষবিরতিতে যাবে। এর শুরুটা করবে ইরান। তাকে অনুসরণ করবে ইজরায়েল। একপক্ষের সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করলে অপর পক্ষও শান্তি বজায় রাখবে। ট্রাম্পের ঘোষণামাফিক ইরান জানিয়ে দেয়, নির্দিষ্ট সময় থেকেই তারা সংঘর্ষ থামিয়েছে। কয়েকমিনিটের মধ্যে ট্রাম্প আবারও ট্রুথ সোশালে লেখেন, সংঘর্ষবিরতি হয়েছে। কীভাবে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হল যুযুধান ইরান-ইজরায়েল? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্তা জানান, রবিবার থেকেই যুদ্ধ বন্ধের কথা বলেছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়েছেন, আমরা শান্তি ফেরাবই। ওই কর্তা আরও জানান, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেঃট জেডি ভ্যান্স, বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এবং আমেরিকার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ নিয়মিতভাবে কথা চালিয়ে গিয়েছেন ইরানের সঙ্গে। অন্যদিকে যুদ্ধ থামাতে ' ট্রাম্প নিজে নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছেন। ওই কর্তা জানান, ট্রাম্পের বক্তব্য ছিল, বিবিকে এনে দাও। আমরা শান্তি স্থাপন করব। উল্লেখ্য, ইজরায়েলের রাজনৈতিক মহলে ' নামে পরিচিত নেতানিয়াহু।
যুদ্ধবিরতির এমন ঘোষণা খানিকটা অপ্রত্যাশিতই ছিল আন্তর্জাতিক মহলের কাছে। জানা গিয়েছে, কাতারের আমিরের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাম্প নিজেই। ইরানকে যেন যুদ্ধবিরতিতে রাজি করা যায়, সেজন্য দোহার সাহায্য চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তারপর কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি ফোন করেন ইরানের শীর্ষ কর্তাদের। ফোনেই ইরানকে যুদ্ধ থামানোর জন্য রাজি করান কাতারের প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, মার্কিন সেনাঘাঁটিতে ইরানের হামলার পরেই যুদ্ধ থামাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন ট্রাম্প। তবে কোন শর্তে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে দু'পক্ষ, তা এখনও জানা যায়নি।

ইউক্রেনে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রাশিয়ার, মৃত অন্তত ১০

২৪ জুন ঃ ইউক্রেনে ফের বড়সড় হামলা চালাল রাশিয়া। এমনটাই দাবি কিয়েভের। জানা যাচ্ছে, সোমবার সকালে ৩৫২টি ড্রোন, ১১টি ব্যালাস্টিক মিসাইল এবং ৫টি ক্রুজ মিসাইল ছুড়েছে মস্কো। রাশিয়ার এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আহতের সংখ্যা বহু।
ইউক্রেনের সেনাপ্রধান তৈমুর তাকাচেঙ্কো একটি বিবৃতিতে বলেন, সোমবার কিয়েভে মুহুর্মুহু ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। যেখানে সাধারণ মানুষের বসতি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই জায়গাগুলিতেই ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, কিয়েভে প্রচুর ঘরবাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। রুশ হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শেভচেনকিভস্কি জেলা। মস্কোর হামলায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আহতের সংখ্যা বহু। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপর থেকে একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও মুখোমুখি বসে যুদ্ধ থামানো নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। সম্প্রতি ইউক্রেনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে আগ্রহী হয়েছিল রাশিয়া। যুদ্ধের কারণগুলি সমূলে উখাত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফেরানো-এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আলোচনায় বসতে চান পুতিন। কিন্তু তারপরও ভেস্তে যায় সেই সম্ভাবনা। ফলে শান্তি ফেরানোর প্রক্রিয়া বিশ বাঁও জলেই।

সংঘর্ষবিরতি চুক্তি হয়নি', ট্রাম্পের দাবি ওড়ালেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী

২৪ জুন ঃ ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে এখনও কোনও চুক্তি হয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে এমনটাই জানালেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি। মঙ্গলবার ভোরে তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ' প্রথম থেকেই বলে আসছি ইজরায়েল এই হামলা শুরু করেছে। ইরান নয়। ইজরায়েল যদি আক্রমণ বন্ধ করে, তাহলে ইরানও সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে। আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই। তবে এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে কোনও চুক্তি হয়নি। এই বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'মঙ্গলবার ভোররাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, ' ছ'ঘণ্টার মধ্যে ইরান-ইজরায়েল দু'পক্ষই সম্পূর্ণ সংঘর্ষবিরতিতে যাবে। এর শুরুটা করবে ইরান (প্রথম ১২ ঘণ্টা)। তাকে অনুসরণ করবে ইজরায়েল (পরের ১২ ঘণ্টা)। একপক্ষের সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করলে অপর পক্ষও শান্তি বজায় রাখবে। ২৪ ঘণ্টা পর বারো দিন ব্যাপী যুদ্ধের ইতি।' উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত চলাকালীন একইভাবে সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে ট্রাম্পের সেই দাবি বারবার নস্যাৎ করেছে ভারত।

২০২৫ সালের রাজভাষা সম্মেলনে, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোনকে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকারি ভাষার অসাধারণ বাস্তবায়নের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

হারানো ব্যাগ যাত্রীর কাছে ফেরত ফেরত দিল মেট্রো কর্মী

কলকাতা,২৪ জুন ঃ ২১.০৬.২০২৫ তারিখে, দুপুর ১২,২০ মিনিটে, কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন আরপিএফ কর্মী নিয়মিত টহল দেওয়ার সময় মেট্রো রেকের ভেতর থেকে একটি বেওয়ারিশ ব্যাগ উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর, তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়।এরপর, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে ব্যাগটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও পাঠানো হয়।প্রায় ১,০০ টার কিছু পরে, একজন যাত্রী কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধার করা ব্যাগ এবং তাতে থাকা জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কারণ তারা তাকে হারানো ব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন।

জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত পর্যালোচনায় বৈঠক রাজ্যের

আগরতলা, ২৪ জুন ঃ অসমের লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ভূমিধসের দরুন বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত পর্যালোচনা করতে মঙ্গলবার এক উচ্চস্তরীয় বৈঠকের আয়োজন করেছে রাজ্য। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, অসমে ধস-কবলিত রেলপথে গতকাল থেকে যাত্রী এবং পণ্যবাহী ট্রেন বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) কর্তৃপক্ষ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে আজ এক উচ্চস্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান, ইতিমধ্যে অসমের বদরপুরে বিদ্যমান এনএফআর-এর এরিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছেন ত্রিপুরা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিক। এরিয়া ম্যানেজার আশ্বস্ত করেছেন, এনএফআর-এর ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিক এবং কর্মচারীরা ধস-বিধ্বস্ত রেলসড়ককে সচল করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালিয়েছেন।

বর্ষাকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন উত্তর-পূর্ব রেলে

গোরখপুর, ২৪ জুন ঃ বর্ষাকালে নিরাপদ ও নিরাপদ চলাচলের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। পূর্ববর্তী বর্ষার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে বর্ষাকালে জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন পাথর, খনির ধুলোমোটা বালিসিন্ডার, খালি সিমেন্টের ব্যাগ, সার্ভিস গার্ডার, কাঠের স্লিপার, সিসি ক্রিব, জিআই তার, জেনারেটর টর্চ, তাঁবু এবং টারপলিন ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ করেছে, যাতে প্রয়োজন অনুসারে লোড করা যায়।বর্ষাকালে বিশেষ পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে ওয়াগনে পাথর এবং খনির ধুলো লোড করা হয়। ইজ্জতনগর বিভাগের কাসগঞ্জ স্টেশনে অন হুইল ০৪ ওয়াগন বোল্ডার এবং ০৪ ওগন কোয়েরি ডাস্ট, গুলেরভোজ স্টেশনে ১০ ওগন বোল্ডার, লখনউ বিভাগের গোন্ডা স্টেশনে ২০ ওয়াগন বোল্ডার এবং ১০ ওয়াগন কোয়েরি ডাস্ট, নাকাহা জঙ্গল স্টেশনে (গোরখপুর) ১২ ওয়াগন বোল্ডার এবং ০৪ ওয়াগন কোয়েরি ডাস্ট এবং বারাণসী বিভাগের ছাপড়া স্টেশনে ১২ ওয়াগন বোল্ডার।

শ্রাবণী উৎসবের বিশেষ ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২৪ জুন ঃ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে শ্রাবণী উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৮৮৫৫। ০৮৮৫৬ গোন্ডিয়া-মধুপুর-গোন্ডিয়া স্পেশাল ০৮৮৫৫ গোন্ডিয়া-মধুপুর ১১.০৭.২০২৫ থেকে ০৪.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্র ও সোমবার দুপুর ১২,৩০ টায় গোন্ডিয়া থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ১২,৩০ টায় মধুপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৮৫৬ মধুপুর-গোন্ডিয়া স্পেশাল ১২.০৭.২০২৫ থেকে ০৫.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনি ও মঙ্গলবার মধুপুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন বিকেল ৫,০০ টায় গোন্ডিয়া পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারভুক্ত ঝারসুগুড়া, রাউরকেলা, চক্রধরপুর, টাটানগর, খড়গপুর এবং আন্দুলে থামবে।

Name Change
I, SAMIR KUMAR MAJI (Old Name) S/O ANIL MAJI Residing at VILL - Paruibaid, P.O - Durlavpur, P.S - Gangajalghati, District - Bankura, Pin - 722133 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAMIR MAJI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 24-06-2025. SAMIR KUMAR MAJI (Old Name) and SAMIR MAJI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, ANIL CHANDRA MAJI (Old Name) S/O GOPAL MAJI Residing at VILL - Paruibaid, P.O - Durlavpur, P.S - Gangajalghati, District - Bankura, Pin - 722133 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ANIL MAJI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 24-06-2025. ANIL CHANDRA MAJI (Old Name) and ANIL MAJI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, DHANALISHA MAJI (Old Name) W/O SAMIR MAJI Residing at VILL - Paruibaid, P.O - Durlavpur, P.S - Gangajalghati, District - Bankura, Pin - 722133 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as DHANALISA MAJI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 24-06-2025. DHANALISHA MAJI (Old Name) and DHANALISA MAJI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ali Hossain (Old Name) S/o Mohar Ali Mondal Residing at Pirgacha, Vtc : Barasat-I, P.o - Badu, District- North 24 Parganas, Pin- 700128 West Bengal shall henceforth be known as Md. Ali Hossain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 28/2025 Dated 24-06-2025. Ali Hossain (Old Name) and Md. Ali Hossain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Abu Khalek Mondal S/o Late Mechher Mandal Residing at Vill - Pingaleswar Sardar Para, P.o - Jadurhati, P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal India shall henceforth be known as Abu Khalek Mandal. I declare that Abu Khalek Mondal and Abu Khalek Mandal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-06-2025.

Name Change
I, Suhana Bibi W/o Rejaul Islam Residing at Vill - Paschim Bibipur Uttarpara, P.o - Begampur, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal India shall henceforth be known as Suhana Khatun. I declare that Suhana Bibi and Suhana Khatun is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-06-2025.

Name Change
I, Shanara Bibi W/o Manirul Islam Mondal Residing at Vill - Barogobra, P.o - Eojnagar, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743293, West Bengal India shall henceforth be known as Sahanara Bibi. I declare that Shanara Bibi and Sahanara Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-06-2025.

Name Change
I, Sashi Bimal Kapoor (old name) son of Late Jagdish Chandra Kapoor, residing at 179, A. J. C. Bose Road, P.S – Beniapukur, Kolkata – 700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shashi Kapoor (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 9820 dated 22/07/2007. Sashi Bimal Kapoor (old name) and Shashi Kapoor (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, BISWAJYOTI ROY CHOWDHURY S/o Late Debabrata Roy Chowdhury resident of Flat 4A, 11 Jodhpur Park, P.S. Lake, Kolkata-700068 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name BISWAJYOTI ROY CHOWDHURY instead of Biswajyoti Raychaudhuri which is wrongly recorded in my MBBS Degree Certificate, Registration Certificate,Passport(No. S-894132), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 23/06/2025. BISWAJYOTI ROY CHOWDHURY and Biswajyoti Raychaudhuri both are the same and one identical person.

Name Change
I, Lali Debnath (old name) wife of Rabin Debnath, residing at Sekh Para, Patibunia, PS- Namkhana, South 24 Parganas, Pin: 743357, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mallika Debnath (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/06/2025. Lali Debnath (old name) and Mallika Debnath (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Koushik Nath (Old Name) পিতার নাম Niharendu Nath ঠিকানা আরামবাগ ওয়ার্ড নং. ৩ পোঃ থানা ও শহর আরামবাগ, জেলা- হুগলী প ঃ বঃ পিন নং. ৭১২৬০১। আরামবাগ কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস এল.ডি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Kousik Nath (New Name) নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (SL. NO-1103) তারিখ- ২০.০৬.২০২৫ Koushik Nath (Old Name)এবং Kousik Nath (New Name) একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইলাম।

অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, মহানন্দা-তিস্তা সহ একাধিক নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি, ধস নামল জাতীয় সড়কে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ উত্তরবঙ্গে টানা প্রবল বর্ষণে জনজীবন চরমভাবে ব্যাহত। ধসে বিপর্যস্ত সিকিম ও কালিম্পংয়ের লাইফ লাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ভারী বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার জাতীয় সড়কের পাঁচটি জায়গায় ধস নেমেছে বলে জানা গেছে। ধসের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় নেমেছে প্রশাসন। আর্থ মুভার দিয়ে রাস্তা থেকে ধস সরানো হচ্ছে। পাহাড়ে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন নদীর জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা ও অন্যান্য নদীগুলির জলস্তর বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। কিছু কিছু জায়গায় নদীর জল ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তিস্তার চর অঞ্চলগুলিতে দেখা দিয়েছে বন্যার আশঙ্কা। একইসঙ্গে পাহাড়ি রাস্তায় একাধিক জায়গায় ধস নামায় রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে পড়েছে। গত কয়েকদিন থেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার প্রভৃতি জেলাগুলিতে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আগেই এই অঞ্চলের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল, সেই পূর্বাভাস অনুযায়ীই বর্ষণের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে স্বাভাবিক গণ্ডি। ফলে উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে জলস্ফীতির পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় দেখা দিয়েছে ধসের প্রবণতা। জাতীয় সড়ক ১০, যা শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার অন্যতম প্রধান পথ, সেখানে বেশ কয়েকটি স্থানে ধস নামায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। কালিম্পং জেলার কাছে লাভা এবং গরুবাথানে একাধিক জায়গায় ধসের কারণে বন্ধ হয়ে যায় সড়ক যোগাযোগ। এমন পরিস্থিতিতে বহু পর্যটক মাঝপথে আটকে পড়েছেন। বৃষ্টি ও ধসের জেরে বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থাও কঠিন হয়ে উঠছে প্রশাসনের কাছে। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকা, বিশেষ করে বিধাননগর, ফাঁসিদেওয়া, ফাঁপামারি, খড়িবাড়ি অঞ্চলে নদীর জল ঢুকে পড়েছে চাষের জমি এবং নীচু এলাকাগুলিতে। অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন স্কুল ও পঞ্চায়েত অফিসের মতো স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি এলাকাতেও নদীর জল গ্রামে ঢুকতে শুরু করেছে বলে খবর। পাহাড়ি ধসের কারণে স্কুল ও কলেজে স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হয়েছে। যান চলাচল বন্ধ থাকায় শিক্ষক - শিক্ষিকারাও যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছাতে পারছেন না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে সক্রিয় করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে তৈরি রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলার দল এবং SDRF বাহিনী। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, বিশেষত নদীর পাশের বসতিগুলি থেকে মানুষজনকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরানোর কাজ চলছে। এদিকে সেচ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, তিস্তা ব্যারেজে জল ছেড়ে দেওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। তবে আপাতত পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত নদীর জলস্তর মাপা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টাতেও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলার জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেছে হাওয়া অফিস। এই জেলাগুলিতে অতিবৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া ও ধস নামার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমন অবস্থায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বেরোতে নিষেধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি পাহাড়ি পথে যাতায়াত করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। পর্যটকদের জন্যও বিশেষ সতর্কতা জারি হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যেই পাহাড়ে রয়েছেন, তাঁদের যাতে নিরাপদ স্থানে রাখা যায়, সেই চেষ্টা করছে পর্যটন দপ্তর। স্থানীয় হোটেল মালিকদের বলা হয়েছে, অতিথিদের বাইরে না যেতে অনুরোধ করতে। এই মুহূর্তে গোটা উত্তরবঙ্গে এক চরম প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নদীর জলস্তর যত দ্রুত বাড়ছে, ততই বন্যার আশঙ্কা বাড়ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্ষার এই দাপট আরও কিছুদিন চলতে পারে, ফলে বিপদ এড়াতে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকেও। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখন জেলা প্রশাসন, সেচ দপ্তর, পরিবহণ দপ্তর, এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল- সবাই একসঙ্গে কাজ করছে। তবে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে মানুষ ও প্রশাসনের সামনে রয়েছে এক বড়সড় চ্যালেঞ্জ।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ জুন ঃ ভুয়ো আদিবাসী শংসা পত্র দিয়ে আদিবাসী কোটায় ভর্তি মেডিক্যাল পড়ুয়া ছাত্রীকে বহিষ্কার ও আইনি পদক্ষেপের দাবিতে মঙ্গলবার আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গোবিঃদ নগর থেকে আদিবাসীদের এক বিরাট মিছিল সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের সামনে হাজির হয়। এক প্রতিনিধিদল অধ্যক্ষের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক পার্শ্বল কিস্কু, রাজ্যনেতা, বাবুনাথ টুডু বলেন, আদিবাসী নন, এরকম বহু ব্যক্তি ভুয়ো শংসা পত্র জমা দিয়ে আদিবাসীদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করছেন, এর ফলে প্রকৃত আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। চাকরি ক্ষেত্রসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে ও এরকম ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভুয়ো শংসা পত্র দাখিল করে জনৈক ছাত্রী ২০২১ সালে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়। ঐ ছাত্রীর শংসা পত্র ভুয়ো বলে জলপাইগুড়ি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে জানানো হয়েছে। অবিলম্বে ঐ ছাত্রীকে বহিষ্কার ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে আজ অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

আটকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ, সমাধানের আশায় জলপাইগুড়ির সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুন ঃ জমি তাঁদের। কিন্তু, জমির খতিয়ান নেই। এই নিয়ে সমস্যায় জলপাইগুড়ির ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাসিন্দারা। খতিয়ান না থাকায় জমি অধিগ্রহণও হচ্ছে না। আর এর জেরে আটকে আছে

বর্ডার রোড সহ কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ। সমস্যা মেটাতে বিষয়টি সংসদে তুলতে উদ্যোগী হলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। ভারতীয় মানচিত্রে উল্লেখ থাকলেও আজও বিঘার পর বিঘা ভারতীয় জমির ভারতীয় কোনও বৈধ নথি নেই। এমন অবস্থায় এলাকার উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও সড়ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বিএসএফ। জমির ভারতীয় নথি না থাকায় অধিকৃত জমির ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তাই কাঁটাতারের বেড়া ও সড়ক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করা হলেও কৃষকদের অমতের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রায় ১৬ কিমি উন্মুক্ত সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে ময়দানে নেমেছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। দক্ষিণ বেরুবাড়ির বিতর্কিত জমি পরিদর্শন করেন। বিএসএফ ও বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। যেসব কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না- জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতে থাকা চিলাহাটি, বড়শশী, নাওতারি দেবোত্তর এবং কাজল দিঘি এই চারটি জায়গায় প্রায় ৮০০০ মানুষ বসবাস করেন। ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যেন নিজভূমে পরবাসী। সেই কারণে তাঁরা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্পের সুবিধা পায় না। জানা গেছে, ১৯৮৯ সালে যখন ভারত, বাংলাদেশ সীমান্ত চিহ্নিত হচ্ছিল, তখন জানতে পারা যায় এই জায়গাগুলো বাংলাদেশের ম্যাপে রয়েছে। কিন্তু বাসিন্দারা ভারতীয়। বিচারব্যবস্থা থেকে আইনশৃঙ্খলা সব কিছু রাজ্য সরকার দেখে। এরপর শুরু হয় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আন্দোলন। আন্দোলনের ফলে পরবর্তীতে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে গিয়ে সেদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন। সেইসময় ছিটমহল বিনিময় হয়। এবং তার সঙ্গে দক্ষিণ বেরুবাড়ি অঞ্চলে স্থিতাবস্থা বজায় থাকা শুরু হয়। এবং এলাকা চিহ্নিত করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত চিহ্নিত হয়। জানা গেছে, জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলদিঘি, বড়শশী, চিলাহাটি ও নাউতারি দেবোত্তর মৌজার গ্রামগুলির বাসিন্দাদের জমির খতিয়ান নেই। পূর্বপুরুষের নামে থাকা জমির নথিতে এখনও বাংলাদেশের বোদা থানার উল্লেখ রয়েছে। নিজেদের নামে জমির খতিয়ান না থাকায় সরকারি সুযোগ - সুবিধা পাচ্ছেন না বাসিন্দারা। এতে সমস্যায় রয়েছে ওই সব মৌজার প্রায় আট হাজার মানুষ। তাঁদের দাবি, জমি অধিগ্রহণের আগে এলাকার সমস্ত জমির ভারতীয় নথির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর তাঁরা সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জমির জন্য সম্মতিপত্র দেবেন। সাংসদের কাছে এই মর্মে স্মারকলিপি দেন গ্রামবাসীরা। এই নিয়ে জেলাশাসক শামা পারভিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ফিজিক্যাল পজেশনের উপর ভিত্তি করে জমির সমীক্ষা করা হচ্ছে। জেলাশাসকের এই কথায় আশার আলো দেখছেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

পারিবারিক অশান্তি, শাশুড়িকে খুন করে চম্পট জামাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৪ জুন ঃ পারিবারিক অশান্তি। তুমুল বচসা। তারমধ্যেই শাশুড়িকে খুনের অভিযোগ জামাইয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে খোঁজ মিলছে না অভিযুক্তের। জোরকদমে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। বহরমপুরের গজধরপাড়ায় বাড়ি মনোহরা বিবি (৪০)। তাঁকেই খুনের অভিযোগ উঠেছে জামাইয়ের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে মনোহরা বিবির সঙ্গে তুমুল ঝামেলা হয় তাঁর জামাই সুরজ শেখের। তাঁরও বাড়ি গজধরপাড়ায়। অভিযোগ, বচসার মধ্যেই ছুরি দিয়ে মনোহরা বিবিকে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে সুরজ। এলাকার বাসিন্দা ও পরিবারের লোকজনই রক্তাক্ত অবস্থায় মনোহরাকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ততক্ষণে খবর চলে গিয়েছে পুলিশের কাছেও। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তবে সুরজের আর দেখা মেলেনি। ততক্ষণে এলাকা ছেড়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে। তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি মনোহরার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেলের মর্গে পাঠিয়েছে। তবে কী নিয়ে এই বিবাদ তা নিয়ে এখনও পরিষ্কারভাবে কিছু জানা যায়নি। পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পরিবারের এক আত্মীয় যদিও বলছেন, প্রথমে সুরজের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঝামেলা হচ্ছিল। শাশুড়ি থামাতে গেলেই চড়াও হয় জামাই।

মিড ডে মিলে হিন্দু-মুসলমানে ভাগাভাগি, প্রশ্নের মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট এলাকার কিশোরীগঞ্জ মনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল ঘিরে চাঞ্চল্য। অভিযোগ উঠেছে, সেখানে হিন্দু ও মুসলিম পড়ুয়াদের জন্য আলাদা রান্না, পৃথক বাসনপত্রের ব্যবস্থাও রয়েছে- যা সরকারি বিদ্যালয়ে সম্প্রীতির পরিবেশে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রথা চলে আসছে। শিক্ষক- শিক্ষিকা থেকে রান্নার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা কেউই বিষয়টি অস্বীকার করেননি। বরং তারা জানান, এটাই এখানে দীর্ঘদিনের রীতি। স্কুলের কিছু অভিভাবকও জানান, তারা এর বিরুদ্ধে কখনও সেভাবে আওয়াজ তোলেননি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস ঘোষ জানিয়েছেন, এই বিভাজনের ফলে দুটো রান্না করতে হয়। ফলে মিড ডে মিল খাতে খরচও হয় দ্বিগুণ। এটা একেবারেই তিনি চান না। এরকম চলতে থাকলে এই স্কুলের উন্নতি কোনদিনই হবে না। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই রীতি ভাঙতে চাইছে না কোন পক্ষ। এর আগে সকল পক্ষকে নিয়ে বসা হয়েছিল, কিন্তু কোন সমাধান হয়নি। বর্তমানে কয়েকজন অভিভাবক বিষয়টি নিয়ে আবার উঠে পরে লেগেছেন যাতে শিশু মনে ভেদাভেদের সৃষ্টি না হয়। তারা স্কুল পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়মের পরিবর্তন করতে চাইছেন। কিন্তু দুই পক্ষের অনেক অভিভাবকের এতে সম্মতি মিলছে না বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলের দুই রাঁধুনি জানিয়েছেন, তারা রান্নার কাজে যোগ দেওয়ার পূর্ব থেকেই এই নিয়ম চালু ছিল। তাই তারা একই ভাবে আলাদা আলাদা রান্না করে যাচ্ছেন। এক অভিভাবক জানিয়েছেন, কাদের নির্দেশে এই বিভাজনের নিয়ম চালু হয়েছে তা কিন্তু জানা যায় নি। তারা চান শিশুরা সবাই একসাথে বেড়ে উঠুক, তাদের শিশুমনে যেন 'ওরা -আমরা' বিভেদের বীজ বপন না হয়। এদিকে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। প্রশ্ন উঠছে, সরকারি বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে এমন বিভাজন ঠিক কতোটা যুক্তিসঙ্গত? শিক্ষার মন্দিরে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের এই ছবি নিঃসন্দেহে চিন্তার। যে সময়ে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন বারবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতে সচেষ্ট, সেই সময় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা নিঃসন্দেহে সেই প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যদি ধর্মের ভিত্তিতে খাবার পর্যন্ত ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে ছোট থেকেই বিভাজনের বীজ বপন হয়- এমনটাই মত মনোবিদদের একাংশের। এমন ঘটনায় প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন বহু অভিভাবক ও সচেতন নাগরিক। প্রশ্ন একটাই- এ কোন শিক্ষা শিশুদের দিচ্ছে আমাদের স্কুল?

নবদ্বীপে খুন বৃদ্ধ, পলাতক হস্টেলের কর্মী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ জুন ঃ বাড়ি ভাড়া দেওয়ার অপরাধে প্রাণ গেল বৃদ্ধের! সোমবার সন্ধ্যেয় ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারপাড়া এলাকায়। খাবারের মান খারাপ হওয়ায় হস্টেল ছেড়েছিলেন তিন নার্সিং ছাত্রী। অভিযোগ, তাঁদের বাড়ি ভাড়া দেওয়ায় হস্টেলের এক কর্মী বৃদ্ধকে খুন করেছে। তদন্তে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পলাতক অভিযুক্ত। মৃতের নাম নেপাল দেবনাথ (৬৫)। পেশায় টোটো চালক। বাড়ি নবদ্বীপ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারপাড়া এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, সরকার পাড়া নিশান ক্লাবের মাঠ সংলগ্ন এলাকায় একটি নার্সিং ট্রেনিং স্কুল রয়েছে। সেখানেই কর্মরত অফিসঘাট রোডের বাসিন্দা নান্টু দেবনাথ নামক এক যুবক। অভিযোগ, ওই নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে খাবারের মান ভালো না হওয়ায় সম্প্রতি তিন ছাত্রী নেপাল দেবনাথের বাড়িতে ভাড়া নেয়। এতেই ক্ষেপে যায় অভিযুক্ত নান্টু। মৃত বৃদ্ধের বউমা অভিযোগ করে বলেন, আজ বিকেলে অভিযুক্ত নান্টু দেবনাথ ৫ জনকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। সেখানে হুমকি দেয় ভাড়াটে যদি না তোলা হয় তাহলে দেখে নেবে। সন্ধ্যা প্রায় ৭ টা নাগাদ সরকারপাড়া নিশান ক্লাবের সামনে নেপাল দেবনাথকে একা পেয়ে বাঁশ বা রড দিয়ে মাথায় মেরে খুন করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত নান্টু। স্থানীয় ও পরিবারের সদস্যরা ওই বৃদ্ধকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অলচিকি ভাষায় মাধ্যমিক স্কুল পেল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ জুন ঃ জেলার আদিবাসী মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, অলচিকি হরফে পড়াশোনা করার। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে এই প্রথমবার সাঁওতালি মিডিয়ামের হাই স্কুল পেল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। জেলার প্রথম বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁধমল্লক কিসমত জুনিয়র হাই স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠনের অনুমোদন মিলেছে। ফলে অষ্টম শ্রেণী পাশ করে পড়ুয়াদের আর যেতে হবে না জেলার বাইরে। এবারে নিজ জেলার নিজের এলাকাতেই সাঁওতালি মিডিয়ামেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে জেলার ছাত্রছাত্রীরা। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই ওই স্কুলে পঠন-পাঠন শুরু হবে। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দুই মহকুমায় সাঁওতালি মিডিয়ামে পঠনপাঠনের জন্য মোট চারটি জুনিয়র হাই স্কুল ছিল। ওই স্কুলগুলিতে প্রায় ২০০- র কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর আর সেই ছাত্রীরা জেলায় সাঁওতালি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে পারে না। ফলে তাঁরা নানা সমস্যায় পড়ে। এদিকে চারটি স্কুলের মধ্যে বালুরঘাট ব্লকের বাধমুল্লুক জুনিয়র হাইস্কুলে তুলনামূলক ছাত্র সংখ্যা বেশি। ওই স্কুলে বর্তমানে ৩৫ জন রয়েছে। ফলে ওই স্কুলেই প্রথম হাইস্কুল পর্যন্ত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করল রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবিষয়ে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, জেলায় চারটি সাঁওতালি মাধ্যম জুনিয়র হাইস্কুল রয়েছে। ওই স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ওই চারটি স্কুলের মধ্যে একটিতে নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য অনুমোদন মিলেছে। ফলে জেলায় প্রথম মাধ্যমিক স্তরে সাঁওতালি মাধ্যম স্কুল হলো। ওই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পঠন এবং পরীক্ষা দিতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। রাজ্য সরকার জেলায় আদিবাসীদের সাঁওতালি মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছে। এদিন জেলার সমস্ত সাঁওতালি মিডিয়াম জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকদের ডেকে এই ঘোষণা করেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। আগামীতে আরও ছাত্রছাত্রীরা যাতে সাঁওতালি মাধ্যম স্কুলে পড়তে আসে তার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই খবরে খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে।

এটিএম ডাকাতির ঘটনায় হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার ৩ দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন ঃ শিলিগুড়ির এটিএম ডাকাতির ঘটনায়

হরিয়ানা থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত দুষ্কৃতীরা হলেন মহম্মদ ইসরাইল, জাভেদ খান এবং খুরশিদ। দুষ্কৃতীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির চম্পাসারি মোড়ের কাছে একটি এটিএম থেকে প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় একদল দুষ্কৃতী। এটিএম কাউন্টারের দুটি মেশিন গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ডাকাতি করে। পরে গ্যাস কাটারটি উদ্ধার করা হয়। প্রধান নগর থানার পুলিশ চম্পাসারি মোড় সহ আশেপাশের এলাকায় লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার পর একটি পুলিশ দলও বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিহার থেকে সূত্র পেয়ে প্রধান নগর থানার পুলিশ হরিয়ানা থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তিন দুষ্কৃতীকেই শিলিগুড়িতে আনা হয়েছে। প্রধান নগর থানার পুলিশ আদালতে পেশ করার পর তাদের ট্রানজিট রিমান্ডে নেবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এবার গ্রাম পঞ্চায়েতে সারপ্রাইজ ভিজিট সভাধিপতির

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২৪ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এবার গ্রাম পঞ্চায়েতে সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন সভাধিপতি। খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতে কেমন চলছে কাজকর্ম। নজরদারি করতেই সারপ্রাইজ ভিজিটে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ! এদিন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন সিংহকে নিয়ে দুপুরে পঞ্চায়েত দফতরে খোঁজখবর নেন তিনি। এদিন প্রধান আসলেই দেখা মেলেনি উপপ্রধানকে! নেই কিছু আধিকারিক! কেননেই আধিকারিক প্রধানকে জিজ্ঞেস করেন সভাধিপতির। পরে আধিকারিকদের ফোন করেন প্রধান। সভাধিপতি জানান, ফিল্ড ভিজিটে রয়েছে কিছু আধিকারিক। বিষয়টি নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ এই ভিজিট। বুড়াগঞ্জ প্রত্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে তেমন কোনো নিজস্ব তহবিলে অর্থ জমা হয় না মহকুমা পরিষদ এই পঞ্চায়েতকে সহায়তা করবে। এক সুরে বললেও কর্মীরা দেরিতে আসার কথা স্বীকার করেন বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিতা রায়!

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide NIeT No- EGP/409 Dt-23/06/2025. Last Dt. of application 01/07/2025 up to 16:00 IST. For details visit the website https://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING -E.TENDER

Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-10,11,14,26 Publised Date-25/06/2025 at 11.00 AM Bid Submission End Date-02/07/2025 at 11.00 AM Opening Date- 04/07/2025 at 11.30 AM http://www.wbtenders.gov.in

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
Notice Inviting E-Tender No. 491/Abuj-I/2025, Dated: 24/06/2025

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Construction of Concrete Road With PIling. Last date of submission of Bid 04/07/2025 up to 05.00 p.m. Technical Bid Opening Date 07/07/2025 at 12.00 pm. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

মালিগাঁওএ এসএন্ডটি সহযোগী কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৩ অফ ২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. এন-২০২৫-২৬-০৩-ডিএসটি.সিএসটিই-এনএফআর। কাজের নামঃ (ক) মালিগাঁওয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় পরিসরে পিসিএসটিই, পিসিইই, পিসিপিও, পিসিএমই, পিসিএমএম, পিসিএসও এবং পিসিওএম কক্ষের নবীকরণ এবং (খ) মুখ্য কার্যালয় ভবনের পূর্ব, পশ্চিম এবং সেন্ট্রাল ব্লকের বহির্ভাগের উন্নীতকরণ সহিত অত্যাধুনিক উন্নয়ন এবং নবীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএন্ডটি সহযোগী কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৫৪,১৫,১৮৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০৮,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম অভিযন্তা/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

RAMJBONPUR MUNICIPALITY
NIT No.02 **NOTICE INVITING e-Tender** Date: 24.06.2025

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Sinking of a Deep Tube Well of 300mm X 200mm dia and 180 metre deep with PVC pipe& Fibre Glass strainer at Rajma in ward no--7 within Ramjibonpur Municipality under Water Supply Scheme,Proposed Construction of aGodown at Ground Floor under Solid Waste Management purpose at Plot No 6256, Kh-2355, in ward number 4 under Ramjibonpur Municipality, PaschimMedinipurand other related works through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. **Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-02/2025-26, Tender ID :2025_MAD_869417**Last date & time for submission of bid through online **is 11.07.2025.upto 2:00 P.M.**The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or *www.ramjibonpurmunicipality.org.in* **and** Office Notice Board

Sd/- Chairma,
Ramjibonpur Municipality

OFFICE OF THE SIRAJBATI GRAM PANCHAYET
Balipota, Amta, Howrah- 711401
Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: **AMTA-I/SGP/e-NIT-05/25-26** LAST DT OF BID **28-06-2025 11:00 AM TECH**. OPENING DT **30-06-2025 11:00 AM**
Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of TWO (02) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **(http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 1094/WS/SD **Dated-24/06/2025**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT9/6e/25 and Tender Id No-2025_MAD_869086_1** for sinking of 200 x 300mm dia. Tube well by Rig boring system at in W-03 & under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **15/07/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of the
Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425

E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 12 nos E-Tender ID- 2025_ZPHD_869274_1, 2025_ZPHD_869304_1, 2025_ZPHD_869329_1, 2025_ZPHD_869355_1 & 2025_ZPHD_869375_1, Publish date- **24/06/2025 at 6.00PM** . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to **1/07/2025 at 2.30 P.M.**, Date opening-**03/07/2025 at 3.00 AM** for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION *e*-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Ch. Engineer (M) / EWS, KMC** invites e-tender online two bid system for the under mentioned works :

(1) NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/14/2025-26
Name of the work : **Renovation of electrical system and illumination at sheet metal workshop in EWS**; Estimated Cost : ₹ **2,93,726.18**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/15/2025-26
Name of the work : **Repairing of electrical system with earthing attachments at outdoor shop and adjacent areas in EWS**; Estimated Cost : ₹ **1,48,621.50**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **20 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid (Online) : **07.07.2025 (3 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Dy. C.E. (M) / S&D, KMC** invites e-tender online percentage / item wise rate for following works :

(1) NIT No. : KMC/S_D/KGPS-14/25-26
Name of the work : **Periodic lifting of foreign materials from sump & screen chamber of Canal Road LS under Kudghat Unit/S&D Department**; Estimated Amount : ₹ **1,31,542.40**; Earnest Money : ₹ **2,650.00**; Period of completion : **150 Days**; Last date & time of submission of bid : **03.07.2025 at 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 at 2 pm**.

(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/AP-1/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Urgent repairing and servicing along with replacement of worn out component of pump unit B at NMPS under BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **05.07.2025 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 at 5 pm**.

(3) NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-10/2025-2026
Name of work : **Replacement of dilapidated M.S. motor standing base for 20 cusec DWF pump Unit No. 2 including thorough repairing servicing and replacement of damaged spare parts at KTPS under PBPS(Drg.)/S&D**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted rate**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.07.2025 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **02.07.2025 (5.30 pm)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

(4) NIT No. : KMC/S_D/TDPSA/FLOATING/25-26 (1st Call)
Name of work : **Cleaning and lifting of floating and foreign materials from pump sump chamber at Ambedkar and Topsia Point 'A' Drainage Pumping Station**; Estimated Amount : ₹ **2,98,930.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **120 Days**.

(5) NIT No. : KMC/S_D/NONA/VCB/25-26 (1st Call)
Name of work : **Thorough repairing, overhauling with other allied works of single panel H.T. VCB (11KV), 1 No. dry type transformer (1500 KVA) at Nonadanga Drainage Pumping Station**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of completion : **7 Days**; Last date and time of submission of bid : **09.07.2025 (5 pm) (For Sl. No. 4 & 5)**; The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 (5 pm) (For Sl. No. 4 & 5)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 4 & 5)**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Director General (S&D), KMC** invites percentage rate e-tender for the following works. (Submission of bid through **Online**).

(1) NIT No. : KMC/(S_D)/NORTH/V/24-25/10 (1st Call)
Name of work : **Replacement of worn out components and repairing of dilapidated civil structure along with erection of overhead shed, grating and railing at Millennium Park Penstock Gate**; Estimated Amount : ₹ **3,85,698.39**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Time of completion : **45 Days**.

(2) NIT No. : KMC/(S_D)/NORTH/I/24-25/11 (1st Call)
Name of work : **Restoration of collapsed manhole at 30A Bus Stand in Ward No. 02 under Br.-I**; Estimated Amount : ₹ **2,84,730.91**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Time of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/(S_D)/NORTH/I/24-25/04A (2nd Call)
Name of work : **Repairing and restoration of damaged manhole along Cossipore Road and Khagendra Chatterjee Road in Ward No. 06 under Br.-I**; Estimated Amount : ₹ **4,04,035.36**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Time of completion : **20 Days**; Bid submission start date : **25.06.2025 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Time and last date of receipt of tender : **03.07.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Date of opening of tender (Technical Bid) : **05.07.2025 - 3 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **25.06.2025 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/IV/25/01/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing of Stage, Dressing of Play Ground and other allied work at Kali Singhi Park in Ward No. 25, Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **2,53,464.98**; Earnest Money : ₹ **5,100.00**; Period of completion : **45 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/56/01/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repair and renovation of roadside garden at opposite of 7, R.N.C. Road in Ward No. 56, Br.-VII**; Estimated Cost : ₹ **2,87,829.90**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of completion : **60 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/58/001/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repair and renovation of Hatgachia Park in Ward No. 58 under Br.-VII**; Estimated Cost : ₹ **4,45,637.27**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.07.2025 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details shall be available on and from **26.06.2025 (10 am) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Director General (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/191 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road (In Patches) at Diamond Park surrounding area in Ward No. 144 and 143 under Br.-XVI**; Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,92,119.68 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **150 Days**; Last date and time of submission of all bids : **10.07.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 (12 Noon)**;

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/189 (1st Call)
Name of work : **Laying of seal coat at Yenni Sarani in Ward No. 144 under Br.-XVI**; Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,95,470.30 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of all bids : **15.07.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **03.07.2025 (12 Noon)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**. 513/25-26

শোকস্তব্ধ ক্রিকেট-বিশ্ব, না ফেরার দেশে দিলীপ দোশী

লন্ডন, ২৪ জুনঃ বেদি-প্রসন্ন-চন্দ্রশেখর যুগ তখন অস্তমিত। সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেটে আবির্ভাব ঘটল এক বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিনারের। ষাটের দশকের শেষ থেকেই অবশ্য তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে ছাপ রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সৌরাষ্ট্র ও বাংলার হয়ে খেলে ফেলেছিলেন রঞ্জি ট্রফি-সহ ঘরোয়া ক্রিকেট। ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেটও তিনি খেলেছিলেন নটিংহ্যামশায়ার ও ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে। সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ৮৯৮টি উইকেট রয়েছে। কিন্তু ভারতের তিন কিংবদন্তি স্পিনারের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সালে তাঁর মাথায় উঠল ভারতীয় টেস্ট ক্যাপ। তিনি দিলীপ দোশী। একটু বেশি বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে

অভিষেক হয়েছিল তাঁর। কেরিয়ারও সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই দিলীপ দোশী সবাইকে অবাক করে দিয়ে সোমবার প্রয়াত হয়েছেন লন্ডনে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৭ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ক্রিকেটদুনিয়া। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর গতিবিধি ছিল ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত। বলের উপর দিলীপ দোশীর ছিল নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ। ৩২ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক ঘটিয়ে তিনি নিজেকে ম্যাচ উইনার হিসাবে প্রতিপন্ন করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসেই ১০৩ রানে ৬ উইকেট নেন। অভিষেক টেস্টেই ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেটে নেওয়ার কৃতিত্ব মাত্র ৯ জন ভারতীয়ের আছে। দোশী তাঁদের মধ্যে এক জন। ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে দিলীপ দোশীর জন্ম হয় গুজরাতের রাজকোটে। কিন্তু বাংলাই হয়ে উঠেছিল তাঁর ঘর-বাড়ি। ভারতের হয়ে ৩৩টি টেস্ট এবং ১৫টি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। মাত্র ২৮টি টেস্টেই নিয়েছিলেন ১০০টি উইকেট। অজি স্পিনার ক্ল্যারি গ্রিমেটের পর তিনিই ৩০ বছর বয়সের পর অভিষেক ঘটিয়ে এহেন নজির গড়েছিলেন। কেরিয়ারে ৩৩টি টেস্ট খেলে নিয়েছিলেন ১১৪টি উইকেট। আর ১৫টি ওডিআই খেলে নেন ২২টি উইকেট। ১৯৮৩ সালে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন তিনি। দিলীপ দোশী দীর্ঘদিন ধরেই লন্ডনে ছিলেন। সেখানে থাকেন তাঁর পুত্র সন্তান। সেখানেই সবাইকে চিরবিদায় জানিয়ে অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। দিলীপ দোশীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে বিসিসিআই।

প্যারা পাওয়ারলিফটিং বিশ্বকাপে চার পদক, দাপুটে শুরু ভারতের

বেজিং, ২৪ জুনঃ প্যারা পাওয়ারলিফটিং বিশ্বকাপ দাপটের সঙ্গে শুরু করল ভারত। চিনের বেজিংয়ে আয়োজিত এই বিশ্বকাপে ভারত প্রথম দিনে চারটে পদক জিতল। যেখানে রয়েছে একটি করে সোনা ও রুপো এবং দুটো ব্রোঞ্জ। জোড়া পদক পেয়েছে প্যারা ভারোত্তোলক জবি ম্যাথিউ। পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে তিনি পদক জিতেছেন। এ বার প্যারা পাওয়ারলিফটিং বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছে ৪০টিরও বেশি দেশ। ২০২৬ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ও ২০২৮ সালের প্যারিলিম্পিক গেমে প্রবেশের জন্য এই বিশ্বকাপটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাথলিটদের কাছে। ভারতের পদক জয়ের খাতা খোলেন গুলফাম আপমেহ। তিনি পুরুষদের এলিট ৫৯ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন। তিনি শুরু করেন ১৪৫ কেজি ওজন তুলে। এর পর সেটাকে নিয়ে যান ১৫১ কেজিতে। ১৫৩

কেজির চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। ছেলেদের ৭২ কেজি বিভাগে রামুভাই বামভাবা ব্রোঞ্জ জেতেন। তিনি প্রথমবার ১৫১ কেজি তোলেন। এর পর ১৫৫ ও ১৫৬ কেজি তুললেও সেটা বাতিল হয়। কিন্তু তাঁর পোডিয়াম ফিনিশের জন্য ১৫১ কেজি যথেষ্ট ছিল। অভিজ্ঞ প্যারা পাওয়ারলিফটার জবি ম্যাথিউস মাস্টার্স ডিভিশনে দারুণ পারফর্ম্যান্স করেন। তিনি ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপো জেতেন। প্রথমবার ১৪০ কেজিতে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি পরের দু'বারের চেষ্টায় ১৪৬ ও ১৫০ কেজি ওজন তোলেন। ভারতের প্যারা পাওয়ারলিফটিং টিমের কোচ জেপি সিং বলেন, ''আমাদের অ্যাথলিটরা দারুণ পারফর্ম করেছেন। গুলফাম, জবি ও রামুভাই নিজেদের প্রমাণ করেছেন। আমরা আশা করছি আরও পদক জিতব।'' ভারতের প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ের সিইও নীতিন আর্য বলেন, ''এটা ভারতের পুরো প্যারা পাওয়ারলিফটিং কমিউনিটির জন্য গর্বের মুহূর্ত। এটা প্রমাণ করে ফেডারেশনের পরিকল্পনা ও অ্যাথলিটদের নিয়মানুবর্তিতা করতা।'' এই প্যারা পাওয়ারলিফটিং বিশ্বকাপে এলিট ও নেক্সটজেন বিভাগ রয়েছে। ভারতের কাছে এটা পদক জয়ের সুযোগের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দেওয়া।

'ভেবেছিলাম প্রচণ্ড জেদী, কিন্তু ও সৎ'

জয় শাহকে দরাজ সার্টিফিকেট সৌরভের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ গুজরাট ক্রিকেট সংস্থা থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পাশাপাশি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের মসনদেও বসেছেন জয় শাহ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থায় ফিনান্স কমিটিতেও ছিলেন। বর্তমানে আইসিসির সর্বোচ্চ পদে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে ডামাডোলের সময় একসঙ্গে হাল ধরেছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং জয় শাহ। ক্রিকেট প্রশাসনে সতীর্থ জয় শাহ কেমন মানুষ, সেই কথাই জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ে এক সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে কথা বলেছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে জয় শাহ প্রসঙ্গও এসেছে। বোর্ডের সভাপতি ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সে সময় বোর্ডের সচিব জয় শাহ। ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল। দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাজ করেছেন। জয় শাহ সম্পর্কে সৌরভ জানান, প্রাথমিক ভাবে মনে হয়েছিল প্রচণ্ড জেদী। সৌরভ বলেন, ''ওর নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করতে চাইত। ওর কাছে সেই ক্ষমতা, সহযোগিতাও ছিল। কিছুক্ষেত্রে ওকে জেদী মনে হয়েছে। সবটাই ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য।'' জয় শাহর সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গে বলেন, ''আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল, এখনও রয়েছে। ও যখন ২০১৯ সালে বোর্ডে আসে, একজন তরুণ বলতে হয়। কিন্তু টিম ওয়ার্কে বিশ্বাস করত। কাজ নিয়ে অনেক সময়ই মত বিরোধ হত। এখন ও আইসিসির সর্বোচ্চ পদে। জয় শাহ একজন সৎ ব্যক্তি। সব কিছু সঠিক করাই ওর লক্ষ্য।''

নৈহাটিতে কলকাতা লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ চমক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ ঢাকে কাঠি পড়েছে কলকাতা ফুটবল লিগের। এযেন বাংলার ফুটবল ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সময়। শহরের প্রতিটি অলিগলি, চায়ে দোকান থেকে বড় ক্লাব টেন্ট সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রে হয়ে উঠেছে 'কে জিতবে এবারের লিগ'। তবে ২০২৫-২৬ মরসুমে এই ঐতিহ্যবাহী লিগ শুরু হওয়ার আগে এক গভীর আবেগের আবরণে মোড়ানো হয়ে উঠল পুরো ঘটনা। কারণ, এবারের কলকাতা লিগ উৎসর্গ করা হল ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি প্রয়াত প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তথা পিকে ব্যানার্জি স্মৃতিতে। ২৩ জুন, তাঁর ৮৯তম জন্মদিনে কলকাতার এক নামী পাঁচতারা হোটেলে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করে আইএফএ। শুধুমাত্র খেলোয়াড় বা কোচ হিসেবে নয়, দেশের ফুটবল সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে যাঁর অপরিসীম অবদান, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এই উদ্যোগ নিঃসন্দহে প্রশংসনীয়। এই ঘোষণায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন উপস্থিত ফুটবলপ্রেমী ও বিশিষ্টজনেরা। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এমন এক নাম, যাঁর জন্য কলকাতার ফুটবল যুগে যুগে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। তাঁর জীবন যেন নিজেই এক পাঠ্যপুস্তক। ফুটবল কীভাবে খেলা হয়, কীভাবে অনুভব করা হয় এবং কীভাবে ভালোবাসা যায় এই সব কিছুর আদর্শ উদাহরণ। এবারের কলকাতা লিগ শুরু হচ্ছে আরও বৃহৎ মঞ্চে, আরও বিশদ পরিকল্পনায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ২৫ জুন, নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি ক্রীড়াঙ্গনে। ঐতিহাসিকভাবে ময়দান-কেন্দ্রিক এই লিগ এবার শহরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছে, যা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়। নৈহাটি এই উৎসবের অংশ হয়ে উঠছে এবং সঙ্গে আসছে এক বৃহৎ ক্রীড়ানুষ্ঠানের উপলক্ষ। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় থাকবে চমৎকার লেজার শো, ফায়ারফক্স, সুর ও নৃত্যের

বর্ণাঢ্য আয়োজন। উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পৌষালী, যাঁর কণ্ঠে ময়দানের আবেগ যেন নতুন মাত্রা পাবে। আরও বড় কথা, মাঠে থাকবেন অতীত ও বর্তমানের বহু তারকা ফুটবলার, যাঁরা এই লিগের ঐতিহ্যের অংশ। তাঁদের উপস্থিতি নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য হবে এক বিশাল অনুপ্রেরণা। এবারের কলকাতা লিগের আরেক আকর্ষণ হচ্ছে এর ম্যাসকট গোপাল ভাঁড়। বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য চরিত্র, যিনি বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ রসবোধ ও মানবিক চিন্তাধারার প্রতীক। গোপালকে বেছে নেওয়ার মধ্যেও লুকিয়ে আছে এক সাংস্কৃতিক বার্তা-ফুটবল কেবল খেলার মঞ্চ নয়, বরং জীবনের প্রতিচ্ছবি। মাঠের চাপ, প্রতিযোগিতার তীব্রতা আর আবেগের মাঝে গোপালের উপস্থিতি দর্শকদের মনে এনে দেবে একটু হাসি, একটু স্বস্তি। কলকাতা ফুটবল লিগ শুধু একটা প্রতিযোগিতা নয়। বরং, এটা বাঙালির ইতিহাস, সংস্কৃতি আর হৃদয়ের সঙ্গে মিশে থাকা এক আত্মপরিচয়। বছরের পর বছর ধরে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান সহ বহু ক্লাব এই লিগের মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এসেছে। আর এবার, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে এই লিগ হয়ে উঠছে এক যুগান্তকারী মুহূর্তের সাক্ষী। যখন মাঠে বল গড়াবে, গ্যালারিতে গর্জে উঠবে সমর্থকদের কণ্ঠস্বর, তখন শুধু প্রতিযোগিতার উত্তেজনা নয়, বরং অনুভব করা যাবে এক গর্বিত উত্তরাধিকারের ধ্বনি। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত এই লিগ যেন বলে- 'আমরা ভুলি না, আমরা কৃতজ্ঞ। ফুটবল, তোমার ছায়ায় বাঁচতে চাই আরও একবার।'

আইসিসির রোষে ভারতের ভাইস ক্যাপ্টেন ঋষভ পন্থ!

দুবাই, ২৪ জুনঃ টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এক ম্যাচের দু-ইনিংসে সেঞ্চুরির রেকর্ড অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু কোনও কিপার ব্যাটার টেস্টের দু-ইনিংসেই সেঞ্চুরি করছেন? এমন অবিশ্বাস্য রেকর্ড মাত্র দু-জনের রয়েছে। সেই তালিকায় একজন ঋষভ পন্থ। লিডস টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন ভারতের এই কিপার ব্যাটার। ভারতের প্রথম কিপার হিসেবে এই রেকর্ড। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ইংল্যান্ডের মাটিতে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি। নানা কীর্তির পরও আইসিসির রোষে ঋষভ পন্থ! আগ্রাসন এবং ঋষভ পন্থ, এ নিয়ে কারও ধোঁয়াশা নেই। ব্যাটিংয়ে প্রতিপক্ষকে রীতিমতো শাসন করেন। এ বার যেন নতুন ঋষভ পন্থকে দেখা যাবে। টিমের ভাইস ক্যাপ্টেন। টিমের কোনও সমস্যা হলে তিনি দায়িত্ব নেবেন এটাই প্রত্যাশিত। আর তাতেই আইসিসির শাস্তির মুখে ভারতের এই ডাকাবুকো ব্যাটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা এক প্রেস রিলিজে জানিয়েছে, শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে পন্থকে। গত ২৪ মাসের মধ্যে এটিই পন্থের প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট। সঙ্গে জরিমানাও। কিন্তু এই পয়েন্টের ২৪ মাসের মধ্যে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে এক ম্যাচ নির্বাসনের মতো পরিস্থিতিও আসতে পারে। ম্যাচের তৃতীয় দিন ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সময় বলের আকৃতি নিয়ে খুশি ছিলেন না পন্থ। আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলেন। আম্পায়াররা বল চেক করেন। পন্থ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, তা শৃঙ্খলাভঙ্গ।

এবার ডুরান্ড কাপে না খেলার ভাবনা মোহনবাগানেরও!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুনঃ ডুরান্ড কাপের ভবিষ্যৎ কী? আইএসএলের একাধিক ক্লাব ডুরান্ড কাপে না খেলার কথা ভাবছে। সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত না খেলার কথা জানিয়েছে হায়দরাবাদ এফসি। সূত্রের খবর, বাকি ক্লাবগুলোও সেই পথে হাঁটতে পারে। যার মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স, এফসি গোয়া, ওড়িশা এফসির

মতো দলগুলো। সূত্রের খবর, এফএসডিএলের নির্দেশেই ফুটবল অপারেশন নিয়ে আপাতত কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না ক্লাবগুলো। প্রস্তুতি শিবির কবে শুরু হবে জানা নেই। তার কারণ আইএসএল নিয়ে একটা বিরাট বড় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ভারতীয় ফুটবলে। ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ না হলে, এবছর আইএসএল আয়োজন করবে না এফএসডিএল। এমনটাই সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত। ডিসেম্বরে এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের চুক্তি শেষ হচ্ছে। নতুন চুক্তিতে আইএসএল চালাতে আলাদা কোম্পানি গঠন গড়া হবে। শুধু তাই নয়, ফেডারেশনের শেয়ার হোল্ডার থাকবে ১৪। এমনই খবর ভারতীয় ফুটবলে। ফেডারেশনের মামলা ঝুলে আছে সুপ্রিম কোর্টে। মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও নতুন চুক্তিতে সই করতে পারবে না ফেডারেশন। আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা যাওয়ায় সমস্ত ক্লাব, ফ্র্যাঞ্চাইজিরা এখন ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। একাধিক সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে। তবে ডুরান্ড কাপ আদৌ নির্ধারিত সময়ে সব দলগুলোকে নিয়ে শুরু করা যাবে কিনা তা নিয়েই এখন বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। এদিকে ডুরান্ড কাপে না খেলার কথা ভাবছে মোহনবাগানও। সরকারি ভাবে কিছু না জানালেও, সূত্রের খবর সেনার এই টুর্নামেন্টে খেলবে কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। এমনিতেই অনুশীলন শুরু করতে মাঠ একটা সমস্যার। কারণ ডুরান্ড শুরু হয়ে গেলে যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ড সেনাবাহিনী নিয়ে নেবে। সিনিয়র দল কবে থেকে অনুশীলন শুরু করবে তা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা রয়েছে। এছাড়া মোহনবাগানের এখন প্রধান লক্ষ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২। শেষ কয়েক বছর ডুরান্ডের গ্রুপ পর্বেই ডার্বি হয়েছে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কর্তারা ভাবছেন, রিজার্ভ দলের ফুটবলারদের দিয়ে সব ম্যাচ খেলানো সম্ভব নয়। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দল হলে, সেক্ষেত্রে তাদেরও পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে ঝাঁপাতে হবে। তাই সব কিছু অঙ্ক মাথায় কাজ করেছে। এছাড়া এফএসডিএলের একটা বার্তা তো সব ক্লাবগুলোর কাছে আছেই। সূত্রের খবর, ডুরান্ডে শেষ দু'বছর মোহনবাগান সুপার জয়ান্টের সঙ্গে সেনা কর্তারা যে আচরণ করেছেন তাতে ম্যানেজমেন্ট খুশি নয়। ম্যাচ টিকিট নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছে শেষ কয়েক বছরে। এছাড়া গত বছর, মোহনবাগান ক্লাবে আচমকাই সেনাবাহিনীর আধিকারিরা গিয়ে রীতিমতো তাণ্ডব চালায়। মার্চেন্ডাইজের জন্য তৈরি হওয়া অস্থায়ী কিয়স্ক ভেঙে দেয়। মার্চেন্ডাইজে বেশ কিছু ফ্লেক্স, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়। এতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যে ঘটনা ভাল ভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। শেষ পর্যন্ত ডুরান্ড থেকে যদি সত্যিই মোহনবাগান সরে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে সেনার টুর্নামেন্ট যে একেবারে আকর্ষণ হারাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুই গোলে এগিয়ে থেকেও মেসিদের ড্র, নকআউটে প্রতিপক্ষ পিএসজি

নির্ধারিত সময়ের তখন আর মিনিট দশেক বাকি। তখনও ২-০ গোলে এগিয়ে ইন্টার মায়ামি। ম্যাচ জিতে গ্রুপের সেরা হওয়ার পথে তারা। কিন্তু পরের কয়েক মিনিটেই বদলে গেল সবকিছু। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ ড্র করল পালমেইরাস। তাতে বদলে গেল গ্রুপে দুই দলের অবস্থানও। নকআউট পর্ব অবশ্য নিশ্চিত হলো লিওনেল মেসির মায়ামির। তবে গ্রুপ রানার্স আপ হওয়ায় তাদের অপেক্ষায় সম্ভাব্য সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ।

ফ্লোরিডা, ২৪ জুনঃ ক্লাব বিশ্বকাপে 'এ' গ্রুপের ম্যাচে ফ্লোরিডায় ২-২ গোলে ড্র করে ইন্টার মায়ামি ও পালমেইরাস। ম্যাচ জিতলে গ্রুপ সেরা হতে পারত মায়ামি। তাদেও আইয়েন্দে ও লুইস সুয়ারেজের দারুণ দুটি গোলে ৮০ মিনিট পর্যন্ত তারা এগিয়ে ছিল ২-০ গোলে। কিন্তু শেষ দিকে পালমেইরাস সেই দুই গোল শোধ করে গ্রুপের সেরা হয়ে যায়। তিন ম্যাচে এক জয় আর দুই ড্রয়ে দুই দলের পয়েন্ট সমান ৫। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় গ্রুপের শীর্ষে পালমেইরাস। নকআউটে তাদের ব্রাজিলিয়ান দ্বৈরথে তাদের প্রতিপক্ষ বতাফোগো। ম্যাচ জিতলে মায়ামি প্রতিপক্ষ হিসেবে পেত বতাফোগোকেই। কিন্তু গ্রুপে রানার্স আপ হওয়ায় তাদের সামনে এখন 'বি' গ্রুপের শীর্ষ দল পিএসজি। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা এই টুর্নামেন্টেও আছে ফেভারিটদের কাতারে। ৩৮তম জন্মদিনের প্রাক্কালে জ্বলে উঠতে পারেননি লিওনেল মেসি। প্রথমার্ধে প্রায় নিষ্প্রভ ছিলেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে পারফরম্যান্সে একটু উন্নতি হলেও চেনা চেহারায় পাওয়া যায়নি জাদুকরকে। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকালের এই ম্যাচে দাপট বেশি ছিল পালমেইরাসেই। গোলে ২২টি শট নিয়ে ৭টিই লক্ষ্যে রাখে তারা। তবে গোল আদায় করতে অপেক্ষা করতে হয় শেষ ১০

মিনিট পর্যন্ত। মায়ামি ৮টি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখে। এর দুটিই কাজে লাগিয়ে এগিয়ে ছিল তারা। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। মায়ামি গার্ডেন্সের হার্ড রক স্টেডিয়ামে এ দিন গ্যালারিতে ছিল পালমেইরাসের সমর্থকদের জোয়ার। ব্রাজিলের দলটি তাই ঘরের মাঠের মতোই অনুভূতি পেয়ে যায়। ম্যাচের শুরু থেকে নিয়ন্ত্রণও তাদেরই ছিল বেশি। চতুর্থ মিনিটে কর্নার থেকে গুস্তাভো গোমেসের হেড ঠেকিয়ে দেন মায়ামির গোলকিপার অস্কার উস্তারি। তবে ষোড়শ মিনিটে আচমকাই এগিয়ে যায় মায়ামি। পালমেইরাসের আক্রমণে দুই দলের প্রায় সবাই ছিল মায়ামির অর্ধে। হুট করে রক্ষণভাগ থেকে উড়ে আসা বল মাঝমাঠের কাছাকাছি পেয়ে যান তাদেও আইয়েন্দে। আর্জেন্টাইন উইঙ্গারের সামনে তখন কেউ নেই! সেখান থেকেই দ্রুতগতিতে বল টেনে নিয়ে পালমেইরাসের বক্সে ঢুকে গোলকিপারের পাশ দিয়ে বল জালে ঢুকিয়ে দেন তিনি। ৩২তম মিনিটে পালমেইরাসের ফাকুন্দো তরেস দারুণ কোনাকুনি শটে মায়ামির গোলকিপারকে পরাস্ত করলেও বল সামান্য একটুর জন্য চলে যায় বাইরে দিয়ে। প্রথমার্ধে আরও কয়েকটি আক্রমণ করে গোল আদায় করতে পারেনি ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি। মেসিকে প্রথমবার ম্যাচে একটু উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যায় ৪৯তম মিনিটে। তবে বক্সের বাইরে থেকে তার দুর্বল শট অনায়াসেই ধরে নেন পালমেইরাসের গোলকিপার। একটু পর তার একটি ভলি একটুর জন্য ওপর দিয়ে চলে যায়। স্রোতের বিপরীতে ৬৫তম লুইস সুয়ারেজ প্রায় একক দক্ষতায় বাড়ান মায়ামির ব্যবধান। দুইজনকে কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি বাঁ পায়ের দারুণ শটে। ৮০তম মিনিটে পালমেইরাসের আশা জাগিয়ে তোলেন বদলি নামা পাউলিনিয়ো। দারুণ এক পাস পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কোনাকুনি শটে বল জালে পাঠান টটেনহ্যাম হটস্পার, বার্সেলোনায় খেলে আসা অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। সাত মিনিট পর বক্সের ভেতর থেকে মাউরিসিওর গোলার মতো শটে সমতায় ফেরে পালমেইরাস। সেই গোলেই নিশ্চিত হয় গ্রুপে তাদের শীর্ষস্থান। শেষ ষোলোয় আগামী রবিবার লড়বে পিএসজি ও ইন্টার মায়ামি। একই সময়ে মুখোমুখি হবে বতাফোগো ও পালমেইরাসও।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com